4118
619
4118

লীলাবতী

[১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে]

12025 6723

“পরস্পরেণ স্পৃহনীয়শোভং
নচেদিদং দ্বন্দ্বমযোজয়িষ্যৎ ।
অস্মিন্ দ্বয়ে রূপবিধানযত্নঃ
পত্যুঃ প্রজানাং বিতথোঽভবিষ্যৎ ॥”

রঘুবংশ ।

613
4118

মজ্জীবনময়

শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ দাস সহৃদয়

হৃদয়বান্ধবেষু

সহোদরপ্রতিম গুরুচরণ !

অপরিমিত আয়াস সহকারে লীলাবতী নাটক প্রকটন করিয়াছি। বিদ্যানুরাগী মহোদয়গণ সমীপে আদরভাজন হয় ঐকান্তিক আশা। কত দিনে সে আশা ফলবতী হইবে, আদৌ সে আশা ফলবতী হইবে কি না ভবিষ্যতের উদরকন্দরে নিহিত। কিন্তু আপাততঃ প্রচুর প্রীতির কারণ এই, প্রথম দর্শনেই যে বন্ধুর মনের সহিত মন সহধর্ম্মপদার্থের ন্যায় তরলিত হইয়াছে, তদবধি যে বন্ধু প্রমোদপরিতাপের অংশ গ্রহণে যথাক্রমে উন্নতি খর্ব্বতা সাধন করিতেছেন, সেই বন্ধুর হস্তে অতি যত্নের বস্তু অর্পণ করিতে সক্ষম হইতেছি। ভাই, এই স্থলে একটি কথা বলি—কথাটি নূতন নহে, কিন্তু বলিলে সুখী হই সেই জন্যে বলি—সৌহার্দ্দ না থাকিলে অবনীর অর্দ্ধেক আনন্দের অপনয়ন হইত। গুরুচরণ ! লীলাবতী তোমার হস্তে প্রদান করিলাম—তুমি সাতিশয় আনন্দিত হইবে বলিয়াই এ দানের অনুষ্ঠান—আমার পরিশ্রম সফল হইল।

প্রণয়ানুরাগী

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়, ... জমিদার।

অরবিন্দ ... হরবিলাসের পুত্র।

শ্রীনাথ ... হরবিলাসের শ্যালক।

ললিতমোহন ... হরবিলাসের ভবনে প্রতিপালিত।

সিদ্ধেশ্বর ... ললিতের বন্ধু।

পণ্ডিত ... লীলাবতীর শিক্ষক।

ভোলানাথ চৌধুরী ... জমিদার।

হেমচাঁদ
নদেরচাঁদ } ... ভোলানাথের ভাগিনেয়দ্বয়।

যোগজীবন
যজ্ঞেশ্বর } ... ব্রহ্মচারী-দ্বয়।

রঘুয়া ... উড়ে ভৃত্য।

স্ত্রীগণ

লীলাবতী ... হরবিলাসের কন্যা।

শারদাসুন্দরী ... লীলাবতীর সই এবং হেমচাঁদের স্ত্রী।

ক্ষীরোদবাসিনী ... অরবিন্দের স্ত্রী।

রাজলক্ষ্মী ... সিদ্ধেশ্বরের স্ত্রী।

অহল্যা ... ভোলানাথের স্ত্রী।

ঘটক, প্রতিবাসী, দাসদাসী, ইয়ারগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শ্রীরামপুর নদেরচাঁদের বৈটকখানা।

নদেরচাঁদ এবং হেমচাঁদের প্রবেশ

নদে। দেখাবি ?

হেম। দেখাব।

নদে। দেখাবি ?

হেম। দেখাব।

নদে। দেখাবি ?

হেম। দেখাব।

নদে। তিন সত্যি কল্যে, এখন না দেখাও নরকে পচে মর্‌বে।

হেম। কিন্তু ভাই দেখা মাত্র।

নদে। তুমি ত দেখাও তার পর আমার চকের গুণ থাকে সফল হব, তবু গুলি খেয়ে বসে গেচে।

হেম। গুলির দোষ দাও কেন ভাই, তোমার বার মেসে বসা চক্—আর যা কর তা কর দাদা নেমোখারামিটে কর না।

নদে। ললিত বাবু তার যে বাহারের কথা বল্যে।

হেম। কোথায় ?

নদে। সিদ্ধেশ্বরের কাছে। সিদ্ধেশ্বর যে বড় বন্ধু, সিদ্ধেশ্বরের মাগ যে ললিতের সঙ্গে কথা কয়। ললিত কোথাকার কে তারে মাগ দেখাতে পাল্যেন, আর আমরা এক বাড়ীর ছেলে বল্যেও হয়, সে দিকে তাকালে মাথা কেটে ফেলেন।

হেম। ও হু ব্যাটাই বয়াটে। তুমি যারে দেখ্‌তে চাচ্চো সিদ্ধেশ্বর তায়ে দেখেছে।

নদে। লুকুয়ে ?

হেম। না, সিদ্ধেশ্বরের সুচরিত্র বলে ললিতের সঙ্গে যেতে পেয়েছিল।

নদে। এবারে এক্সচেঞ্জ থেকে একখান সুচরিত্র কিনে আন্‌বো, গায় দিয়ে লোকের বাড়ীর ভিতর যাব।

হেম। তার দাম বড়।

নদে। কত ?

হেম। গোজন্ম পরিত্যাগ।

নদে। ঠিক বলিচিস—আমাদের যে নাম বেরয়েছে, আমাদের দেখে বেশ্যারাও ঘোমটা দেয়। মাগ মরে অবধি গৃহস্থের মেয়ের মুখ দেখি নি, কি ঝিউড়ি, কি বউ। তোমার মাগটি কেঁচে কনেবউ হয়েছেন, আমায় দেখ্‌লে আদ হাত ঘোমটা দেন।

হেম। আমি বলে দিইচি, তোমার সঙ্গে আবার কথা কইবে। মাও ভৎর্সনা করেছেন।

নদে। মামী মামার কুন্‌কী হাতী ছিলেন তা জানিস তো ?

হেম। কুচ্ছ কথা নিয়ে তোর যত আমোদ, তুই ক্রমে ক্রমে ভারি বেয়াড়া হয়ে যাচ্চিস। ও সব কথা ভাল লাগে না।

নদে। তবে যে বড় দেখাতে চাচ্চিস ?

হেম। আমার স্ত্রীর কাছে সে বসে থাক্‌বে, সেই সময় দেখাব, তাতে আমি দোষ ভাবি নে।

নদে। চিরজীবী হয়ে থাক, তোমার কল্যাণে আজ খেম্‌টির নাচ দেব, মদের শ্রাদ্ধ কর্‌ব।

হেম। বেশ কথা।

শ্রীনাথের প্রবেশ

মামা যে।

নদে। সরকারি মামা।

শ্রীনা। তবে তোমার পিসীর ছেলেদের ডাক।

নদে। রাগ কর কেন বাবা?

শ্রীনা। অমৃতং বালভাষিতং—আর একবার বলো।

হেম। মামা বসো।

শ্রীনা। তোমার মামা কোথায়?

হেম। কল্‌কাতায় গেছেন।

নদে। মামা, কিছু খাবে?

শ্রীনা। কি আছে?

নদে। যা চাবে, আমার এমন মামার বাড়ী না।

শ্রীনা। মামার বাড়ীই বটে।

হেম। কি খাবে?

শ্রীনা। তারিপ।

হেম। কি রসিকতাই শিখেছ বলিহারি যাই।

সিদ্ধেশ্বর এবং ললিতমোহনের প্রবেশ

ললি। এস মামা বাড়ী যাই।

নদে। সিদ্ধেশ্বর বাবু, বসো জাত যাবে না—ললিত বাবু, এত ব্যস্ত কেন, এখানে মেয়ে মানুষ নাই।

ললি। বেলা যে যায়। (উপবেশন।)

সিদ্ধে। সময় আর স্রোত কারো জন্যে দাঁড়ায় না।

শ্রীনা। আর নারীর যৌবন।

নদে। আর রেল্‌ওয়ের গাড়ী।

শ্রীনা। যাও যমের বাড়ী।

হেম। কেন, ঠিক বলেচে—আমি সেদিন হাঁসফাঁস করে দৌড়ে ষ্টেসনে গেলেম, আর পোঁ করে গাড়ী বের্‌য়ে গেল।

ললি। যেমন কালিদাস তেমনি মল্লিনাথ।

সিদ্ধে। চমৎকার টিপ্‌পনী ?

নদে। টিপ্‌নি কি ?

শ্রীনা। অন্তর টিপ্‌নি—খাবে।

নদে। তুমি ত বিদ্বান্ সেই ভাল।

ললি। চল সিধু।

নদে। বসুন না মহাশয়—তামাক দে রে।

শ্রীনা। কার জন্যে ?

নদে। বাবুদের জন্যে।

ললি। মামা ওঁর জন্যে হতে কি দোষ ?

শ্রীনা। নিজের জন্যে হলে বল্‌তেন, গাঁজা দে রে।

নদে। আমি ইষ্টি ঠাকুরের পায় হাত দিয়ে দিব্বি কত্তে পারি, গাঁজা ছেড়ে দিইচি।

শ্রীনা। চাবুক ?

হেম। সে যে দিন মদে নেশা না হয়, রোজ ত নয়।

সিদ্ধে। মাণিক।

শ্রীনা। মাণিকজোড়। (হেমচাঁদের এবং নদেরচাঁদের দাড়ি ধরিয়া সুরের সহিত।)

কোথায় মা ওলাবিবি বেউলা রাঁড়ীর মেয়ে,
কানাই বলাই নাচে একবার দেখ চেয়ে,
ওমা একবার দেখ চেয়ে।

নদে। শ্রীনাথ বাবু, তুমি বড় বাড়াবাড়ি কচ্চো—আমরা

ছোটলোকের ছেলে নই—তোমার ঠাট্টা বুঝ্‌তে পারি—সত্যি সত্যি ঘাসের বিচি খাই নে।

শ্রীনা। বাপ্ রে, বিচি কি তোমরা হতে দাও।

হেম। নদেরচাঁদ তুই থাক্ না, আমি এবার শ্বশুরবাড়ী গিয়ে ওঁর চালাকি বার কর্‌বো।

শ্রীনা। সিধু বাবু, এবারকার কার্ত্তিকে ঝট্‌কায় শ্রীরামপুরের সব দাঁড়কাকগুনো মরে গেছে।

সিদ্ধে। সব কি মরেছে?

শ্রীনা। গোটা দুই আছে—দাঁড়কাকগুনো কাকদের মধ্যে কুলীন।

সিদ্ধে। কাকের আবার কুলীন।

শ্রীনা। যেমন গাঁজার ভ্যাল্‌সা।

নদে। বড় চালাকি কচ্চো—আমি দম্ভ করে বল্‌তে পারি শ্রীরামপুরে আমার কাছে এক ব্যাটাও বামন নয়। আমাদের বাঁদা ঘর, আমরা আসল কুলীনের ছেলে।

শ্রীনা। ষ্টড্‌ব্রেড্।

নদে। আজো পেচ্ছাপ কল্যে বামন বেরোয়।

শ্রীনা। গোঁদোলপাড়ার ওষুদ খেতে হয়—টেঁকিরাম, অমন কথা কি বল্‌তে আছে? ব্রাহ্মণ, দেবশরীর, যজ্ঞোপবীত গলায়, বিপ্রচরণেভ্যো নমঃ, তাঁকে ওরূপে বার কত্তে আছে, পইতেয় যে চোনা লাগ্‌বে।

ললি। কথাটা অতিশয় রূঢ় হয়েছে।

নদে। কথাটা আমার একটু অন্যায় হয়েছে বটে।

হেম। রাগের মাথায় বের্‌য়ে গেছে।

ললি। এলুম ভদ্রলোকের বাড়ী, বস্‌বো, কথা কবো, তামাক খাব, তা কেবল ঝক্‌ড়া আর কাম্‌ড়াকাম্‌ড়ি।

BASIC TRAINING COLLEGE

নদে। তামাক দে রে।

শ্রীনা। গাঁজা দে রে।

নদে। (হাসিয়া) মামার কেবল তামাসা।

শ্রীনা। (দুই হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া নদেরচাঁদের মুখের কাছে লইয়া।) বাছা রে—

সিদ্ধে। ও কি মামা।

শ্রীনা। মাণিক মাটিতে পড়ে।

ললি। নদেরচাঁদ বাবুর বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছে কোথা?

নদে। রাজার বাড়ী।

শ্রীনা। লক্ষ্মীছাড়ী।

নদে। সে কথাটি বল্‌তে পার্‌বে না, রাজকন্যা, আরমানি বিবি।

ললি। "কিং ন করোতি বিধির্যদি তুষ্টঃ
কিং ন করোতি স এব হি রুষ্টঃ।
উষ্ট্রে লুম্পতি রম্বা যম্বা
তস্মৈ দত্তা নিবিড়নিতম্বা॥"

নদে। দিব্বি কবিতাটি—"নিবিড়নিতম্বা" কি সিধু বাবু?

সিদ্ধে। নিবিড় নিতম্ব আছে যার, অর্থাৎ স্ত্রী।

নদে। নিতম্ব কি?

হেম। স্তন।

ললি। হেমবাবুর খুব ত ব্যুৎপত্তি।

হেম। আমি পশ্বাবলী টলি সব পড়িছি।

ললি। নতুন বই কিছু পড়েছেন?

হেম। তিলোত্তমা সম্ভাবনা পড়িছি।

শ্রীনা। মাইকেলের মাথা খেয়েছ।

নদে। ব্রিটিশ্ লাইব্রেরি থেকে মামা যত বই আনেন আমরা সব দেখি।

ললি। ব্রিটিশ্ লাইব্রেরি?

সিদ্ধে। মেট্ কাফ্—

হেম। হ্যাঁ হ্যাঁ, মেট্ ফাক্।

নদে। ম্যাড্ কাফ্—

শ্রীনা। তোমরা ছুটিই তাই—চলো।

[শ্রীনাথ, ললিত এবং সিদ্ধেশ্বরের প্রস্থান।

নদে। হেমা, সর্ব্বনাশ করে গেছে, বাচুর বলেছে। (চিন্তা।) হেমা তোর পায় পড়ি ওদের ফিরো—ডাক্ ডাক্ ভুলে গেলুম—উতোর দেব—

হেম। মামা, মামা, যেও না, একটা কথা শুনে যাও।

নদে। ললিত বাবুদের আন্‌তে বল।

হেম। মামা একবার এস, ললিত বাবুদের নিয়ে এস।

শ্রীনাথ, ললিত এবং সিদ্ধেশ্বরের পুনঃপ্রবেশ।

বাবা, আঁদারে ঠিল মার, উতোর শুনে যাও।

নদে। বাচুর না পানালে দুদ পেতে কোথা?

শ্রীনা। (বামহস্ত তলে দক্ষিণ হস্তের কনুটি রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত বক্র করিয়া) বগ্ দেখেচ?

[শ্রীনাথ, ললিত এবং সিদ্ধেশ্বরের প্রস্থান।

হেম। ভায়া, মুক্তিমণ্ডপে চলো, গুলি খাওয়া যাক্।

নদে। চাবুক কস্‌তে হবে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

শ্রীরামপুর। হেমচাঁদের শয়নঘর

হেমচাঁদের প্রবেশ।

হেম। রাক্কুসী—পেত্নী—উননমুখী—বেরালখাগী। এত করে বল্যেম, বলি বাপের বাড়ী যাচ্চো নদেরচাঁদেরে এক দিন দেখ্য়ো—তা বলেন "অমন সর্ব্বনেশে কথা বল না"—আবার কাঁদ্‌লেন। বলেন সে "সতীত্বের শ্বেতপদ্ম"—সতীত্বের ধবল। সংস্কৃত পড়েছেন—আঁস্তাকুড় ঝাঁট দিয়েছেন। বলেন "সে সরমকুমারী"—সরম কুক্কুরী—"পুরুষের সুমুখে লজ্জায় কথা কয় না"—সিধুবাবু আমার মেয়েমানুষ। হাজার টাকা দিলেম তার পর বল্যেম ; ভাব্‌লেম মন নরম হয়েছে—ওমা একেবারে আগুন, বলেন "মা'রে গিয়ে বলে দিই"—মা আমায় গঙ্গাপার করে দেবে। বলেন "এতে আমার সতীত্বে কলঙ্ক হবে"—ওরে আমার সতীত্বের চুব্‌ড়ি "—অধর্ম্ম হবে—" ওরে আমার ধর্ম্মবড়াই। এখন, বলি এখন—কেমন মজাটি হয়েচে, তাঁর সেই সরমকুমারীর সঙ্গে নদেরচাঁদের সম্বন্ধ হয়েছে। আগে বল্‌বো না, একটু রঙ্গ করি। এতক্ষণ ঘরে বসে আছি এখন এল না, অন্য লোকের মাগ বাবু ঘরে এলে ছুতোনতায় ঘরে আসে—কি করে এখানে আনি। মা বোধ করি নীচেয় আছেন—সাড়া, সুড়ি দিই—(চীৎকার স্বরে) আমার বই নে গেল কে ? বাহবা আমার বই নে গেল কে ?

নেপথ্যে। ও হেম ঘরে এইচিস্ ?

হেম। (মুখ খিচ্‌য়ে) ঘরে না তো কি মাঠে ?

নেপথ্যে। কি চাচ্চিস্ হেম ?

হেম। (মুখ খিচ্‌য়ে) কি চাচ্চিস্ হেম।

নেপথ্যে। দাসীরে ওখানে আছে, আমি খেতে বসিচি।

হেম। (মুখ খিচ্‌য়ে) আমার মাথাটা খাও আমি বাঁচি।

নেপথ্যে। জল দেবে ?

হেম। (মুখ খিচ্‌য়ে) জল দেবে বই কি।

নেপথ্যে। তামাক দেবে ?

হেম। (মুখ খিচ্‌য়ে) তামাক দেবে বই কি।

নেপথ্যে। বউকে ও ঘরে যেতে বল্‌বো ?

হেম। (নাকি সুরে) তানানা তানানা তুম তানা দেরে না।—এই যে ঝম্ ঝম্ কত্তে কত্তে আস্‌চেন।

শারদাসুন্দরীর প্রবেশ।

শার। আহা কি মধুর ভাষেই মায়ের সঙ্গে কথা কইলে।

হেম। সে ত তোমারি দোষ—তুমি এতক্ষণ কার ঘাস কাট্‌ছিলে ?

শার। যার খাই।

হেম। তোমায় একটা সুসমাচার দিতে এলেম।

শার। কার বুঝি সর্ব্বনাশ হয়েছে ?

হেম। তুমি দেখাতে পার্‌বে না ?

শার। উঃ পোড়ার দশা আর কি—অমন কর তো ঠাকুরুণের কাছে বলে দেব।

হেম। ঠাকুরুণ তোমার দিকে না আমার দিকে ? নদেরচাঁদের সুমুখে ঘোমটা দিয়ে কেমন লাঞ্ছনা জান তো ?

শার। তোমার এই সমাচার না আর কিছু আছে ?

হেম। ঘোড়ায় চড়ে এলে না কি ?

শার। স্ত্রীর সঙ্গে কি এইরূপ আলাপ করে? ভাল কথা কি তোমার মুখে নাই।

হেম। স্বামীর মনের মত হতে, ভাল কথা শুন্‌তে।

শার। কি কল্যে মনের মত হয়, তাই বলো, করি।

হেম। কথা শুন্‌লে।

শার। আমি কি অবাধ্য?

হেম। (মেজের উপর একটি প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়া) এক শ বার।

শার। (চম্‌কে উঠিয়া) কিসে?

হেম। তুমি আমার অবাধ্য, মার অবাধ্য, মাসীর অবাধ্য।

শার। ওমা! সে কি কথা, শুনে যে আমার হৃৎকম্প হয়। আমি বউমানুষ, সাতেও নাই, পাঁচেও নাই, যিনি যা বলেন তাই শুনি।

হেম। শোন বই কি?

শার। কেন তাঁরা ত আমার নিন্দে করেন না।

হেম। তোমার সাক্ষাতে কর্‌বে?

শার। তোমার পায় পড়ি, আমার মাথা খাও, বলো, আমি কি নিন্দের কাজ করিচি—আর দণ্ডে মেরো না, আমার গা কাঁপ্‌চে।

হেম। তোমায় আমি বলিচি, মা বলেচেন, মাসী বলেচেন, নদেরচাঁদের সুমুখে ঘোমটা দিও না, তবু তুমি তারে দেখে, বুড়ো বয়সে খেড়ে কাচ্‌ সেকেন্দারি গজের দেড় গজ ঘোমটা দাও—কেন সে কি আমার পর, না সে উলুবন থেকে ভেসে এসেছে? সে গোবাঘা নয় যে তোমারে দেখ্‌লে হা করে কাম্‌ড়ে নেবে?

শার। সর্ব্বরক্ষে! আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়্‌ল।

হেম। এটা বুঝি অতুচ্ছ কথা হলো?

শার। আমি কি তুচ্ছ কথা বল্‌চি।

হেম। আর দেখ আমি স্বামী—গুরুলোক—গুরুনিন্দে অধোগতি। ওঁকে এত ভাল বাসি, কত গয়না দিইচি, কুলীনের ছেলে দশটা বিয়ে কল্যে কত্তে পারি, আর একটা বিয়ে কল্যেম না—নদেরচাঁদকে ফাকি দিয়ে একদিন দুদিন রাত্রে ঘরে আসি—তবু উনি আমাকে ছকড়ানকড়া করেন।

শার। দেখ নাথ, তুমি যদি আমার সকল গহনা কেড়ে নাও, আর কতকগুলো বিয়ে কর, আমি যে মনোদুঃখে আছি এর চাইতে আর অধিক দুঃখ হবে না।

হেম। তোমার কি দুঃখ?

শার। তুমি তা জান না এই দুঃখ।

হেম। দুঃখ দুঃখ করে আমাকে মেরে ফেল্যে—একটু ঘরে এলুম আর উনি সাপের হাঁড়ি খুলে বস্‌লেন—আমি দশটা বিয়ে কর্‌বো তবে ছাড়্‌বো।

শার। তুমি কুড়িটে বিয়ে কর।

হেম। নদেরচাঁদের সঙ্গে তোমার কথা কইতে হবে।

শার। আমি তা পার্‌বো না।

হেম। আঁরোঁ বঁলেঁন আঁমি কিঁসেঁ অঁবাঁধ্য।

শার। হই হই আমি অবাধ্য আমিই আছি—এ নিন্দেয় আমার যা হবার তা হবে।

হেম। সিদ্ধেশ্বরের সিদ্ধেশ্বরী তোমাদের ললিতের সঙ্গে কথা কইলে কেমন করে?

শার। তার স্বামী তাকে ভাল বাসে, তার স্বামীর বন্ধু, তাই সে কথা কয়েছে।

হেম। নদেরচাঁদ বুঝি তোমার স্বামীর বোনাই? এ যে স্বামীর ভাই, বন্ধুর বাবা।

SENIOR BASIC TRAINI

শার। ভাই কি বোনাই তা তুমিই জান।

হেম। বা রস্‌কে—সিধু বাবুর সঙ্গে কথা কবে ?

শার। আমি সিদ্ নিদ্ চাই নে, আমি যে বিদ্ পেইচি সেই ভাল।

হেম। সে যে বেন্ধ সমাজ করেছে বিন্মি হবে ?

শার। আমি তোমাকে বারম্বার বলিচি, আমি তোমার পায় ধরে বিনতি করিচি, ধর্ম্মের কথা নিয়ে ঠাট্টা তামাসা কর না কিন্তু আমার অন্তঃকরণে ব্যথা দেওয়াই তোমার মানস, তুমি যখন তখন এইরূপ উপহাস কর—সিদ্ধেশ্বর বাবু ব্রাহ্ম সমাজ করেছেন, তাঁর স্ত্রী ব্রাহ্মিকা হয়েছেন, এটা নিন্দার কথা, না সুখ্যাতির কথা ?

হেম। সুখ্যাতির কথা হলে তাকে লোকে একঘরে কর্‌তো না।

শার। যারা একঘরে করেছে তারাই বলে সিদ্ধেশ্বরের মত জিতেন্দ্রিয়, ধাম্মিক, পরোপকারী এখানে আর নাই, আর তোমাদের লোকে যা বলে তা শুনে আমি কেবল নির্জ্জনে বসে কাঁদি। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের যত পুস্তক, আমার কাছে সকলি আছে, তুমি যদি শোনো আমি তোমার কাছে বসে পড়ি। সিদ্ধেশ্বর বাবুর স্ত্রী তাঁর নিকটে কত পুস্তক পড়েন, আমার কি সাধ করে না তোমার কাছে বসে পড়ি ?

হেম। কেন মিছে জ্বালাতন কর মেয়ে মানুষের পড়া শুনোয় কাজ কি, ধর্ম্মেতেই বা কাজ কি ?—রাঁদো বাড়ো খাও ব্যস্।

শার। তুমি একখানি পুস্তক পড়ো, ভাল না লাগে আর পড়ো না।

হেম। যার নাম ভাল লাগে না, তা কখন পড়্‌তে ভাল লাগে ?

শার। আমি তোমাকে ব্রাহ্মধর্ম্মের সব পুস্তক পড়াবো, আমি তোমাকে ব্রাহ্ম কর্‌বো, আমি তোমাকে কুপথে যেতে দেব না—আমি তোমার স্ত্রী, দেখি দিখি আমার অনুরোধ তুমি কেমন করে অবহেলা কর—

হেম। হো, হো, হো, পাদ্‌রি সাহেব এয়েছেন—আমাকে খ্রীষ্টান কচ্চেন—আমাকে আলোয় নিয়ে চল্যেন—দেখ যেন আলো আঁধারি লাগে না—নদেরচাঁদ যে বলে "হেমাকে হেমার মাগই খারাপ কল্যে", তা বড় মিছে নয়।

শার। আমার মরণ হয় তো বাঁচি।

হেম। রাগ হলো না কি ? বাবা রে! চক্ যে জ্বল্‌চে।

শার। আমি কার উপর রাগ কর্‌বো।

হেম। তোমাকে একটা ভাল কথা বল্‌তে এলেম।

শার। আর তোমার ভাল কথা বল্‌তে হবে না।

হেম। তবে একটা মন্দ কথা বলি।

শার। যে চিরদুঃখিনী তার ভালই বা কি আর মন্দই বা কি ?

হেম। আমার কথা শুন্‌লে না, আমাকে অপমান কল্যে, আচ্ছা আমি বাইরে চল্যেম। (যাইতে অগ্রসর)

শার। (হেমচাঁদের হস্ত ধরিয়া।) যা বল্‌তে হয় বলো, রাগ করে আমার মাথা খেয়ো না।

হেম। দেখাতে পার্‌বে না ?

শার। তোমার পায় পড়ি, ভাল কথা বলো—যে কথায় আমি মনে ব্যথা পাই সে কথা কি তোমার বলা উচিত !

হেম। সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে কথা কয়েচে ?

৩

শার। কয়েচে।

হেম। কাঁচলি ছিল ?

শার। ছিল।

হেম। এই বুঝি তোমার "সঁতীঁত্বের শ্বেঁতপঁদ্ম" ?

শার। তারা চিরকাল পশ্চিমে ছিল, তাই কাঁচলি পরে—তার মা পরেচে বন্ পরেচে, তাই সে পরে, তাতে দোষটা কি ? সে তো আর শুধু কাঁচলি গায় দিয়ে লোকের সুমুখে আসে নি, যে তার নিন্দে কর্‌বে।

হেম। আর কি ছিল ?

শার। তার পায় কালো রেশমি মোজা ছিল, গায় কাঁচলি ছিল, একটি সাটিনের চোস্ত লম্বা কুর্‌তি ছিল, তার উপরে বারাণসী শাড়ী পরা ছিল।

হেম। কি বাহার ! নদেরচাঁদের সার্থক জীবন।

শার। পোড়াকপাল আর কি—গৃহস্থের মেয়েকে অমন করে বল্‌তে নাই। সেও এক জনের মেয়ে, সেও এক জনের ভগ্নী—পরের মেয়ে পরের ভগ্নীকে আপনার মেয়ে আপনার ভগ্নীর মত দেখ্‌তে হয়। গৃহস্থের মেয়ের কথা নিয়ে কোন্ ভদ্র লোকে রঙ্গ করে থাকে বল দেখি।

হেম। পুরুতঠাকুরুণ, চুপ করুন, দই আস্‌চে—সুবচনীর কথা ঢের শুনিচি, তোমার আর বুড়ো বাঁদরকে নাচন শেখাতে হবে না—

শার। কোন্ শালী আর তোমার সঙ্গে কথা কইবে।

হেম। দোষ কর্‌বেন, আঁরো চক্ রাঙ্গাবেন।

শার। আমি কোন্ বাঁদীর বাঁদী যে তোমায় চক্ রাঙ্গাবো।

হেম। কেন তোমার নাম করে যদি কেউ আমার সার্থক

জীবন বলে তা হলে কি তোমার মুখখানি অগ্নি আগুনের নুড়োর মত হয় ?

শার। আমি যে তোমার মাগ।

হেম। সে বুঝি নদেরচাঁদের পিসী ?

শার। সে নদেরচাঁদের পিসী হতে যাবে কেন ? সে গৃহস্থের মেয়ে।

হেম। তবে বল্‌বো ?

শার। বলো কান পেতে আছি, বধির হই নি।

হেম। বধের কি গো ?

শার। কালা হই নি।

হেম। সংস্কৃত বলেচ—দাশরথি হয়েচ—চুপ করিচি, ছড়া কাটাও গো অধিকারী মহাশয়।—বাজে খরচ ছেড়ে দাও, যা করেছ সে কালে করেছ—বধ্ ফধ্ এখানে বলো না গায় পয়জারের বাড়ি পড়ে। পুরুষজ্যাটা সওয়া যায়, মেয়েজ্যাটা বড় বালাই।

শার। আর ব্যাক্‌খানা কর না, তোমার পায় পড়িচি, আমি আর ভাল কথা কব না আজ অবধি অঙ্গীকার কর্‌লেম।

হেম। ফঙ্গীকার কি গো ?

শার। তুমি কি বল্‌চিলে বলো আমি শুনে যাই।

হেম। তুমি দেখালে না, কিন্তু নদেরচাঁদ আর এক ফিকিরে দেখ্‌বে।

শার। এ আর তাঁতির বাড়ী নয়।

হেম। দেখ্‌বে, দেখ্‌বে, দেখ্‌বে।

শার। কখন না, কখন না, কখন না।

হেম। শোন তবে বলি আমি কথাটি মজার,
নদেরচাঁদের সঙ্গে সম্বন্ধ তাহার ;

তোমার সয়ের বাপ করেছেন পণ,
জামাই লবেন বেছে কুলীননন্দন।

শার। মাইরি, আমার মাথা খাও!

হেম। ঘটক ব্যাটাই মাথা খেয়েছে।

শার। মামা রাজি হয়েচেন?

হেম। মামার মেয়ে, না বাবার মেয়ে?

শার। এখন ছেলে দেখ্‌বে।

হেম। ছেলে আবার দেখ্‌বে কি! পুতের মুতে কড়ি—রাজারা রাজকন্যা দেবার জন্যে হাত যোড় করেছিল, তাদের ছাই কপালে ঘট্‌লো না।

শার। আহা! মা নাই, ভাই নাই, অমন মেয়েটি শ্মশানে ফেলে দেবে?

হেম। যত বড় মুখ তত বড় কথা—আমি মাসীকে বলে দিচ্চি, তুমি নদেরচাঁদকে মর্ বলেচ।

শার। বাহবা আমি মর্ বল্যুম কখন? ও মা সে কি কথা গো? আমি আপনার দুঃখে আপনি মরচি—(চক্ষে অঞ্চল দিয়া রোদন।)

হেম। (স্বগত) এই বেলা ফাঁক্‌তালে একটা কাজ সেরে নিই—(প্রকাশে।) ঝাঁজরা চকে আমাকে ফাকি দিতে পার্‌বে না, মাসীকে এ কথাও বল্‌বো, তুমি সম্বন্ধ শুনে কেঁদেচ, চল্যেম—

শার। (হেমচাঁদের হস্ত ধরিয়া।) তোমার পায় পড়ি, আমার মাথা খাও, তুমি কারো কিছু বলো না—বিয়ের কথায় চক্ষের জল ফেলে, তাঁর ছেলের অমঙ্গল করিচি শুন্‌লে, তিনি আমায় স্থল দেবেন না—আমি তা হলে জন্মের মত তাঁর চক্ষের বিষ হবো—সাত দোহাই তোমার, আমায় রক্ষা কর, আমায় আজ বাঁচাও। দেখ, স্বামী সতীর জীবন, মনের কথা বল্‌বের এক

613
613

46

মাত্র স্থান—আমাদের পতি বই আর গতি নাই—কামিনী পতির কাছে কত মনের কথা বলে, তাতে সঙ্গতও আছে অসঙ্গতও আছে, পতি কামিনীর মেয়ে বুদ্ধি বলে রাগ করেন না, বরঞ্চ আদর করে বেশ করে বুঝ্য়ে দিয়ে অসঙ্গত কথা বলা নিবারণ করেন। যদি উচাটন মনে আমার মুখ দিয়ে কোন মন্দ কথা বেরয়ে থাকে, তুমি আমার স্বামী, লজ্জা নিবারণ করার কর্ত্তা, তোমার কি উচিত, সে কথা প্রকাশ করে দিয়ে আমাকে দুঃখের ভাগিনী করা? আমায় লাঞ্ছনা খাইয়ে তুমি কি সুখী হবে? আমি বড় ব্যাকুল হয়ে বল্‌চি, একদিন মাপ কর, তোমার চিরদুঃখিনী দাসীর একদিন একটি কথা রাখ। (চক্ষে অঞ্চল দিয়া রোদন এবং যাইতে অগ্রসর।)

হেম। যাও যে?

শার। আস্‌চি।

[প্রস্থান।

হেম। মন্দ ব্যাপার নয়—ওর দুঃখ দেখে আমার কান্না আস্‌চে, মিষ্ট কথায় মন ভিজে গেল, যেন গঙ্গার জল বেড়ে বাঁদাঘাটের পাথরের পইটে ভিজে যাচ্চে। সাধে বাবা বলেন "এইটি বাড়ীর মধ্যে লক্ষ্মী বউ"—বউ ভাল কিন্তু ইয়ার বদ্।

শারদার পুনঃ প্রবেশ।

শার। তুমি ভেবে দেখ এক দিনও আমার কোন দোষ পাও নি।

হেম। তুমি যে ভয়ানক কথা বলেচ, আমি চেপে রাখ্‌চি, তুমি আমার একটি কথা রাখ।

শার। বলো।

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE BANIPUR
12025 6723

হেম। তুমি নদেরচাঁদের সুমুখে ঘোমটা খুলে থাক্‌বে, আর তার সঙ্গে কথা কবে।

শার। আমি ঘোমটা দিয়ে কথা কবো।

হেম। তুমি কি সামান্য ধনী—

শার। তুমি রাগ কর না, আমি ঘোমটা খুলে কথা কবো, কিন্তু কেবল তোমার সাক্ষাতে।

হেম। তা না ত কি তুমি তার সঙ্গে বাগানে যাবে।

শার। সে দিন বারেণ্ডায় ঠাকুরপো আস্‌চিলেন, আমি ঘোমটা দিলেম, মাসাস্‌ আমায় লক্ষ্য করে বল্যেন "আমার নদেরচাঁদকে কেউ দেখ্‌তে পারে না।"

হেম। আমার অসাক্ষাতে তোমার যা খুসি তাই কর।

নেপথ্যে। দাদাবাবু ঘরে আছ?

হেম। এস, লক্ষ্মণ ভাই এস—ও কি ঘোমটা দাও যে?

শার। (চক্ষু মুছিয়া।) ঘোমটা দিচ্চি নে, কাপড় চোপড়গুনো সেরে সুরে গায় দিচ্চি; যে পাত্‌লা কাপড় পরে রইচি, দুপুরো করে না দিলে কারো সুমুখে যাবার জো নাই। (দেওয়ালের নিকট দণ্ডায়মান।)

হেম। চেয়ারে বস না?

শার। না আমি দাঁড়্য়ে থাকি।

নদেরচাঁদের প্রবেশ।

নদে। ঘটককে কুলজির কথা সব বলে দিয়ে এলেম—বউ চিন্তে পার? (শারদাসুন্দরী নাসিকা পর্য্যন্ত ঘোমটা টানিয়া লজ্জাবনতমুখী।)

হেম। এই বুঝি তোমার কথা কওয়া?

শার। (অস্ফুট স্বরে।) পা—

হেম। তুমি যদি পারি না বলো তোমায় কেটে ফেল্‌বো—বল্যে না? বল্যে না?—পয় আকার পা, রয় দাঁড়ি হস্বি রি, এই দুটো একত্র করে "পারি" বল্‌তে পার না? কেঁদেচ কেন বল্‌বো?

শার। (মৃদুস্বরে।) পারি।

হেম। অনেক কষ্টে আজ ঘোমটা খুল্‌য়িচি।

নদে। এক বিয়েন না দিলে লজ্জা যায় না—

শার। (হেমচাঁদের প্রতি মৃদুস্বরে।) ছেলেদের আস্‌বের সময় হলো আমি ময়দা মাখি গে।

[শারদাসুন্দরীর দ্রুতগতি প্রস্থান।

হেম। আমার পিণ্ডি মাখ গে—এখন তিন্‌টে বাজে নি বলে ছেলেদের আস্‌বের সময় হয়েচে।

নদে। ওই ত কারচুপির কাজ।

হেম। বিয়েনের কথা না বল্যে আর খানিক থাক্‌তো।

নদে। পেটে একখান মুখে একখান ভাল লাগে না—আগে আমার তিনি আস্থন কত রঙ্গ দেখাব।

হেম। ঘরের মাগ কি খেমটাওয়ালী?

নদে। তুই থাকিস্ থাকিস্ চম্‌কে উঠিস্—মুক্তিমণ্ডপে চলো গুলি টানি গে, পাঁচ ইয়ার নিয়ে মদ খাই গে।

হেম। আজ ভাই রাত্রে বাড়ী আস্‌বো, ও বাপের বাড়ী যাবে।

নদে। তুমি যমের বাড়ী যাও।

হেম। বেণেরা নাকি নালিশ করেছে?

নদে। আমার মোক্তার বল্যে, তুড়িতে উড়্য়ে দেবে।

হেম। গুলি খাডালা?

নদে। চলো খাই গে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

শ্রীরামপুর—সিদ্ধেশ্বরের পুস্তকালয়।

রাজলক্ষ্মী এবং শারদাসুন্দরীর প্রবেশ।

রাজ। ঘোটালে কে?

শার। তাঁরাই প্রস্তাব করেছেন—বন্ শুনে অবধি আমি কি পর্য্যন্ত ব্যাকুল হইচি তা আমি তোমায় কথায় বল্‌তে পারিনে। বাড়ীতে যদি সম্বন্ধের কথায় আহ্লাদ না করি মাসাসের মুখে তিরস্কারের স্রোত বইতে থাকে।

রাজ। লীলাবতীর লোকাতীত সৌন্দর্য্য বানরের ভূষণ হবে? এই বুঝি লীলাবতীর বিদ্যার পুরস্কার? দেখ্ ভাই, লীলাবতী যদি নদেরচাঁদকে বিয়ে করে, সে যেন লেখাপড়াগুলো ভুলে যায়, তার পর বিয়ে করে। কি সর্ব্বনাশ! লীলাবতীর মরা-খবরে ত আমার এত দুঃখ হতো না। লীলাবতীর বাপ শুনিচি লীলাবতীকে বড় ভাল বাসেন, কিন্তু এখন বোধ হচ্চে তিনি লীলাবতীর পরম শত্রু।

শার। তাঁর স্নেহের পরিসীমা নাই, কিন্তু কুলীনের নাম শুন্‌লে তিনি সব ভুলে যান। নদেরচাঁদ বড় কুলীন, তাই তিনি পাত্রের দোষ গুণ বিবেচনা কচ্চেন না।

রাজ। জনক হৃদয় যদি স্নেহরসে গলে,
কুপাত্রে কন্যায় দান করেন কি বলে?
কুপতি সতীর পক্ষে গহন কানন,
অসন্তোষ অন্ধকার সদা দরশন,
কুবচন কাঁটা, কালসাপ কদাচার,
ধমক ভল্লুক ভীম, শার্দূল প্রহার,

প্রবঞ্চনা নষ্ট শিবা, ক্রোধ দাবানল,
জ্বালাইতে অবলায় সতত প্রবল—
হেন বনে বনবাস দিলে তনয়ায়,
পাষাণহৃদয় বিনা কি বলি পিতায় ?

শার। (দীর্ঘ নিশ্বাস।) এখন বন্, উপায় অনুসন্ধান কর। লীলাবতী নদেরচাঁদের হাতে পড়্লে এক দিনও বাঁচ্বে না। তোমাকে আর তোমার স্বামীকে সে পরমবন্ধু বিবেচনা করে, লীলাবতীকে রক্ষা করে বন্ধুর কাজ কর।

আনন্দ উৎসব সদা কুসুম কাননে—
নয়ন আনন্দ-হ্রদে সন্তরণ করে
হেরে যবে অনিমেষে পবনে কম্পিত
সুশোভিত ফুলকুল অলিকুল নিধি ;
কি আনন্দ নাসিকার যবে অনুকূল
মন্দ মন্দ গন্ধবহ, সৌরভে মোদিত,
অকাতরে করে দান পরিমল ধন,
শিখাইতে বদান্যতা মানব নিকরে ;
ভক্তিমতী বিহঙ্গিনী স্বনাথ সহিত
চম্পকের ডালে গায় বন্য তানলয়ে
বিশ্বপাতা সুগৌরব ; শুনিলে যে রব
আনন্দে পাগল হয় শ্রবণযুগল।
এ হেন কুসুম বন সেই লীলাবতী,
করিবে কি সেই বনে বরাহ বিহার ?

রাজ। লীলাবতী নাকি তোমার সই !

শার। তোমায় কে বল্যে ?

রাজ। ললিত বাবু বলেচেন।

শার। লীলাবতী আমার ভগিনী ; আমরা একবয়সী, ছেলে কালে সই পাত্য়েছিলেম, এখন তাই আছে।

রাজ। লীলাবতী কি হেম বাবুর সুমুখে বার হন ?

শার। বন্, তুমি এ কথাটি জিজ্ঞাসা কল্যে কেন? আমার মাথা খাও, বলো এ কথাটি জিজ্ঞাসা কর্‌বের ভাব কি!

রাজ। ভাই, আমার অন্য কোন ভাব নাই।

শার। বন্, আমার স্বামী নিন্দার পাত্র, তা আমি স্বীকার করি, কিন্তু ভাই আমার কাছে আমার স্বামীর যদি কেউ নিন্দা করে তাতে আমি মনে অতিশয় ব্যথা পাই।

রাজ। ভগিনি, আমি কি তোমার শত্রু, তাই তোমার মনে ব্যথা দেব।

শার। আমার স্বামী যে সকল কাজ করেন তাতে তাঁকে ঘৃণা না করে থাকা যায় না, কিন্তু দিদি, আমি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও স্বামীকে ঘৃণা করি না। আমি স্বামীর কুচরিত্র জন্য রাগ করি, বাদানুবাদ করি, কিন্তু কখন স্বামীকে মন্দ কথা বলি না। দেখ বন্, যখন নিতান্ত অসহ্য হয় নির্জ্জনে বসে কাঁদি আর একাগ্র চিত্তে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আমার স্বামীর ধর্ম্মে মতি হক্ আর কুসংসর্গ গিয়ে সৎসঙ্গ হক্।

রাজ। বন্, আমিও সর্ব্বশুভদাতা দয়ানিধান পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি, তোমার স্বামী তোমাকে পরম সুখী করুন।

শার। যদি নদেরচাঁদ আমার স্বামীকে এক মাস ছেড়ে দেয়, আর সেই এক মাস তিনি সিদ্ধেশ্বর বাবুর সমাজভুক্ত হয়ে থাকেন, তা হলে আমার স্বামীর সকল দোষ দূর হয়ে যায়। আমার স্বামীর অন্তঃকরণ নীরস নয়, তিনি হাব্‌লার মত অনেক কাজ করেন বটে, কিন্তু নিষ্ঠুরের মত কোন কাজ করেন না।

রাজ। দিদি, তুমি যাঁর স্ত্রী তাঁর চরিত্র সংশোধন কত্তে কদিন লাগে। ললিতবাবু বলেন শারদাসুন্দরীর মত সুলেখক

দুর্ল্লভ, শারদাসুন্দরীর মত ধর্ম্মপরায়ণা দৃষ্টিগোচর হয় না। তুমি হতাশ হয়ো না, পরমেশ্বর তোমাকে অবশ্যই সুখী কর্‌বেন।

শার। সে আমার আকাশকুসুম বোধ হয়। আমি এলেম লীলাবতীর কথা বল্‌তে তা আপনার কথায় দিন কাটালেম। সিদ্ধেশ্বর বাবুকে একবার কাশীপুর যেতে বলো, যাতে এ সম্বন্ধ না ঘটে তাই করে আসুন।

রাজ। তিনি এখনি আস্‌বেন, ললিতবাবুর আস্‌বের কথা আছে।

শার। আমি এই বেলা যাই।

রাজ। কেন আমার স্বামীর সুমুখে বার হতে তোমার কি ভয় হয়, না লজ্জা হয়?

শার। সিদ্ধেশ্বর বাবুর যে বিশুদ্ধ স্বভাব তাঁর সুমুখে যেতে ভয়ও হয় না, লজ্জাও হয় না।

রাজ। তবে কেন খানিক থেকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যাও না? তোমার পড়া শুন্‌তে তাঁর ভারি ইচ্ছে।

শার। যুবতী জীবন পতি, তাঁর হাত ধরি
দেশান্তরে যেতে পারি, বন্ধু দরশন
নিতান্ত সহজ কথা, কিন্তু একাকিনী
পারে কি কামিনী যাইতে কাহারো কাছে?
দিবানিশি বিষাদিনী আমি লো সজনি,
আমোদ আনন্দ কেন সাজিবে আমায়?
কেন বা হইবে ইচ্ছা করিতে এ সব?
পতিকে সুমতি যদি দেন দয়াময়,
তাঁর সনে ভবালয়ে হইব উদয়,
পড়িব তুষিতে তব পতির অন্তর,
গাইব গম্ভীর ব্রহ্মসঙ্গীত সুন্দর।

[শারদার প্রস্থান।

রাজ। এমন স্নেহময়ী রমণী যার স্ত্রী তার কিছুরি অভাব নাই—পৃথিবী তার স্বর্গ। আহা! হেমবাবু যদি ব্রাহ্ম হন আমরা একটি পবিত্রা ব্রাহ্মিকা প্রাপ্ত হই।

সিদ্ধেশ্বর এবং ললিতমোহনের প্রবেশ।

সিদ্ধে। আমি ভাব্‌ছিলেম সূর্য্যদেব অস্তাচলের পথ ভুলে আমার পুস্তকাগারে প্রবেশ করেছেন, তা নয় তুমি ঘর আলো করে বসে আছো।

রাজ। ললিতবাবু, লীলাবতীর না কি নদেরচাঁদের সঙ্গে বিয়ে হবে?

সিদ্ধে। রাজলক্ষ্মীর কাছে পৃথিবীর খবর—তুমি একখানি সংবাদপত্র কর, তোমার যে সমাচার সংগ্রহ, তুমি অনায়াসে একখান পত্র চালাতে পার্‌বে।

রাজ। দুঃখের সময় ঠাট্টা তামাসা ভাল লাগে না।

সিদ্ধে। দুঃখ কি? সম্বন্ধ হলেই যদি বিয়ে হতো, তা হলে রাজলক্ষ্মী আমার রাজলক্ষ্মী হতেন না।

রাজ। ললিতবাবু, আপনারা কি এমন বিয়ে দিতে দেবেন?

ললি। কেহ কি সুরভি নবীন পদ্ম অনলশিখায় আহুতি দেয়? সম্বন্ধ হক্, লগ্নপত্র হক্, পাত্র সভাস্থ হক্, তথাপি এ বিয়ে হতে দেব না।

রাজ। পাত্র সভাস্থ হলে কি হবে?

সিদ্ধে। শিশুপাল বধ।

ললি। সিধু, নদেরচাঁদের কৌলীন্যে কোন দোষ আছে কি না সেইটি বিশেষ করে অনুসন্ধান কত্তে হবে; কারণ

কৌলীন্যে যদি দোষ না থাকে কর্ত্তার অমত করা নিতান্ত কঠিন হয়ে উঠ্‌বে।

সিদ্ধে। কর্ত্তা কি নদেরচাঁদের চরিত্রের কথা অবগত নন— যে কন্যাকে বিষ খাওয়ান আবশ্যক তাকেও এমন পাত্রে দেওয়া যায় না।

রাজ। বিমাতা সতীনঝিকেও এমন পাত্রে দিতে পারে না।

ললি। কুসংস্কারান্ধ ব্যক্তির হৃদয় বিমাতার হৃদয় অপেক্ষাও নিষ্ঠুর।

রাজ। লীলাবতীর কপালে এই ছিল—পরিণয়ের সৃষ্টি কি অবলার সরল মনে ব্যথা দিবার জন্য ?

ললি। সুপবিত্র পরিণয়, অবনীতে সুধাময়,
সুখ মন্দাকিনীর নিদান,
মানব মানবী দ্বয়, হৃদয়ের বিনিময়,
করিবার বিহিত বিধান।
একাসনে দুই জন, যেন লক্ষ্মী নারায়ণ,
বসে সুখে আনন্দ অন্তরে,
এ হেরে উহার মুখ, উদয় অতুল সুখ,
যেন স্বর্গ ভুবন ভিতরে ;
প্রণয় চন্দ্রিকা ভাতি, ঘরময় দিবারাতি,
বিনোদ কুমুদ বিকসিত,
আনন্দ বসন্ত-বাস, বিরাজিত বার মাস,
নন্দন বিপিন বিনিন্দিত ;
যে দিকে নয়ন যায়, সন্তোষ দেখিতে পায়,
গিয়েছে বিষাদ বনে চলে।
সুখী স্বামী সমাদরে, কান্তাকর করে করে
পীরিতি পূরিত বাণী বলে,

"তব সন্নিধানে সতী, অমলা অমরাবতী,
"ভুলে যাই নর নশ্বরতা,
"অভাব অভাব হয়, পরিতাপ পরাজয়,
"ব্যাধি বলে বিনয় বারতা।"
রমণী অমনি হেসে, স্নেহের সাগরে ভেসে,
বলে "কান্ত কামিনী কেমনে
"বেঁচে থাকে ধরাতলে, যেই হতভাগ্য ফলে,
"পতিত পতির অযতনে ?"
নব শিশু সুখরাশি, প্রণয় বন্ধন ফাঁসি,
পেলে কোলে কাল সহকারে,
দম্পতীর বাড়ে সুখ, যুগপৎ চুম্বে মুখ,
কাড়াকাড়ি কোলে লইবারে।

সিদ্ধে। মনোমত সধর্ম্মিণী নরে যদি পায়,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে বিভিন্নতা রহিল কোথায় ?
পুরোভাগে প্রণয়িনী হলে বিরাজিত,
পারিজাত পরিমলে চিত্ত বিমোদিত,
ত্রিদিব বিশদ সুধা পতিত বচনে,
আরাধনা আবিষ্কার অম্বুজ লোচনে।
লভিয়াছি শতাদরে করি পরিণয়,
ভক্তিমতী ধর্ম্ম দারা পবিত্র হৃদয়।

রাজ। কর্ত্তা যদি একবার নদেরচাঁদকে দেখেন তিনি কখনই অমন রূপবতী মেয়ে তার হাতে দেবেন না—মেয়ে ত নয় যেন নবদুর্গা।

ললি। আভাময়ী লীলাবতী হৃদয়-মাধুরী,
সুবিমলা দেববালা অনুভব হয়—
ললাট বিশুদ্ধ ধর্ম্ম; সরম লোচন;
সরলতা গণ্ডকান্তি; সুশীলতা নাসা;

স্থবিদ্যার রসনা ; স্নেহ সুন্দর অধর ;
দয়া মায়া দুই পাণি রমণীয় শোভা ।
এই দেববালা মম স্নেহের ভাজন,
নাশিতে তাহারে আমি দেব না কখন ।

সিদ্ধে। স্বরূপা রমণী মনোমোহিতকারিণী,
ধর্ম্মপরায়ণা হলে আরো বিমোহিনী—
সুন্দরতা নিবন্ধন আদরে কমলে,
আদর ভাজন আরো সৌরভের বলে ;
কাঞ্চন আপন গুণে সকলে রঞ্জনে,
কত শোভা আরো তার মণি সংমিলনে ;
মনোহর কলেবর কমলা নিকর,
মিষ্টতা আধার হেতু আরো মনোহর ।

রাজ। কুপতি কি যন্ত্রণা তা শারদাসুন্দরী জেনেছেন আজো জান্‌তেচেন ।

ললি। সিদ্ধেশ্বর, তুমি হেমচাঁদকে সমাজে আস্‌তে নিষেধ করেছ না কি ?

সিদ্ধে। সাধে করিছি, তিনি সমাজ হতে বার হয়ে নদেরচাঁদের গুলির আড্ডায় প্রবেশ করেন, লোকে সমুদয় ব্রাহ্মদের নিন্দা করে।

ললি। সে নিন্দায় সমাজের কিছু মাত্র ক্ষতি হবে না, কিন্তু তাতে হেমের চরিত্র শোধরাতে পারে, তার মনে ঘৃণা হবে যে তার জন্যে সমুদয় সমাজের নিন্দা হচ্চে এবং দশ দিন আস্‌তে আস্‌তে সে কুসংসর্গ ছেড়ে দিতে পারে। ভাব দেখি আমাদের মধ্যে কত ব্রাহ্ম আছেন, যাঁরা পূর্ব্বে পশুবৎ ছিলেন, এক্ষণে তাঁরা দেবতা স্বরূপ। আমার নিতান্ত অনুরোধ, তুমি হেমকে সমাজভুক্ত কর—যদি পরের উপকার কর্ত্তে না পার্‌লেম,

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE

মন্দকে ভাল কর্ত্তে না পার্‌লেম, তবে আমাদের সমাজ করাও বৃথা, জীবন ধারণাও বৃথা।

রাজ। শারদাসুন্দরী পবিত্রা ব্রাহ্মিকা, হেমবাবু যদি আমাদের সমাজে আসেন, তাঁর আসার আর কোন বাধা থাকে না; তা হলে আমি কত সুখী হবো, তা বলে জানাতে পারি না।

সিদ্ধে। তোমার যাতে মত, রাজলক্ষ্মীর যাতে মত, তাতে আমার অমত কি। আমি প্রতিজ্ঞা কচ্চি হেমকে সমাজভুক্ত করবো, শুধু সমাজভুক্ত কেন যাতে তার চরিত্র সংশোধন হয় তার বিশেষ চেষ্টা কর্‌বো। কিন্তু ভাই সে স্বভাবতঃ বড় নির্ব্বোধ, শুনিচি রাগের মাথায় শারদাসুন্দরীকে যা না বল্‌বের তাও বলে, সুতরাং আশু কোন ফল হবে না।

ললি। কিন্তু সে শারদাকে ভালবাসে।

রাজ। ছাই—শারদা বটে হেমবাবুকে ভালবাসে।

ললি। সিধু, আমি মামার কাছে যাই, তুমি সে পুস্তকখানি নিয়ে এস, আর বিলম্ব করা হবে না।

[ললিতের প্রস্থান।

রাজ। লীলাবতীর মামা বোধ করি এ বিয়ে দিতে দেবেন না।

সিদ্ধে। সেই ত আমাদের প্রধান ভরসা। আমরা কর্ত্তার সুমুখে কথা কইতে পারি নে, কিন্তু মামা কাহাকেও ভয় করেন না। কর্ত্তাই কি আর গিন্নীই কি, অন্যায় দেখ্‌লে তিনি কাহাকেও রেয়াত করেন না। তিনি বল্‌চেন লীলাবতীকে নিয়ে স্থানান্তরে যাব তবু এ বিয়ে হতে দেব না।

রাজ। আমি একটি কথা বল্‌বো?

সিদ্ধে। অনুমতি চাচ্চো?

রাজ। আচ্ছা, ললিতবাবু কেন লীলাবতীকে বিয়ে করুন না। তা তো হতে পারে! যেমন পাত্র তেমনি পাত্রী, যেমন বর তেমনি কনে—

সিদ্ধে। যেমন সম্বন্ধ তেমনি ঘটক ঠাকুরণ—তুমি যদি এ ঘটকালি কর্ত্তে পার, আমি তোমাকে বাসি বিয়ের কাপড়খান দেব।

রাজ। এ সম্বন্ধ কি মন্দ ?

সিদ্ধে। সম্বন্ধ মন্দ নয়, কিন্তু ললিত কি এখন বিয়ে কর্‌বে ? সে বলে তার আজো বিবাহের সময় হয় নি।

রাজ। তুমি আমার নাম করে এই প্রস্তাবটি কর, ললিত-বাবু লীলাবতীকে যে ভালবাসেন, তিনি অবশ্যই লীলাকে বিয়ে কর্ত্তে স্বীকার হবেন।

সিদ্ধে। ভালবাসলেই যদি বিয়ে কর্ত্তো, তা হলে এত দিন তোমার ছোট বনটি তোমার সতীন হতো।

রাজ। সে যখন বর বর করে তোমার কাছে আস্‌বে তখন তুমি তাকে বিয়ে কর, এখন আমি যা-বল্যেম তা কর।

সিদ্ধে। ললিতের অমত হবে না, কিন্তু কর্ত্তা কি রাজি হবেন। পণ্ডিত মহাশয়ের দ্বারা প্রথমে কথা উত্থাপন করা যাক্।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর।—হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের বৈটকখানা

হরবিলাস এবং ঘটকের প্রবেশ।

ঘট। কুলীনের চূড়ামণি—আপনার দোরে হাতী বাঁধা হবে—বিক্রমপুরের ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করে কত

লোক বামন হয়ে গেছে—সেই ভূপালের পৌত্রে পুত্রী প্রদান সামান্য সম্মানের কথা নয়। শ্রীরামপুরের চৌধুরী মহাশয়েরা কুবেরের ভাণ্ডার ব্যয় করে ভূপালের পুত্রকে এ দেশে এনে ভেঙ্গেছিলেন, তা কি মহাশয় জানেন না?

হর। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ—সকলের প্রতিই কুললক্ষ্মীর কৃপা হয় না—

শ্রীনাথের প্রবেশ।

এমন ঘরে যদি কন্যা দান কত্তে পারি তবেই জীবন সার্থক। শ্রীনাথ, তোমরা অনর্থক আমাকে জ্বালাতন কর্‌চো। ছেলে লেখাপড়া বিশেষরূপ শেখে নাই বলে ক্ষতি কি?—

শ্রীনা। হনুমানের হস্তে মুক্তার হার দিলেই বা ক্ষতি কি?—ছেল্‌টি কেবল মূর্খ নন, গুলি আহার করে থাকেন; তার চরিত্রের অন্য পরিচয় কি দিব, চৌধুরী বাড়ীর মেয়েরা তার সুমুখে একা বার হয় না। যেমন মামা তেমনি ভাগ্নে।

ঘট। এ কি মহাশয়! আপনার বাড়ীতে কি আমি অপমান হতে এসেছিলাম—ভোলানাথ চৌধুরীর নিন্দা! কুলীনের সন্তানের কুচ্ছ? আবার তাই আপনার স্বসম্পর্কীয়ের দ্বারা?—এই কি ভদ্রতা? এই কি শীলতা? এই কি অমায়িকতা? এই কি লোকাচার? এই কি দেশাচার? এই কি সমাচার?—

শ্রীনা। চাচার টা ছেড়ে দিলেন যে?

হর। শ্রীনাথ স্থির হও—আমায় জ্বালাচ্চো সেই ভাল, ঘটকচূড়ামণির অমর্য্যাদা কর না।

শ্রীনা। ঘট—কচু—ড়ামণি।

ঘট। (শ্রীনাথের প্রতি) আপনি কুলীনের মর্য্যাদা জানেন

না—ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র পড়্‌তে পায় না—নদেরচাঁদ সোনার চাঁদ।

শ্রীনা। কচুবনের কালাচাঁদ।

ঘট। সে যে কুলধ্বজ।

শ্রীনা। কপিধ্বজ!

ঘট। কৌলীন্যরাশি।

শ্রীনা। পাকসাঁড়াশি।

ঘট। সে যে সম্মানের শেষ।

শ্রীনা। গোবরগণেশ।

হর। শ্রীনাথ তুমি এরূপ কল্যে আমি এখান থেকে উঠে যাব, আত্মহত্যা কর্‌বো—তুমি কি লোকের সম্ভ্রম রাখ্‌তে জান না—

শ্রীনা। আপনি রাগ কর্‌বেন না, আমি চুপ্‌ কল্যেম।

ঘট। শুধু চুপ্‌, তোমার জিব কেটে ফেলা উচিত—কুলীনের নিন্দা নিপাতের মূল—যেমন মানুষ তেমনি থাকা বিধি।

শ্রীনা। মহাশয় কথা কইতে হলো—ওরে ঘট্‌কা, তোমায় আমি চিনি নে? তুমি আমায় জান না?—তোমার ঘটকালি লোকের কুলে কালি—রাজবাড়ীতে চলো, আচ্ছা শেখান্‌ শেখাবো।

ঘট। শ্রীনাথ বাবু বিরক্ত হবেন না—আমাদের ব্যবসা এই—চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কুললক্ষ্মীর প্রিয় পুত্র, ওঁর অনুরোধে অনেক অনুসন্ধানে কুলীনচূড়ামণি ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র নদেরচাঁদের জোটাজোট করিচি—আপনি রাগান্ধ হয়ে কতকগুলি অমূলক দোষারোপ কর্‌লেন, কিন্তু দোষ থাক্‌লেও কুলীনসন্তান দূষিত হয় না, সকল দোষ কুলমর্য্যাদায় ঢেকে

যায়। চন্দ্রের কলঙ্ক আছে বলে কি চন্দ্র কারো কাছে অপ্রিয় হয়েচে ?

হর। আহা হা! ঘটকরাজ যথার্থ বলেচো—শ্রীনাথ অতি নির্ব্বোধ—নব্য সম্প্রদায়ের কোন্‌টিই বা নন—তাতেই এমন সম্বন্ধের বিঘ্ন কর্‌চেন। ওহে পুরাকালে দেবতার সমক্ষে সন্তান বধ করে স্বর্গীয় মহোদয়েরা পরকালের মুক্তি লাভ করেচেন। শ্রীনাথ, আমি কন্যাকে বলিদান দিচ্চি না।

শ্রীনা। জবাই কচ্চেন।

হর। তোমার মুখ আমি দেখ্‌তে চাই না, তুমি দূর হও। নবীন সম্প্রদায়ের অনুরোধে অনেক করিচি—মেয়ে অনেক কাল পর্য্যন্ত আইবুড়ো রেখেচি, পণ্ডিত রেখে লেখা পড়া শেখাচ্চি—ঢের হয়েছে, আর পারি নে—ঘটক মহাশয় আপনি কারো কথা শুন্‌বেন না আপনি নদেরচাঁদকে জামাতা করে দিয়ে আমার মানব জনম সফল করুন।

শ্রীনা। বাবুরাম কর কাম কথা কইবে কে ?
চাঁদেরে বিঁধিতে ধোনা ধনুক ধরেচে।

[সরোষে শ্রীনাথের প্রস্থান।

ঘট। আপনি অনেক সহ্য করেন।

হর। শ্রীনাথ আমার সম্বন্ধী—ব্রাহ্মণী মৃত্যুকালে শ্রীনাথকে আমার হাতে হাতে দিয়ে যান—শ্রীনাথ আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তবে কিছু মুখফোঁড়।

ঘট। ওঁকে সকলেই ভাল বাসে—শ্রীরামপুরে বাবুদের বাড়ীতে সতত দেখ্‌তে পাই, রাজাদের বাড়ীতেও যথেষ্ট প্রতিপন্ন। দাড়ি রেখেচেন কেন ?

হর। ইয়ার্‌কি, মোসায়েবি ধরণ। উনি আবার ছেলের নিন্দে করেন—কোন্ নেশা বা বাকি রেখেচেন ?

ঘট। ভোলানাথ বাবু এক্ষণে কাশীতে আছেন, বিবাহের দিন স্থির করে রাখ্‌তে বলেচেন, তিনি বাড়ী এসেই শুভ কর্ম্ম নিষ্পন্ন কর্‌বেন।

হর। ভোলানাথ বাবু আর বিয়ে কল্যেন না—বয়স অল্প, বিয়ে কর্‌লে হান্ ছিল না। সন্তানের মধ্যে কেবল একটি মেয়ে বই ত নয়। বাপের নামটা রাখা উচিত ত বটে।

ঘট। কি মনে ভেবে বিয়ে কচ্চেন না তা কেমন করে বল্‌বো? বড় মানুষের বিচিত্র গতি। বোধ করি বিবাহিতা স্ত্রী পুরাতন হলে পরিত্যাগ করা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বিরুদ্ধ বলেই বিয়ে কচ্চেন না।

হর। অতুল ঐশ্বর্য্য যা করেন তাই শোভা পায়—রমণী বিগতযৌবনা হলে—অর্থাৎ দুটি একটি সন্তান হলে, না হয় বাড়ীর ভিতর নাই যাবেন ; বড় মানুষের মধ্যে এমন রীতি ত দেখা যাচ্চে।

ঘট। এবারে পশ্চিম থেকে কি করে আসেন দেখা যাক্।

হর। বিবাহ তবে তিনি এলেই হবে?

ঘট। আজ্ঞে হাঁ।

হর। পাত্রটি দেখা আবশ্যক। কুলীনের ছেলে কাণা খোঁড়া না হলেই হলো।

ঘট। নবপ্রথানুসারে পাত্র স্বয়ং পাত্রী দেখ্‌তে আস্‌বেন, সেই সময় পাত্র দেখ্‌তে পাবেন।

হর। ভালই ত—এ রীতি আমি মন্দ বলি না, যাকে লয়ে যাবজ্জীবন যাপন কত্তে হবে তাকে স্বচক্ষে দেখে লওয়াই ভাল। তাঁদের আস্‌তে বল্‌বেন—ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্রের আগমনে বাড়ী পবিত্র হবে

ঘট। যে আজ্ঞা।

BASIC TRAINING

হর। শ্রীনাথ যা কিছু বলেচে চৌধুরী মহাশয়েরা না শোনেন।

ঘট। তা কি আমি বলি, মহাভারত। আমি বিদায় হই।

[ঘটকের প্রস্থান।

হর। আমার কেমন কপাল, কোন কর্ম্মই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। মনস্তাপে মনস্তাপে চিরকালটা দগ্ধ হলেম। ব্রাহ্মণী আমার লক্ষ্মী ছিলেন, তিনিও মলেন আমার দুর্দ্দশাও আরম্ভ হলো—তাঁর সঙ্গে সঙ্গে জ্যেষ্ঠ কন্যাটিকে চুরি করে নিয়ে গেল, আহা মেয়ে তো নয় যেন সাক্ষাৎ গৌরী, তারা ত তারা। কাশীতে শিশুকাল অবধি সুখে কাটালেম, ব্রাহ্মণীর বিরহে সে সুখের বাস উঠে গেল। তাই না হয় পুত্রটি লয়ে দেশে এসে সুখে থাকি, বিষয় বিভবের অভাব নাই, তা কেমন দুরদৃষ্ট, অরবিন্দ আমায় ফাঁকি দিয়ে গেল, অরবিন্দের চাঁদমুখ মনে পড়্‌লে আমার স্পন্দ রহিত হয়। আমি অরবিন্দকে ইংরাজি পড়্‌তে দিলাম না, আপনার কুলধর্ম্ম শেখালেম, তেমনি সুশীল, তেমনি ধর্ম্মশীল হয়েছিলেন। তাতেই ত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য আত্মহত্যা কর্‌লেন। কেনই বা সে কালসাপিনীকে ঘরে এনেছিলাম। তারি বা অপরাধ কেন দিই, আমার কর্ম্মান্তের ভোগ আমিই ভুগি। অরবিন্দ গোলোকধামে গমন করেচেন, আমায় প্রবোধ দিবার জন্য লোকে অজ্ঞাতবাস রটনা করে দিয়েচে। মাজিরা আমার সাক্ষাতে স্পষ্ট প্রকাশ করেছে অরবিন্দ বিশালাক্ষী দহে নিমগ্ন হয়েছেন। বাবার যেরূপ পিতৃভক্তি অজ্ঞাতবাসে থাক্‌লে এত দিন আস্‌তেন। দ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হয়েছে।—অবশেষে লীলাবতীর বিবাহ দেব, তাতেও একটি ভাল পাত্র পেলেম না। লীলাবতী আমার স্বর্ণলতা, মাকে কুলীন কুমারে দান করে গৌরীদানের ফল লাভ

কর্‌বো। ফুল যত সুন্দর হয়, যত সুগন্ধ হয়, যত নির্ম্মল হয়, ততই দেবারাধনার উপযুক্ত।

পণ্ডিতের প্রবেশ।

পণ্ডি। মহাশয় আজ সাতিশয় সম্প্রীত হইচি—ললিতমোহন সুমধুর স্বরে বাল্মীকি ব্যাখ্যা কর্‌লেন, শুনে মন মোহিত হলো—এমন সুশ্রাব্য আবৃত্তি কখন শ্রুতিপথে প্রবেশ করে নি। এত অল্প বয়সে এত বিদ্যা পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফল। শুন্‌লেম, ইংরাজিতে অধ্যাপক হয়ে উঠেছেন। আপনার লীলাবতী যেমন গুণবতী তেমনি পতির হস্তে সমর্পিতা হবেন—ললিতমোহন ত আপনার জামাতা হবেন?

হর। না মহাশয়, আপনার অতিশয় ভ্রম হয়েচে—ললিতমোহনকে শাস্ত্রমত পুষ্যিপুত্র লয়ে পূর্ব্বপুরুষের নাম বজায় রাখ্‌বো।

পণ্ডি। ললিতমোহন আপনার দত্তক পুত্র হবে তা তো কেহই বলে না।

হর। এ কথাটি বাইরে প্রকাশ নাই। পুষ্যিপুত্র কর্‌বো বলেই ললিতকে শিশুকালে এনেছিলেম কিন্তু বধূমাতা কাতর-স্বরে রোদন কত্তে লাগ্‌লেন এবং বল্যেন দ্বাদশ বৎসর অতীত না হলে পুষ্যিপুত্র নিলে তিনি প্রাণত্যাগ কর্‌বেন, আমার আত্মীয়েরাও ঐরূপ বল্যেন, আমিও আশা পরিত্যাগ কত্তে পাল্যেম না, দ্বাদশ বৎসর পুত্রের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় থাকলেম। সেই অবধি ললিত আমার আশ্রয়ে প্রতিপালিত এবং সুশিক্ষিত হচ্চেন। দ্বাদশ বৎসর অতীত হয়েচে, সকলেই নিরাশ্বাস হয়েচেন, ত্বরায় ললিতকে শাস্ত্রমত যাগাদি করে পুষ্যিপুত্র কর্‌বো।

পণ্ডি। আপনার পুত্র সন্দেহে শান্তিপুরে যে ব্রহ্মচারী ধৃত হয়েছিলেন তাঁর কি হলো? মহাশয়, ক্ষমা কর্‌বেন, আমি অতি নিষ্ঠুর প্রশ্ন করে আপনাকে সন্তাপিত কল্যেম। আমি উত্তর অভিলাষ করি না।

হর। বিড়ম্বনার উপর বিড়ম্বনা। আত্মীয়েরা শান্তিপুরে গিয়ে ব্রহ্মচারীকে দেখিবামাত্র জান্‌তে পাল্যেন আমার পুত্র নয়। কিন্তু পাড়ার মেয়েরা কানাকানি কত্তে লাগ্‌লো, তাইতে বধূমাতা আমাকে স্বয়ং দেখ্‌তে বলেন এবং আপনিও দেখ্‌তে চান। আত্মীয়েরা পুনর্ব্বার শান্তিপুরে গমন করে ব্রহ্মচারীকে বাড়ীতে আনয়ন কল্যেন, বধূমাতা একবার তাঁর দিকে চেয়ে আমার স্বামী নয় বলে মূর্চ্ছিতা হলেন।

পণ্ডি। আহা অবলার কি মনস্তাপ!—আপনার লীলাবতী অতি চমৎকার অধ্যয়ন কত্তে শিখেচেন।

হর। সে আপনার প্রসাদাৎ।

পণ্ডি। আপনার যেমন ললিত তেমনি লীলাবতী, দুটিকে একত্রিত দেখ্‌লে মনে পবিত্র ভাবের উদয় হয়। পরস্পর প্রগাঢ় স্নেহ। ললিত পাঠ করে, লীলাবতী স্থির নেত্রে ললিতের মুখচন্দ্রমা অবলোকন করেন। আমার বিবেচনায় লীলাবতী ললিতে দম্পতী হলে যত আনন্দের কারণ হয়, ললিত আপনার পুত্র হলে তত হয় না। যদি অন্য কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে ললিতে লীলাবতী দান করে অপর কোন বালককে দত্তক পুত্র করুন।

হর। সেটি হওয়া অসম্ভব। ললিত শ্রেষ্ঠ কুলীনের ছেলে নয়।

পণ্ডি। সে বিবেচনা আপনার কাছে। তবে আমার বক্তব্য এই, যেমন হরপার্ব্বতী, তেমনি ললিত-লীলাবতী।

[পণ্ডিতের প্রস্থান।

হর। ক্ষুদ্রবুদ্ধি পণ্ডিত ললিত লীলাবতীকে এতই ভালবাসে, ললিত অকুলীন সত্ত্বেও ললিতে লীলাবতী সম্প্রদান অসম্মান বিবেচনা করে না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর। শারদাসুন্দরীর শয়নঘর।

শারদাসুন্দরীর প্রবেশ।

শার। সইকেও সইতে হলো। পোড়ার দশা, মরণ আর কি—আমি জান্‌তেম পোড়ারমুখো নদেরচাঁদকে কেউ মেয়ে দেবে না—বেনেদের বউ বার করে এত ঢলাঢলি কল্যে আবার ভাল মান্‌ষের মেয়ে বিয়ে কর্‌বেন কোন্ মুখে?—সেই নাড়ার আগুন লীলার গায় হাত দেবে?—সেই কাকের ঠোঁট লীলাবতীর মুখ চুম্বন কর্‌বে! লীলাবতীর যে কোমল অঙ্গ, টোকা মার্‌লে রক্ত পড়ে, সে জাম্বুবানের হাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে।

পঙ্কজ কোরক নিভ নব পয়োধর—
চক্রে চক্র অতিক্রম অতীব সুন্দর।
রামহস্ত শোভা সীতা পীন স্তনদ্বয়,
বিপিনে বায়স নখে বিদারিত হয়,
দেখাতে আবার তাই বুঝি প্রজাপতি
নদের গোহাড় হাতে দেন লীলাবতী।
হাসি রাশি সই মম আমোদের ফুল,
একেবারে হবে তার সুখের নির্মূল।

লীলাবতীর প্রবেশ।

লীলা। সই, মনের কথা তোরে কই,
আমার কে আছে আর তোমা বই?
তুমি নয়ন বাণে ভুবন জই,

হেরে অবাক্ হয়ে চেয়ে রই,
হ্যাঁ সই আমি কি কেউ নই ?

শার। আ মরি আজ যে আহ্লাদে গলে পড়্চো।

লীলা। আমার যে বিয়ে।

শার। তোমার বনবাস !

লীলা। অশোক বন।

শার। চেড়ী আছে।

লীলা। মনের মত বর।

শার। দেখ্লে আসে জ্বর।

লীলা। কপালগুণে কালিদাস।

শার। যম করেচেন উপবাস।

লীলা। যম যেমন "আমার" ভাই তেম্নি "আমার"।

শার। তুই আর রঙ্গ করিস্ নে ভাই—পোড়ার মুখোর মুখ দেখ্লে হৃৎকম্প হয়—বলে

চেয়ে দেখ চন্দ্রাবলি ভুবন আলো করেচে,
জাম্বুবানের পদ্মমুখে ভোমরা বসেচে।

লীলা। ভাব্ ভাব্ কদমফুল ফুটে রয়েচে—অকল্যাণ কর না সই তোমার দেবর হয়।

শার। আমার নক্ষ্মণ দ্যাওঁর—আমার মনচোরার মাস্তুতো ভাই—

লীলা। চোরে চোরে।

শার। নদে পোড়াকপালে এঁর সঙ্গে জুটে গোরিবের মেয়েদের মাতা খায়—নদেকে দেখে ঘোমটা দিই বলে মাসাস অভিমানে মরে যান, বলেন "এমন গ্যাদারি বউ দেখি নি", শাশুড়ী লাঞ্ছনা করেন, বলেন "ছাওর, পেটের ছেলে, তারে এত লজ্জা কেন গা"—যেমন মাসাস তেম্নি শাশুড়ী।

লীলা। স্বর্ণগর্ভার বন্ স্বর্ণকুঁকী।

শার। কুপতি কি যন্ত্রণা তা সই তোরে কথায় কত বল্‌বো—তুই স্বভাবত মিষ্টি কিছুতেই তেত হস্ নে, তাই এমন সর্ব্বনেশে বিয়ের কথা শুনেও নেচে খেলে বেড়াচ্চিস্। আমি কি সুখে আছি দেখ্‌চিস ত?

লীলা। সই তুমি আজ যে সজ্জা করেচ, তোমার আকর্ণ-বিশ্রান্ত চপল নয়নে যে গোলাপি আভা বার হচ্চে, তোমার দ্বিরদরদ-কান্তি-বিনিন্দিত নিটোল ললাটে যে শতদলে-ষট্‌পদ-বিরাজিত সুগোল টিপ্ কেটেচ, সয়া তোমায় আর ভুল্‌তে পার্‌বে না।

শার। সই আর জ্বালাস্ নে ভাই—তোর বিয়ের কথা শুনে আমার মন যে কচ্চে তা আমিই জানি,—যখন ভুগ্‌বি, তখন টের পাবি এখন ত হাসচিস্।

লীলা। তবে কাঁদি। (চক্ষুতে হস্ত দিয়া।)

কোথা হে কামিনী-বন্ধু কমল-নয়ন!
সমকাল শিশুপাল বিনাশে জীবন,
পদছায়া পীতাম্বর দেহ অবলায়,
বিপদ সাগরে ধরে ডুবায় আমায়।
প্রজাপতি লীলাবতী তোমার চরণে
করিয়াছে এত পাপ নবীন জীবনে।
জুটাইলে তারে পতি অতি দুরাচার,
নয়নের শূল সম হৃদয় বিকার,
যমের যমজ ভাই ভীষণ আকার,
উপকান্তা অনুগামী, সব অনাচার।
জননী বিহীনা আমি নাহিক সহায়,
দিতেছেন পিতা তাই বিপিনে বিদায়।

তনয়ার ত্রাণ মাতা থাকিলে আলয়ে,
কোলে গিয়া লুকাতেম কুলীনের ভয়ে।
মাতা নাই পিতা তাই ঠেলিলেন পায়,
বালা বলিদান দিতে নাহি দেন মায়।
মাতা হীনা দীনা আমি এই অপরাধী,
বিবাহে বৈধব্য তাই বাসরে সমাধি।

শার। সই সত্যি সত্যি কাঁদ্‌লে ভাই—কেঁদ না, কেঁদ না, তোমার কান্না দেখে আমার প্রাণ ফেটে যায়। (চক্ষের হস্ত খুলিয়া অঞ্চল দিয়া মুখ মুছান) মামা বলেচেন, এ বিয়ে হতে দেবেন না।

লীলা। বাবার রাগ দেখে মামা আপনিই কেঁদেচেন, তা আর আমার কান্না নিবারণ কর্‌বেন কেমন করে?

শার। সাত জন্ম আইবুড়ো থাকি সেও ভাল তবু যেন শ্রীরামপুরে বিয়ে না হয়।

লীলা। তোমার কপালে মন্দ পতি হয়েচে বলে কি শ্রীরামপুর শুদ্ধ মন্দ হলো—সোনার স্বামী যে সোনার চাঁদ, তার বাড়ী তো শ্রীরামপুরে।

শার। ও সই আমি সোনা ফোনা জানি নে, আমি আপন জ্বালায় বলি, আর তোমার ভাবনায় বলি—তুই কেমন করে সে বাড়ীর বউ হবি—পরমেশ্বর করুন তোর যেন শ্রীরামপুরে না যেতে হয়।

লীলা। যদি যেতে হয়, তবে যাতে শ্রীরামপুরে যেতে হয় তাই করে যাব।

শার। কি করে যাবে ভাই?

লীলা। আপনার প্রাণহত্যা করে, ফাঁসির ভয়ে চৌধুরী বাড়ীর বউ হয়ে লুকুয়ে থাক্‌বো।

শার। তুমি যে অভিমানী তুমি তা পারো—সই অমন কথা বলিস্ নে, এমন সোনার প্রতিমে অকালে বিসর্জ্জন দিস্ নে—সই আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হলো, তোমার বাবার কাছে এ কথা না বলে থাক্‌তে পারি নে।

লীলা। সই তুই অকালে কাতর হস্ কেন, আমি যা কিছু করি তোকে ত বলে করি। তোমার কাছে সই আমার ত কিছুই গোপন নাই, তুমি আমায় যে স্নেহ কর তোমাকে আমি সহোদরা অপেক্ষাও বিশ্বাস করি। সই, আমার মা নাই, ভাই নাই, ভগিনী নাই; তুমিই আমার সব, তুমিই আমার কাঁদ্‌বের স্থান।

শার। বউ কি বল্যেন?

লীলা। তাঁর নিজ মনস্তাপ সমুদ্রের মত, আমার মনস্তাপে তাঁর মনস্তাপ কতই বাড়্‌বে? তাতে আবার পুষ্যিপুত্র—

শার। চম্‌কালে কেন সই? ভয় কি সই, আমি তোমার সহোদরা—

লীলা। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শারদার গলা ধরিয়া) সই আমায় মার্জ্জনা কর, সই তোমার মাতা খাই আমার মনে বিন্দুমাত্র কপটতা নাই, আমি বল্‌তে ভুলে গিয়েছিলেম।

শার। সই, আমার কাছে তোমার এত বিনয় কেন? আমি বুঝ্‌তে পেরিচি—কপালের লিখন! নহিলে ললিত—সই, কাঁদিস কেন! (লীলাবতীর চক্ষু হইতে তাহার হস্ত অপসৃত করিয়া) সই আমায় কাঁদাস কেন?

লীলা। কি বলিব কেন কাঁদি পাগলিনী আমি।
সাত বৎসরের কালে—নির্ম্মল মৃণাল
সমমালিন্য বিহীন নব চিত্ত যবে

জগতে দেখিত সব সরলতাময়,
মঙ্গলের বিনিময় জনে জনে আর—
লীলার লোচন পথে ললিতমোহন—
সুন্দর সুধীর শিশু, সুশীলতাময়—
নবম বরষে আসি হলেন পথিক,
শরতের শশী যেন স্বচ্ছ ছায়াপথে।
তদবধি কত ভাল বেসিচি ললিতে
বলিতে পারি নে সই বাসকীর মুখে।
হৃদয় দেখাতে যদি পারিতাম আমি
বলিতাম সব তোরে সলিলের মত।
নবীন নয়ন মম—কুটিলতা বিন্দু
প্রবেশিতে নারে যায় বালিকা বয়সে,
কিশোর কণ্টকে কবে খরতার বাসা ?—
পতিত করিত সই সলিল শীকর,
যদি না দেখিতে পেতো ললিতে ক্ষণেক ;
হরষে আবার কত জুড়াতো হেরিয়ে
ললিতমোহন নব নিরমল মুখ,
সৃষ্টি যার মিষ্টি কথা শুনাতে আমায়।
ছেলেকালে এক দিন—ফিরে কি সে দিন
আসিবে গো সহোদরে লীলার ললাটে !—
ললিত লিখিতেছিল বসিয়ে বিরলে,
নয়ন জুড়াতে আমি, আনন্দ অন্তরে,
বসিলাম বাম পাশে, অমনি ললিত
সাদরে গলাটি ধরে, বাম করে পেচে—
দক্ষিণ কপোল মম রক্ষিত হইল
ললিতের অবিচল বক্ষে—বলিলেন
"বাইরে এলেম দেখে ভগবতী ভালে
তুলিতে কেটেচে টিপ পটু চিত্রকর,

তাহারে হারাবো লীলা করিচি বাসনা”—
বলিতে বলিতে সই অতি ধীরে ধীরে,
মুছায়ে কপাল মোর কপোল পরশে,
কলমের কালি দিয়ে কাটিলেন টিপ।
“মরি কি সুন্দর!” বলে ললিতমোহন
আস্ফালন করিলেন দিয়ে করতালি।
আর এক দিন সই—কত দিন হলো;
নিশির স্বপন সম এবে অনুভব—
লিখিতেছিলেম আমি বসে একাকিনী;
চিবায়েছিলেম পান, বালিকা জীবন—
চপলতা নিবন্ধন, তার রসধারা
লোহিত বরণ, ছাড়ায়ে অধর প্রান্ত
চিত্রিত করিয়েছিল চিবুক আমার।
সহসা ললিত সেথা হাসিতে হাসিতে—
সে হাসি হইলে মনে ভাসি আঁখি জলে—
আসিয়া কহিল মিষ্ট মকরন্দ তারে,
“লীলাবতি করেচ কি? হেরে হাসি পায়,
রক্তগঙ্গা তরঙ্গিণী চিবুক তোমার—
পড়েছে অলক্ত রস শতদল দামে।”
বলিতে বলিতে সই অতি সুযতনে
তুলে লয়ে বাম হাতে বদন আমার
আপন বসনে মুখ দিলেন মুছায়ে,
গেলেম আহ্লাদে গলে মনের হরিষে।
যে মনে ললিতে সই বাসিতাম ভাল—
নিরমল, ভয়হীন, সরল, পবিত্র—
এখন তাহাই আছে, তবে কি না সই,
বিবাহের নামে মম হৃদয় কন্দরে
মহাভয় সঞ্চারিত—আগেতে ছিল না—

হইয়াছে কয় দিন ভালবাসা বাসে।
ললিতে হারাই পাছে—কেমনে বাঁচিব
ছাড়িয়ে ললিতে আমি অপরের ঘরে—
কি করে কহিব কথা তুলিয়ে বদন
অপরের সনে—ভাবনা হয়েছে এই।
ললিতে করিতে পতি—বলি লাজ খেয়ে—
ব্যাকুল হৃদয় মম হয় নি সজনি,
আকুল হয়েছি ভেবে পাছে আর কেউ
আমায় লইয়া যায় রমণী বলিয়ে।
কেন বা হইল জ্ঞান কেন বা যৌবন।
হারাই যাদের তরে ললিতমোহন।
আয় রে বালিকা কাল হেলিতে ছলিতে,
ছেলে খেলা করি সুখে লইয়ে ললিতে।

শার। শুন্‌লেম ত বেশ, এখন উপায়—এখন শুধু নদেরচাঁদ ত নদেরচাঁদ নয়, এখন নদেরচাঁদের ম্যালা—এখন কন্দর্প স্বয়ং এলেও তোমার কাছে নদেরচাঁদ। 'দাদার আসার আশায় জলাঞ্জলি পড়েচে, ললিতকে পুষ্যিপুত্র কর্‌বের দিন স্থির হয়েচে—ললিত পুষ্যিপুত্র হলেই ত তোমার হাতের বার হলো।

লীলা। ললিত যে দিন বাবার পুষ্যিপুত্র হবে সেই দিন আমি সমরণে যাব।

শার। কার সঙ্গে?

লীলা। আমার নবীন প্রণয়ের মৃতদেহের সঙ্গে। সই আমার মা নাই তা আমি এখন জান্‌তে পাচ্চি। (নয়নে অঞ্চল দিয়া রোদন)

শার। আমার মাতা খাও সই, তুমি আর কেঁদো না—তিনি দশটা পুষ্যিপুত্র নেন তোমার ক্ষেতি হবে না যদি তিনি ললিতকে তোমায় দেন। বিষয় নিয়ে কি হবে সই?

লীলা। আমি বিষয়ে বঞ্চিত হবো বলে কাঁদি নে, আমি মার জন্যে কাঁদি, দাদার জন্যে কাঁদি, বাবার অবিচার দেখে কাঁদি। পরমেশ্বর করুন বাবার বিষয় দাদা এসে ভোগ করুন। বিষয়ের কথা কি বল্‌চো সই, ললিতকে না দেখ্‌তে পেলে আমি স্বর্গভোগেও সুখী হবো না।

শার। আমি ললিতকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করবো—কে আস্‌চে।

হেমচাঁদের প্রবেশ।

শার। (জনান্তিকে লীলাবতীর প্রতি) তুই যা।

লীলা। (জনান্তিকে) একটু থাকি।

হেম। সই ঘোল খেলে তার কড়ি কই ?

শার। দড়ি কিনেচে।

হেম। সই তোমার সই যেন বড়াই বুড়ী।

শার। তুমি ত পদ্মের কুঁড়ী সেই ভাল।

হেম। উনি আমায় দেখ্‌তে পারেন না।

শার। দেখ্‌তে পারি কি না দেখ্‌তে পেলে বুঝ্‌তে পাত্তেম।

হেম। উনি আমায় আঁটকুড়ীর ছেলে বলে গাল দেন।

শার। দেখ্‌লি ভাই কথার শ্রী দেখ্‌লি—উনি ভাব্‌চেন রসিকতা কচ্চি।

লীলা। হেমবাবু, স্বামী দেবতার স্বরূপ, স্ত্রী কি কখন স্বামীকে অনাদর কত্তে পারে ? বিশেষ সই আমার বিদ্যাবতী, বুদ্ধিমতী, ওঁর মুখ দিয়ে কি কখন অমন কথা বেরুতে পারে ?

হেম। পারে কি না পারে তোমায় দেখাতে পারি—তুমি সই বলে ওঁর দিকে টান্‌চো—

শার। সই তোমাকে "আপনি আপনি" বলে কথা কইলে

আর তুমি সইকে "তুমি তুমি" বলে কথা কচ্চো—ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে কেমন করে কথা কইতে হয় তা তো জান না, কুলস্ত্রীকে কিরূপ সম্মান কত্তে হয় তা তো শেখ নি—কেবল আমায় জ্বালাতন কর্‌তে শিখেছিলে—

হেম। আজ থেকে তোমায় আমি "আপনি আপনি" বল্‌বো, "আপনি আপনি" কেন, "মহাশয় মহাশয়" বল্‌বো—"শিরোমণি মহাশয়" বল্‌বো—শিরোমণি মহাশয়! প্রাতঃপ্রণাম—

শার। দেখ্‌লি ভাই ভাল কথা বল্যুম, ওঁর পরিহাস হলো।

হেম। বাপ্‌ রে, শিরোমণি মহাশয়কে আমি কি অতুচ্ছ কত্তে পারি?

লীলা। তুচ্ছ কত্তে পারেন।

শার। তুচ্ছ কত্তে পারেন, গলা টিপে মেরে ফেল্‌তে পারেন?

হেম। তোমার বড় দিব্বি তুমি যদি সত্যি করে না বলো, তোমায় কখন মেরেচি কি না—

শার। গলায় হাত দিয়ে হুম্‌ হুম্‌ করে মার্‌কেই শুধু মার বলে না—কথায় মাত্তে পারা যায়—কাজেও মাত্তে পারা যায়—

হেম। যে মেগের গায় হাত তোলে সে শালার বেটার শালা—সই মহাশয়, আমি শুয়োরমুখো যণ্ডা নই, আমি লেখা পড়া শিখিচি—

শার। গুলির আড্ডায়।

হেম। কেন মুক্তিমণ্ডপ বল্‌তে কি তোমার মুখে ছাই পড়ে? যা খুসি তাই বল্‌চেন, বাপের বাড়ী এসে বাগের মাসী হয়েচেন—

লীলা। হেমবাবু, আপনি কি আজ পথ ভুলে এ পথে এসেচেন, না সইকে ভাল বাসেন বলে এসেচেন?

হেম। পথ ভুলেও আসি নি, তোমার—আপনার সইকে ভাল বাসি বলেও আসি নি।

লীলা। তবে কি দেখা দিতে এসেচেন ?

হেম। দেখা দিতে আসি নি ; দেখ্‌তে এসেচি, দেখাতে এসেচি।

লীলা। দেখ্‌বেন কি ?

হেম। লীলাবতী।

লীলা। দেখাবেন কি ?

হেম। নদেরচাঁদ।

[লীলাবতীর প্রস্থান।

শার। তবে শুনেছিলুম যে মামাশ্বশুর বাড়ী না এলে দেখ্‌তে আস্‌বে না।

হেম। মামা যে মামী পেয়েচেন, চক্ষুস্থির।

শার। তোমাদের শ্রীরামপুরের যেমন পুরুষ তেমনি মেয়ে।

হেম। আর তোমাদের কাশীপুরের সব পুরুতপিসী—তোমার সইদের চাঁপার কথা মনে কর।

শার। সে ত আর ঘরের মেয়ে নয়।

হেম। ওড়া খোই গোবিন্দায় নম, বের্‌য়ে গেলেই আমাদের কেউ নয়। মামা বলেচেন তাকে রাখ্‌বের জন্যে সহরশুদ্ধ পাগল হয়েছিল।

শার। সে পাপ কথায় আর কাজ নাই।

হেম। চাঁপাই ত অরবিন্দ বাবুকে সইদের বয়ের সঙ্গে রেষারেষি করে বিষ খাওয়ায়, তার পর রট্‌য়ে দিলে অরবিন্দ ডুবে মরেচে।—

শার। ঠাকুরপো কোথায় ?

হেম। যে বাড়ীতে রাঙ্গা বউ।

শার। এ বাড়ী এসে জল্‌টল্ খেয়ে যেতে বলো।

হেম। তোমার আর গোড়া কেটে আগায় জল দিতে হবে না, তুমি তারে যে ভাল বাসো মাসীমা জান্‌তে পেরেচেন।

শার। আমার কপাল।

হেম। আমরা মেয়ে দেখে কল্‌কাতায় বাজী দেখ্‌তে যাব—

শার। এখানে কেন আজ থাক না।

হেম। আজ ত কোন মতেই না।

শার। তোমার যেখানে খুসি সেখানে যাও।

হেম। কল্‌কাতার এত নিকটে এসে ওম্‌নি ওম্‌নি চলে যাই, আর কাল পাঁচ ইয়ারে মুখে চূণ কালি দেক্।

শার। জায়গা কই।

হেম। একবার বাক্সটি খুলে পঞ্চাশ টাকা করে যে দশখানা নোট সে দিন নিয়েচ, তার একখানি দাও—

শার। আমি তা কখন দেব না।

হেম। দেবে আরো ভাল বল্‌বে।

শার। আমি সে নোট কখন দেব না, আমি তাতে বাদলার মালা গড়াবো, তা আমাকে মারোই, কাটোই, আর ফাঁসিই দাও।—কেন বল দেখি, টাকাগুণো অপব্যয় কর্‌বে? বাক্সোয় রয়েচে তোমারি আছে, গহনা গড়াই তোমারি থাক্‌বে—কেন নিয়ে উড়্‌য়ে দেবে?

হেম। আমি তোমাকে দশ দিন বারণ করিচি তুমি নৎ নেড়ে আমারে উপদেশ দিও না—আমি সব সইতে পারি মেয়ে মানুষের নৎনাড়া সইতে পারি নে—

শার। এবারে শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে জগন্নাথেরে নৎ দিয়ে আস্‌বো।

হেম। তুমি নৎ দিয়ে এস, রথ দেখে এস, তুমি যা খুসি তাই কর, এখন দাও।

শার। কি দেব ?

হেম। আমার গুষ্টির পিণ্ডি—গরজ বোঝে না, বেলা যাচ্চে—ভায়া ভাব্‌চেন মেগের মুখ দেখে কাত হয়ে পড়ে আচি—মাগ যে প্রাণ জ্বল্‌য়ে দিচ্চেন তা জান্‌তে পাচ্যেন না।—দেবে কি না বলো ?

শার। আমি অনাছিষ্টি কাজে টাকা দিই নে।

হেম। আমার পার তেলো মাথার তেলো জ্বলে যাচ্চে—তারা সব আমারে গালাগালি দিচ্চে—আচ্ছা আমি দুঃখীদের দান কর্‌বো ব্রাহ্ম সমাজে যাব।

শার। উড়ুনচড়ে কাজে সমাজের নাম নিতে নেই—

হেম। উঃ সমাজের সবি রাজনারাণ বাবু, না ? আমার মত কত লোক আছে।

শার। তারা সব সমাজে গিয়ে শুধ্‌রে গেছে।

হেম। আমিও শুধ্‌রে যাব—আমাকে সিদ্ধেশ্বর বাবু ভাল বাসেন, আমি তাঁর ভয়েতে নদেরচাঁদের আড্ডায় প্রায় যাই নে।

শার। তবে কল্‌কাতায় যাওয়া কেন ?

হেম। আজকের দিনটে। আমি হোটেল থেকে ফিরে আস্‌বো।

শার। সিদ্ধেশ্বর বাবু তোমাকে এত ভাল বাসেন, তবে তিনি যে কর্ম্ম ঘৃণা করেন সে কর্ম্মে তুমি কেন যাও ?

হেম। আমি কি মন্দ কর্ম্ম কর্‌চি ?

শার। আমি তোমাকে আজ ছেড়ে দেব না।

হেম। আচ্ছা আমি দিব্বি করে যাচ্চি রাত্রে কাশীপুরে

ফিরে আস্‌বো। যদি না আসি তুমি সিদ্ধেশ্বর বাবুকে চিটি লিখ।

শার। আমি কি কারো কাছে তোমার নিন্দে করে থাকি ?

হেম। তুমি নদেরচাঁদের কত নিন্দে কর তা কি আমি মাসীর কাছে বলে দিই ? নোটখান দাও তা নইলে তারা আমাকে বড় অপমান কর্‌বে।

শার। সেটি হবে না।

হেম। তোমার স্বধর্ম্ম—মন্দ কথা না বল্যে তোমার মন ওঠে না।

শার। হাজার বলো ভরি ভোল্‌বার নয়।

হেম। ভাল আপদে পড়িচি—দেরি হতে লাগ্‌লো। কাল তোমাকে আমি এ পঞ্চাশটে টাকা ফিরে দেব।

শার। কার টাকা কারে দেবে ?

হেম। দিতে হয় দাও তা নইলে এক কিলে তোমার বাক্স আমি লঙ্কাকাণ্ড করে ফেলি—হাবাতের অনেক দোষ।

শার। কুবচন আমার অঙ্গের আভরণ, তোমার যা মনে লাগে তাই বলো, আমি রাগও কর্‌বো না টাকাও দেব না।

হেম। তোমার ঘাড় যে সে দেবে।

শার। কোন্ শালীর বেটি তোমায় আজ নোট দেবে।

হেম। কোন্ শালার ব্যাটা আজ নোট না নিয়ে যাবে।

শার। সর আমি যাই, সইকে দেখি গে।

হেম। নোট দিয়ে যাও—কার নোট ?

শার। আমার নোট।

হেম। উঃ নবাবপুত্তুর—কে দিয়েচে ?

শার। তুমি দিয়েচ।

হেম। তবে কার নোট ?

শার। আমার নোট।

হেম। ওঁয়ার নোট—

শার। যখন আমার স্বামী দিয়েচেন, তখন এক শ বার আমার নোট, দু শ বার আমার নোট, তিন শ বার আমার নোট—

হেম। তোমার বাবার নোট—

[অধোবদনে বাক্স খুলিয়া, বাক্সর ডালা তুলিয়া বাক্সটি মাঝিয়ায় সবলে উপুড় করিয়া ফেলিয়া শারদাসুন্দরীর বেগে প্রস্থান।

হেম। (বাক্স হইতে নোট বাছিয়া লইতে লইতে) ওরে আমার ঝাঁজ্‌রাচকি—টস্‌ টস্‌ করে চকের জল ফেল্‌লেন আমি ওমনি গলে গেলাম। সকের কাঁচের বাসন ভেঙ্গেচে খুব হয়েচে, কেঁদে মর্‌বেন এখন—যা যা ভেঙ্গেচে পারি ত কল্‌কাতায় আজ কিন্‌বো—ভারি বদ্‌ ইয়ার—

শারদাসুন্দরীর পুনঃপ্রবেশ।

শার। বাঁচ্‌লে ?

হেম। বাঁচ্‌লুম।

[হেমচাঁদের প্রস্থান।

শার। ভাগ্‌গিস সই যখন ছিল তখন অমন কথা বলে নি—সই বা কি না জানে। ছি, ছি, ছি—কোন্‌ কথা বল্যে কি হয় তা জানেন না তাই অমন করে বলেন! নদে সর্ব্বনেশেই সর্ব্বনাশ কল্যে।

[বাক্স গুছাইয়া শারদাসুন্দরীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর—লীলাবতীর পড়িবার ঘর।

শ্রীনাথ, নদেরচাঁদ এবং হেমচাঁদের প্রবেশ।

শ্রীনা। এই চেয়ারে নদেরচাঁদ বসো—এই চেয়ারে হেমচাঁদ বসো—আমি লীলাবতীকে আন্‌তে বলি।

[শ্রীনাথের প্রস্থান।

হেম। ঘরটি বেশ সাজিয়েছে ত—মেজেটিতে মাজুর মোড়া, দ্বারের কাছে পাপোষ পাতা, মেহগেনি কাঠের মেজটি, ঝাড় বুটো কাটা মেজের চাদর, ক্লিওপ্যাটরা কোচ, চেয়ার কখানি মন্দ নয়॥

নদে। ও কি দেখ্‌চিস্‌ ছাই—আমাকে যা শিখিয়ে দিয়েছিল তা আমি সব ভুলে গিইচি, এখনি সব আস্‌বে, আমি কিছুই জিজ্ঞাসা কত্তে পার্‌বো না, কিছু বক্তৃতাও কত্তে পার্‌বো না।

হেম। এর মধ্যে ভুলে গেলি—কাল যে সমস্ত দিন মুখস্থ করিচিস্‌।

নদে। আমার সব উল্টা হয়ে যাচ্চে।

হেম। তা যাক্‌, আসলে কম না পড়্‌লেই হলো।

নদে। কি বলে পড়া জিজ্ঞাসা কত্তে হবে ?

হেম। অয়ি হরিণলোচনে! তুমি কি পড়ো ?

নদে। হ্যাঁ হ্যাঁ মনে হয়েচে; তোর আর বল্‌তে হবে না। আপদ চুকে গেলে বাঁচি, ভয় হচ্চে পাছে অপ্রতিভ হয়ে পড়ি।

হেম। কেন তুই মুক্তিমণ্ডপে খুব ত কইতে পারিস, অনেকক্ষণ বক্তৃতাও কত্তে পারিস্।

নদে। সে যে আপন কোটে পাই চিঁড়ে কুটে খাই, তাতে আবার ভিকস্ সহায় হন—তাইতে নাক দে মুখ দে বক্তৃতা বার হয়।

হেম। বমির মত।

নদে। আমাকে যদি একা এই ঘরে লীলাবতীর সঙ্গে রাখে, তা হলে আমি খুব রসিকতা কত্তে পারি, বিদ্যারও পরিচয় দিতে পারি।

হেম। তোমার কাছে কাটের পুতুল ডরিয়ে উঠে, এ ত একটা জীব।

নদে। বাহবা বাহবা বেশ বলিচিস্—কি বল্‌বো হাস্‌তে পেলেম না, পরের বাড়ী—এ কথা মুক্তিমণ্ডপে হলে সাত রংএর হাসি বার কত্তেম আর তোকে চিরযৌবনী কর্‌বের জন্যে এক এক পাত্র পাঁচ ইয়ারে পান কত্তেম।

হেম। এই ত তোর মুখ খুলে গেছে।

নদে। খুল্‌বে না ত কি নইচে বদ্ধ হয়ে থাকবে। আমি তো আর মুখচোরা নই—হরিণের কি বলে পড়া জিজ্ঞাসা কত্তে হবে? বল্, বল্, আস্‌চে—

হেম। "আয় আয়" না, না, হয় নি—

নদে। ঐ দেখ্, তুইও ভুলে গিইচিস।

হেম। ভুল্‌বো কেন? "অয়ি হরিণলোচনে! তুমি কি পড়?"

নদে। ঠিক হয়েচে।

এক দিক্ হইতে লীলাবতী এবং শ্রীনাথ, অপর দিক্ হইতে ললিতমোহন সিদ্ধেশ্বর এবং প্রতিবেশিচতুষ্টয়ের প্রবেশ।

শ্রীনা। আপনারা সকলে উপবেশন করুন। (সকলে উপবেশন।)

হেম। কর্ত্তা মহাশয় আস্‌বেন না?

শ্রীনা। তিনি কি ছেলে ছোক্‌রার ভিতরে আসেন!

প্র, প্রতি। সব দেখা শুনা হলে, তিনি অবশেষে ছেলে দেখ্‌তে আস্‌বেন।

দ্বি, প্রতি। নদেরচাঁদ বাবু পাত্রীর রূপ ত দেখ্‌লেন, এক্ষণে গুণ আছে কি না তাহা পরীক্ষা করে দেখুন।

হেম। (জনান্তিকে নদেরচাঁদের প্রতি) তাই বলে জিজ্ঞাসা কর।

সিদ্ধে। নদেরচাঁদ বাবু নীরব হয়ে রইলেন যে?

নদে। (লীলাবতীর প্রতি) আই মা হরিণের সিং তুমি কি পড়?

হেম। তোমার গুষ্ঠির মাতা পড়ে—টেঁকিরাম—কি শিখ্‌য়ে দিলে কি বল্যেন—

নদে। আমার যা খুসি আমি তাই বলি, তোর বাবার কি? তুই বিয়ে কর্‌বি না তোর বাবা বিয়ে কর্‌বে?

হেম। তোমার বিয়ে হবে হুগ্‌লির জেলে—বামণের ঘরের নিরেট বোকা।

নদে। তোর বাপ যেমন মেয়েমুখো তুই তেম্‌নি মেয়েমুখো, তোর কপালে ইয়ারকি থাক্‌লে ত আমাদের সঙ্গে বেড়াবি? আমার অতি বড় দিব্বি তোর মত পাজিকে যদি মুক্তিমণ্ডপে ঢুক্‌তে দিই—একটি পয়সা খরচ কত্তে পারে না কেবল বেয়ারিং ইয়ারকি দিতে আসেন।

হেম। কি বল্লি, বিক্রমপুরে বুনো বয়ার। (সরোষে নদেরচাঁদের পৃষ্ঠে পাঁচটি বজ্রমুষ্টি প্রহার) তোরে কীর্ত্তিনাশা পার কর্‌বো তবে ছাড়্‌বো—

ললি। মন্দ নয়, ভোজনের আগে দক্ষিণা।

সিদ্ধে। পাঁচ তোপ, শুভ লক্ষণ।

শ্রীনা। অকালের তাল বড় মিষ্টি।

নদে। দেখ্‌লেন সিধু বাবু? আপনি মামাকে বলবেন, কার দোষ? আমাকে ভদ্রলোকের বাড়ীতে মেয়ে মান্‌ষের স্বমুখে যা খুসি তাই বল্যে তার পর এলোবিলি মার; এর শোধ দেব—আমার গায় হাত।

শ্রীনা। তোমার পাতরে পাঁচ কিল।

হেম। (নদেরচাঁদের কাপড়ে কালি দেখিয়া) খুব হয়েছে, খুব হয়েছে; পোড়ার বাঁদোর চেয়ে দেখ, চেয়ারে তেলকালি মাখ্‌য়ে রেখেছিল, তোমার চাদরে পিরাণে ধুতিতে লেগে গিয়েছে।

নদে। লেগেছে আমারি লেগেছে, তোর কি? তুই আমার সঙ্গে আর যদি কথা কস্‌ তোর বড় দিব্বি।

হেম। হুঁকোর খোলে তুর্গানাম লেখা, অমাবস্যায় শ্যামা-পূজা, ভালুকে উল্লুকে জড়াজড়ি, দাঁড়কাকের মাতায় মক্‌মলের টুপি, আর ভায়ার গায় কালি, একই রূপ দেখ্‌তে?

নদে। আমাকে এমন করে ত্যক্ত কল্যে আমি কর্ত্তার কাছে বলে দেব—মেয়েও দেখ্‌বো না বিয়েও কর্‌বো না—দেখ দেখি আমার ভাল কাপড়গুলি সব কালিতে ভিজে গিয়েছে। আমি ভাব্‌চি কল্‌কাতা বেড়্‌য়ে যাব।

শ্রীনা। কালিতে ভেজে নি।

নদে। তবে কিসে ভিজেচে?

শ্রীনা। তোমার ঘামে।

নদে। আমার ঘাম বুঝি কালো ?

শ্রীনা। সব কালো জিনিসের রস কালো।

নদে। পাকা জামের রস যে রাঙ্গা।

শ্রীনা। ঠকিচি।

[শ্রীনাথের প্রস্থান।

ললি। নদেরচাঁদ বাবুকে কথায় কেউ ঠকাতে পারে না।

তৃতী, প্রতি। ভাল ছেলের লক্ষণ এই, ছিচ্‌কাঁদুনের মত প্যান্ প্যান্ করে কাঁদে না, সকল কথা গায় পেতে নিয়ে জবাব দেয়।

নদে। কথা ত কথা, জল গায় পেতে নিইচি—একদিন এক জায়গায় বল্যে "তোমার গায় জল দিই" আমি ওমনি গা পেতে দিলুম আর হুড় হুড় করে জল ঢেলে দিলে।

তৃতী, প্রতি। কিল, কথা, জল, সব গায় পেতে লওয়া আছে।

নদে। হেমচাঁদ মার্‌লে বলে আমি কি ফির্‌য়ে মাত্তে পারি ? তা হলে আপনারা আমাকে যে পাগল বল্‌তেন আর ঐ ভাল মান্‌ষের মেয়ে যে আজ ব্যায়জে কাল আমার মাগ হবে, ও যে আমার গায় থুতু দিত। হেমচাঁদ আমার দাদা হয় তাইতে কিছু বল্যেম না, জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম পিতা।

তৃতী, প্রতি। বয়সের বড় বোনাই বাবার ধাক্কা !

নদেরচাঁদের অজ্ঞাতে শ্রীনাথের প্রবেশ এবং সিন্দূর
মাখা হস্তে নদেরচাঁদের চক্ষু আবরণ।

সিদ্ধে। নদেরচাঁদ বাবু বল দেখি কে ?

ললি। এইবার চতুরতা বোঝা যাবে।

নদে। বল্‌বো, বল্‌বো—(চিন্তা) মামা।

শ্রীনা। তোমার বনের ননদের ছেলের। (চক্ষু ছাড়িয়া উপবেশন, সকলের হাস্য)

নদে। এই বুঝি সভ্য মেয়ে, এত লোকের সুমুখে হাসি ?

লীলা। (লজ্জাবনতমুখী)

চতু, প্রতি। আইবুড়ো মেয়ের হাসি মাপ কত্তে হয়।

নদে। আমি রাগ কর্‌চি নে আমি কর্ত্তার সঙ্গে এ কথা বল্‌তে যাচ্চি নে। আমি মেয়ে দেখে বড় খুসি হইচি। আমার হাতে আরো সভ্যতা শিখ্‌তে পার্‌বে।

হেম। মুক্তিমণ্ডপে।

নদে। দেখ সিধু বাবু, আবার গায় পড়ে ঝক্‌ড়া কত্তে আস্‌চে—এক কথা হয়ে গেছে তা এখন মনে করে রেখেচে—দাদাবাবু রাগ করে রয়েছে ?—তুমি এ সম্বন্ধের মূলাধার, আবার তুমিই এখানে মুখ ভার করে রইলে ?

ললি। রাজকন্যা আপনার হাতছাড়া হলো কেমন করে ?

নদে। কাপড়ে আগুন ধরে সেটা পুড়ে মরেচে।

শ্রীনা। চিরকাল পোড়ার চাইতে একবার পোড়া ভাল।

লীলা। (ললিতের প্রতি) আমি বাড়ীর ভিতরে যাই।

নদে। তুমি বাড়ীর ভিতরে যাও আর আমরা তোমার মামাকে দেখে যাই। (হাস্য)

ললি। আপনি কিছু লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বেন ?

নদে। কর্‌বো না ত কি ওমনি ছাড়্‌বো ?

তৃতী, প্রতি। ছেলেটি খুব সপ্রতিভ।

নদে। তবু হেমদাদা প্রথমেই মুষ্‌ড়ে দিয়েছে।

তৃতী, প্রতি। সিধু বাবু এমন ছেলে শ্রীরামপুরে আর কটি আছে ?

সিদ্ধে। ঘোড়া পাওয়া যায় না।

শ্রীনা। তাই বুঝি ইস্‌কাপানের গাড়ীতে নিয়েচে।

নদে। বাবা ইস্‌কাপানের টেক্কায় হরতোনের বিবি।

তৃতী, প্রতি। আপনার ঠাকুর পুষ্যিপুত্র নিয়েছেন কি ?

নদে। আমি থাক্‌তে পুষ্যিপুত্র নেবেন কেন ?

তৃতী, প্রতি। আপনি ত একটি, আপনার মত শত পুত্র সত্ত্বেও পুষ্যিপুত্র লওয়া শাস্ত্রে অনুমতি আছে।

নদে। মা বলেন আমি একা এক সহস্র।

শ্রীনা। তুমি বেঁচে থাক।

নদে। "বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবে হয়ে"—

ললি। মহাশয় এটি গুলির আড্ডা নয়, ভদ্রলোকের বাড়ী।

হেম। ললিতবাবু আপনি কুলীনের ছেলেকে বাড়ীতে পেয়ে অপমান কর্‌বেন না। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যেচে গিয়েছেন বই আমরা যেচে আসি নি।

নদে। দাদাবাবু রাগ করেন কেন, আমরা বর, গাল দিলেও সহ্য কর্‌বো, মার্‌লেও সহ্য কর্‌বো, আঁচ্‌ড়ালেও সহ্য কর্‌বো, কাম্‌ড়ালেও সহ্য কর্‌বো—

শ্রীনা। কর্ত্তা বরের গুণগুনো স্বয়ং শুনে নিলেই ভাল হতো।

সিদ্ধে। আপনার যদি কিছু জিজ্ঞাসা কত্তে হয় জিজ্ঞাসা করুন, বেলা যাচ্চে, বাড়ী যেতে হবে।

নদে। আমরা আজ কল্‌কাতায় থাক্‌বো।

হেম। নদেরচাঁদ যা হয় জিজ্ঞাসা করে ফ্যাল্, দেরি করিস্ কেন ?

নদে। ওগো লীলাবতী তুমি বিদ্যাসুন্দর পড়েচ ?—

[লজ্জাবনতমুখে লীলাবতীর প্রস্থান।

সিদ্ধে। নদেরচাঁদ শ্রীরামপুরের মুখ হাসালে ?

ললি। যেমন শিক্ষা তেমনি পরীক্ষা ; গুলির আড্ডায় যে ব্যবহার শিখেছেন ভদ্রসমাজে তা পরিত্যাগ কর্‌বেন কেমন করে ?

নদে। ললিত বাবু তুমি যে বড় শক্ত শক্ত বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে, তুমি জান চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে আরাধনা করে নিয়ে এসেচেন, আমার পাদপদ্মে মেয়ে সেধে দিচ্চেন ? আমি জোর করে মেয়ে বার্ কত্তে আসি নি। আমার যা খুসি আমি তাই জিজ্ঞাসা কর্‌বো। তোমার যখন মেয়ে হবে তুমি, গুলি খায় না, গাঁজা খায় না, মদ খায় না, বেড়াতে চেড়াতে যায় না, এমনি একটি গরুটিকে মেয়ে দান কর, এখানে তোমার কথা কওয়া, এক গাঁয় ঢেঁকি পড়ে এক গাঁয় মাথা ব্যথা।

ললি। (দাঁড়াইয়া) নদেরচাঁদ তোমার সহিত বাদানুবাদ বাতাসে অসি প্রহার—তুমি আচার বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণে প্রতিষ্ঠিত কুলীনকুলের কজ্জল, তোমার নয়ন কি একেবারে চর্ম্মবিহীন হয়েছে ? তোমার হৃদয়ক্ষেত্র কি এতই নীরস যে সেখানে একটিও সৎবৃত্তি অঙ্কুরিত হয় নাই ? তোমার যদি স্থির চিত্তে চিন্তা কর্‌বের ক্ষমতা থাকে তবে একবার ভাব দেখি তোমার নৃশংস আচরণে কত কুলকামিনী কুলে জলাঞ্জলি দিয়েছে, কত ভদ্র সন্তান তোমার কুসংসর্গে লিপ্ত হয়ে একেবারে অধঃপাতে গিয়েছে, তোমার চাতুরীবলে কত গৃহস্থের সর্ব্বস্বান্ত হয়েচে, এইরূপ শত শত কদাচারে কলঙ্কিত হয়ে পবিত্র পুরস্ত্রীর সমীপবর্ত্তী হতে তোমার সঙ্কোচ বোধ হয় না ? তোমার

এমনি শিষ্ট স্বভাব অন্য পরের কথা কি বলবো তোমার আপনার ভগিনী ভাগিনেয়ী, ভাইজ ভাইঝি তোমায় দেখিবামাত্র ঘোমটা দেয়; তোমার কি তাতে মনে ঘৃণা হয় না?—তোমার পূর্ব্ব-রমণীর মরণবৃত্তান্ত একবার স্মরণপথে আনয়ন কর দেখি—কি ভীষণ ব্যাপার! কামান্ধ পতির পশুবৎ ব্যবহারে নববিবাহিতা বালিকা ফুলশয্যায় শমনশয্যায় শয়ন করেছিল। যে হাতে নব বনিতা হত্যা করেছ আবার সেই হাতে গৃহস্থ-বালা লতে চাও—সাধারণ ধৃষ্টতার লক্ষণ নয়। তুমি এমনি বিবেচনাশূন্য, তোমার মাস্‌তুতো ভাইকে ভদ্রসমাজে অম্লান বদনে যৎকুৎসিত সম্পর্কবিরুদ্ধ গালাগালি দিলে—তুমি এমনি নির্লজ্জ যে বিশুদ্ধস্বভাবা কুলকন্যার পরিণেতা হতে যাচ্চো তাকে সকলের সাক্ষাতে জলের মত জিজ্ঞাসা কল্যে বিদ্যাসুন্দর পড়েছে কি না—শকুন্তলা, সীতার বনবাস, কাদম্বরী, মেঘনাদ বধ, ধর্ম্মনীতি, সুশীলার উপাখ্যান তোমার মুখে এল না—তুমি পুরুষাধম, তোমার কৌলীন্যেও ধিক্, ঐশ্বর্য্যেও ধিক্, তোমার জীবনেও ধিক্।

নদে, হেম। (মেজ চাপড়াইয়া) বেশ্ বেশ্—

হেম। আমরাও বক্তৃতা কর্‌বো—নদেরচাঁদ তোর মনে আছে ত?

নদে। লেখা পড়া না জিজ্ঞাসা কর্‌লে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভাব্‌বেন আমি লেখা পড়া জানি নে—

শ্রীনা। আচ্ছা, আমি লীলাকে আন্‌চি।

[শ্রীনাথের প্রস্থান।

নদে। সিধু বাবু একখান বইয়ের নাম করুন তো।

সিদ্ধে। "গুলি হাড়কালী"।

শ্রীনাথ এবং লীলাবতীর প্রবেশ।

নদে। আমি কোন বইয়ের নাম কর্‌লেই ললিতবাবু আমাকে এখনি আবার বাপান্ত কর্‌বেন।

ললি। আমি আপনাকে বাপান্ত করি নি।

নদে। বাপান্তের বোনাই করেচেন, আমায় যথোচিত অপমান করেচেন। সে ভালই করেচেন—শ্রীরামপুর হলে কত্তে পাত্তেন না—এখন আপনি মেয়ে মানুষটিকে বলুন যে বই হয় একটু পড়ুন।

লীলা। (পুস্তক গ্রহণ করিয়া।) "গ্রীস দেশের অন্তর্গত স্পার্টা নামক মহানগরে লিয়ানিদা নামে এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন, তাঁহার কন্যার নাম চিলোনিস্। বিপত্তিসময়ে ঐ বামা প্রথমে পিতৃভক্তি পরে পতিভক্তির যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা সাতিশয় আশ্চর্য্য, একারণ প্রথমে তাঁহার নাম উল্লিখিত হইল। একদা"—

নদে। আর পড়্‌তে হবে না।

সিদ্ধে। "রহস্য-সন্দর্ভ" নীতিগর্ভ পত্র বলে গণ্য—সম্পাদকীয় কার্য্য অতি বিজ্ঞ লোকের হস্তে ন্যস্ত হয়েছে।

নদে। ওখানি কি রসকন্দর্প? গুড়গুড়ে লেখে বুঝি?

হেম। এখন আমরা বক্তৃতা করি।

নদে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এখনি আস্‌বেন।

সিদ্ধে। তাঁর আস্‌বের বিলম্ব আছে, আপনি বক্তৃতা করে বিদ্যার পরীক্ষা দেন।

হেম। নদেরচাঁদ বিবাহ বিষয়ে বল্।

ললি। অতি বিহিত বিষয় প্রস্তাব করেচেন।

নদে। যে আজ্ঞা (গাত্রোত্থান) আমি অধিক বল্‌তে পারবো না।

সিদ্ধে। যা পারেন তাই বলুন।

(নদেরচাঁদের অজ্ঞাতসারে শ্রীনাথ কর্ত্তৃক নদেরচাঁদের চেয়ারখানি স্থানান্তরিত)

নদে। প্রিয়বন্ধুগণ—প্রিয়বন্ধুগণ এবং—প্রিয়বন্ধুগণ ও প্রেয়সী মেয়েমানুষ!—অতএব এত বিদ্যাবিষয়ের হ্রদ পণ্ডিত পাটালির নিকটে—নিকটে—পাটালির নিকটে—আমার বক্তৃতা করা কেবল হাঁসভাজা হওয়া—হাস্য-ভাজন। মৎসদৃশ ব্যক্তিগণের বক্তৃতা বিষম ব্যাপার—লণ্ড ভণ্ড কাণ্ড উপস্থিত। বিষয় মনে থাকে যদি, কথা জোটে না, কথা জোটে যদি, বিষয় মনে থাকে না। সুতরাং কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ করিয়া বক্তৃতা করিতে বাধ্য না হওয়া কাপুরুষের কাজ। আপনারা যথাসাধ্য অধৈর্য্য সম্বল করে শুনুন। বিবাহ হয় এক কল্প বট, তার তলায় বসে যা চাও তাই পাওয়া যায়। বিবাহের অনুগ্রহে বংশরূপ শামাদানে ছেলেরূপ বাতি দিয়ে ঘর আলো করে ফেলা যায়। আরো দেখুন—যদি আমি হতে পারি স্বাধীনতাতে বল্‌তে এমন—দানেন ন ক্ষয়ং যাতি স্ত্রীরত্নং মহাধনং—যেহেতু রামছাগলের গলদেশের স্তনের ন্যায় বিফল। ল্যাপ্‌ল্যাণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে রোমশ পশু আছে—আরবদেশের বালির উপর দিয়ে উটগুলো বড় বড় মোট মাতায় করিয়া চলে যেতে পারে ব্যতীত পান করে একফোঁটা জল অনেক ক্ষণ। অতএব বিবাহ বলিতে গেলেই বন্ধুতা এসে পড়ে—বিবাহ হয় এক বৃক্ষ, বন্ধুতা তার ফুল। বিবাহের কত কৌশল তা মৎসদৃশ ব্যক্তিগণ শতমুখী হলে বল্‌তে পারে। দেখুন জাম পাক্‌লে কালো হয়, চুল পাক্‌লে শাদা হয়—যদি বলেন জাম পাক্‌লে রাঙ্গা হয়, সে পাকা নয়,

সে ডাঁসা—যদি বলেন চুল পাক্‌লে কটা হয়, সে কটা নয়, সে কলোপ দেওয়া। আরো দেখুন সকলি দুই দুই, চন্দ্র সূর্য্য, রাত দিন, পথ ঘাট, হুঁকো কল্কে, ঢাক ঢোল, ঘর দোর, হাতা বেড়ী, শ্যাল শকুন, স্ত্রী পুরুষ। সুতরাং জীবসকলকে বাচাইবার জন্য স্ত্রীলোক গর্ভমতী হইলে আপনা আপনিই নিতম্বে দুদ এসে পড়ে—

[সলাজে লীলাবতীর প্রস্থান। সকলের হাস্য।

আরো দেখুন মাতৃ ভাষা কেমন কাহিল হয়ে গিয়েছেন—

হেম। ও যে আমি বল্‌ব—তুমি বসো।

নদে। অতএব বন্ধুগণ দাদাকে আসর দিয়ে আমি মধুরেণ সমাপয়েৎ।

(যেমন বসিতে যাবেন অমনি ধপাৎ করিয়া চিত হইয়া পতন, সকলের হাস্য।)

হেম। চেয়ার যে সর্‌য়ে রেখেছে, তা বুঝি দেখ্‌তে পাও নি?

নদে। ও মা গিইচি—বাবা গো মেরে ফেলেচে—কোমর ভেঙ্গে গিয়েছে—শালারা আমারে যেন পাগল পেয়েছে—আমার যেন মা বাপ কেউ নেই—(চেয়ার লইয়া উপবেশন।)

হেম। প্রিয়বন্ধুগণ! আমার গুণিগণানুগণ্য ধন্য মান্য বদান্য বন্য ভ্রাতা যাহা বল্যেন, যাহা—যাহা বল্যেন—বল্যেন, তাহা বল্যেন। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই মাতৃভাষায় চাষ না দিলে —না দিলে, আমাদের ভাল চিহ্ন নয়—আমাদের আচার অর্থাৎ রীতি, নীতি, কাসুন্দি, কখন ভাল হবে না। মাতৃভাষা না খেতে পেয়ে মরো মরো হয়েছেন, যথা সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং—অতএব হে ভ্রাতৃপদারবিন্দ! এস আমরা মাতৃভাষাকে আহার

দিই—চেয়ে দেখ, ঐ মাতৃভাষা দীনা, হীনা, ক্ষীণা, মলিনা, পিঁচুটিনয়না, কাঠকুড়ানীর মত রথের কাছে দাঁড়্য়ে সে জন—চুল ঢুসনা হইয়া গিয়াছে, কর্ণ বধির হইয়া গিয়াছে, চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, দন্ত বাহির হইয়া পড়িয়াছে, অঙ্গে খড়ি উড়িতেছে, হস্ত অবশ হইয়াছে, পদ মুচ্ড়ে যাইতেছে। অশন নাই, বসন নাই, ভূষণ নাই। হে ভ্রাতৃবীরেন্দ্র! তোমরা আমার কথা অতুচ্ছ কর না। তোমরা মাতৃভাষাকে আহার দিতে চাও দাও কিন্তু দেখ যেন কর্কশ জিনিস দিয়ে তাঁর গলা ছিঁড়ে দিও না—উপসের মুখে একটু—একটু মোলায়েম সামগ্রী নইলে খাওয়া যায় না। কতকগুনো পয়ারে বয়ার জুটে মাতৃভাষাকে দগ্ধে মার্চেন। পয়ারে বয়ারদের পয়ার গয়ারের মত—কিন্তু সরল গয়ার নয়, গলা আঁচড়ে তোলা—তাঁদের ত্বরায় যক্ষ্মা হবে। তাঁদের পদ্যে এত রস তাঁদের পদ্য, পদ্য কি গদ্য, কেবল চোদ্দয় জানা যায়। মাতৃভাষা স্বাধীনতার শোকে গলায় দড়ি দিয়ে সজ্নে গাছে ঝুল্ছিলেন, গলার গোড়ায় ধুক্ ধুক্ করিতেছিল, বিদ্যাসাগর বাবু—মহাশয়—তাঁকে অমৃত খাইয়ে সজীব করেছেন—অতএব হে দেশহিতৈষিণী সভ্যগণ! তোমাদের আমি "বিনয়পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনঞ্চ" করিয়া বলিতেছি তোমরা মাতৃভাষাকে বড় কর—মাতৃভাষা বড় হলে দেশের—দেশের—অনেক ভাল হবে। বিধবার বিয়ে হবে—রাস্তা ঘাটে ময়লা থাক্বে না—গরুগণ অগণন দুগ্ধ দান কর্বে—বৃক্ষ ফলবতী হইবে—ইন্দ্রদেব তোড়ের সহিত বারি বর্ষণ কর্বেন—জাতিভেদ উঠে যাবে—বহুবিবাহ বন্দ হবে—কুলীনের মিছে মর্য্যাদা থাক্বে না—আমরা কাটিয়ে যাবো। মনোযোগ না কর্লে কোন কর্ম্ম হয় না—সুতরাং এই স্থলে বেদব্যাসের বিশ্রাম করিয়া আমি ফিরে নিই আমার বস্বের স্থান।

পিলাটি,[২২] গোরিবপুও, কঁড় করিবি, প্রভু লোকনাথো বুঝ্মনা[২৩] করিবে।

নদে। তুই সড়া আমায় দেখে হাঁস্লি কেন ?

রঘু। আপনোং মনুষ্য চরাউ মু গোরু চরাউচি, আপন মনিমা, প্রভু, অবধান, মু চরণ ঝড়াকু পাঁহরা[২৪]—আপনো ঐরাবতঃ মু ঘুঞ্চিমুষা[২৫]—আপনো জেবে গালি দেব মু কঁড় করিবি ? আপনো সড়া বইল কাঁই কি ? আপনো কি মোর ভেনুই[২৬] ? আপনো কি মোর ভোঁড়ির[২৭] ঘোঁইতা[২৮] ?

নদে। শালা উড়ে ম্যাড়া ফের যদি বক্‌বি তো জুতো মেরে মুখ ছিঁড়ে দেব।

রঘু। মারো স্বাঁত[২৯], মু হাজির অছি—

অল্পিকে সল্পিকে লোকে[৩০]
মনে বহন্তি[৩১] গর্ব্বিতা ;
সারু[৩২] গর্ছ মূলে ভেকো
ছত্র দণ্ড ধরাইতা ;

সিদ্ধে। নদেরচাঁদ বাবু এবারে আপনাকে রাজছত্র দিয়েছে, অরে কিছু বল্‌বেন না—

হরবিলাস চট্টোপাধ্যায় এবং পণ্ডিতের প্রবেশ।

নদে। মহাশয় আমরা যথোচিত খুসি হইচি—পড়্‌তে শুনতে বেশ, আমি যা যা জিজ্ঞাসা কর্‌লেম সব বল্‌তে পেরেচেন, কেবল একটা দুটো ললিত বাবু বলে দিয়েচেন—

২২ ছেলেটি ২৩ বিবেচনা ২৪ ঝাঁটা ২৫ কাটবিড়ালি ২৬ বোনাই ২৭ ভগিনীর ২৮ স্বামী ২৯ স্বামী ৩০ ক্ষুদ্রান্তঃকরণলোকদের ৩১ প্রবাহিত ৩২ মানকচু

ললিত বাবু উত্তম বালক, খুব বিদ্যা শিখেচেন, আমার যথোচিত আদর করেচেন—

হেম। (মৃদুস্বরে) নদেরচাঁদ মুখ পোঁচ্।

নদে। তুই কেন মুখ গোঁজ্ না ?

হর। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) মুখ এমন করে দিলে কে ?

শ্রীনা। বাড়ী হতে ঐরূপ করে এসেচেন, ওঁর মা কাচ্ করে দিয়েচেন।

হর। মুখ পুঁচে ফেল বাবা, লালগুঁড়ো লেগে রয়েচে, কুলীনের ছেলে, বড় মানুষের ভাগ্নে, আমার কত সৌভাগ্য উনি আমার বাড়ী এসেচেন।

নদে। (কাপড় দিয়া মুখ মুছিয়া) বাহবা লালগুঁড়ো লাগ্‌লো কেমন করে ?

শ্রীনা। পথে আস্‌তে রৌদ্রের গুঁড়ো লেগেচে।

নদে। সে যে শাদা।

হর। লীলাবতী কোথায় ?

নদে। আমি তাকে বাড়ীর ভেতর পাঠ্‌য়ে দিইচি, পড়াশুনা সব হয়ে গিয়েচে।

হর। জল খাওয়াবার জায়গা হয়েচে ?

নদে। আমি বিবাহের অগ্রে এখানে কিছু খেতে পার্‌বো না, আমাদের বংশের এমন রীতি নাই।

হর। বটে ত, বটে ত, আমার ভুল হয়েছে। দেখ্‌লে পণ্ডিত মহাশয়, সিংহের শাবক ভূমিষ্ঠ হইয়াই হস্তীর মুণ্ড ভক্ষণ করে, কারো শিখ্‌য়ে দিতে হয় না।

শ্রীনা। আর কেউ কেউ বার হয়েই ডাল ধরে।

নদে। সে বাঁদর, আমি স্বচক্ষে দেখিচি।

হেম। নদেরচাঁদ, চলো তোমাকে ও-বাড়ীতে জল খাইয়ে নিয়ে যাই।

নদে। (হরবিলাসের পদধূলি গ্রহণ) আমি বিদায় হই।

হর। এস বাবা এস—ললিতমোহন সঙ্গে যাও।

ললি। সিদ্ধেশ্বর বসো, আমি আসচি।

[নদেরচাঁদ, হেমচাঁদ এবং ললিতমোহনের প্রস্থান।

হর। মেজো খুড়ো ছেলে দেখ্‌লেন কেমন? আপনাকে আমি জেদ করে এখানে পাঠ্যেছিলেম, যেহেতু আপনি বিজ্ঞ, আপনি ভাল মন্দ বিলক্ষণ বুঝ্‌তে পারেন। কেশব চক্রবর্ত্তীর সন্তানের মধ্যে নদেরচাঁদের মত কুলীন আর নাই। অতি উচ্চ বংশ।

তৃতী, প্রতি। বংশ উঁচু, রূপ নইচে, গুণ চট্—বেস্তর বেস্তর বয়াটে ছেলে দেখিচি, এমন বয়াটে ছেলে বাপের কালে দেখি নি —আবাগের ব্যাটার সঙ্গে ঘণ্টা দুই বসে ছিলেম, বোধ হলো দুই যুগ—যমযাতনা এর চেয়ে ভাল। হাত-পাগুলিন শুক্‌নো কুলের ডাল, আঙ্গুলগুলিন কাঁকড়া, চক্ষু দুটি কাঠঠোক্‌রার বাসা, কথা কইলে দাঁড়কাক ডাকে, হাসলে ভালুকে শাঁক আলু খায়। বুদ্ধিতে উড়ে, সভ্যতায় সাঁওতাল, বিদ্যায় গারো, লজ্জায় কুকী, বজ্জাতিতে বাকরগঞ্জ। মেয়েটি হামানদিস্তেয় ফেলে থেঁতো করে ফেলুন, এমন নরাকার নেকড়ের হাতে দেবেন না।

প্র, প্রতি। মেজো খুড়ো মেলের ঘরটা বিবেচনা কল্যেন না?

হর। মেজো খুড়ো শিং ভেঙ্গে পালে মিশেচেন—ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্রে কন্যাদান সকলের ভাগ্যে হয় না। ছেলেটি অশিষ্টু কেমন করে বলি। আমার সঙ্গে কেমন কথাবার্ত্তা

কইলে, কিরূপে বিদ্যার পরীক্ষা করেচে তা বল্যে, আবার যাবার সময় পায়ের ধূলা লয়ে গেল। বিদ্যা না থাক্‌লে বিদ্যার পরীক্ষা লতে পারে না।

শ্রীনা। বিদ্যার পরীক্ষা "আইমা হরিণের শিং।"

প্র, প্রতি। তোমাদের নিন্দা করা স্বভাব—কি মন্দ পরীক্ষা করেচে? মহাশয় এক ঘণ্টা ধরে দাঁড়্যে উটে কত কথা বল্লে তা আমি সকল বুঝ্‌তে পাল্লেম না, কারণ তাতে অনেক সংস্কৃত এবং এংরাজি ছিল।

তৃতী, প্রতি। এংরাজি মাতামুণ্ডু বলেচে, তবে একটি সংস্কৃত শ্লোক বলেচে বটে, কিন্তু তা শুনে ব্যাটার মাথায় যে একখান চেয়ার ফেলে মারি নি সে কেবল ভদ্রলোকের বাড়ী বলে। "দানেন ন ক্ষয়ং যাতি স্ত্রীরত্নং মহাধনং।" ব্যাটা কি শ্লোকই বলেচে।

প্র, প্রতি। ঐ শ্লোকটিই বটে—কেমন মহাশয় এটি কি মন্দ বলেচে।

হর। আমার মাথা বলেচে—আবাগের ব্যাটা যদি একটু লেখা পড়া শিক্তো তা হলে কার সাধ্য এ সম্বন্ধে একটি কথা কয়। তা যাই হোক্, এমন কুলীন আমি প্রাণ থাক্‌তে ত্যাগ কত্তে পার্‌বো না। ঈশ্বর তাকে যে মান দিয়েচেন তা কি লোকে কেড়ে নিতে পারে?

সিদ্ধে। মহাশয়, আপনি পিতৃতুল্য, আপনার সুমুখে আমাদের কথা কইতে ভয় করে, কিন্তু অন্তঃকরণে ক্লেশ পেলে কথা আপনিই বের্‌য়ে পড়ে—কুলীন অকুলানে সমাজের বিভাগ পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে। পরমেশ্বর জীবকে যে যে শ্রেণীতে বিভাগ করেছেন তাহার পরিবর্ত্তন নাই, এবং সেই সেই শ্রেণী আদি কাল হতে সমভাবে চলে আস্‌ছে এবং অভিন্নরূপে

অনন্ত কাল পর্য্যন্ত চল্‌বে। মানুষের শ্রেণীতে মানুষেরি জন্ম হচ্চে, হাতীর শ্রেণীতে হাতীই জন্মাচ্চে, ঘোড়ার শ্রেণীতে ঘোড়ারি জন্ম হচ্চে, মনুষ্যের শ্রেণীতে কখন সাপ জন্মায় না, এবং সাপের বংশে কখন মানুষ জন্মায় না। কিন্তু কুলীন অকুলীন সম্ভব-প্রণালী এরূপ নহে। যে সকল সদ্‌গুণের জন্য কতক লোক পূর্ব্বকালে কুলীন বলে গণ্য হয়েছিলেন, তাঁহাদের বংশে এমন এমন কুলাঙ্গার জন্মগ্রহণ করেছে যে তাহারা ঐ সকল সদ্‌গুণের একটিকেও গ্রহণ করে নাই বরং অশেষবিধ অগুণের আধার হয়েছে, তাহার এক দেদীপ্য দৃষ্টান্তস্থল বদান্য ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র নরাধম নদেরচাঁদ। সদ্‌গুণের অভাব দোষে কতক লোক সে কালে অকুলীন বলে চিহ্নিত হয়, কিন্তু কালক্রমে তাঁহাদের বংশে এমত এমত কুলতিলক জন্মেছে যে তাহাদের সদ্‌গুণে ভারতভূমি আলোকময় হয়েছে, তাহার এক মধুর দৃষ্টান্তস্থল ললিতমোহন। কৌলীন্য অকৌলীন্য পরমেশ্বর-দত্ত নহে। ধর্ম্মের সঙ্গে কৌলীন্য অকৌলীন্যের কিছুমাত্র সংস্রব নাই। কুলীনে কন্যা দান কর্‌লে ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয় না এবং অকুলীনে কন্যা দান কর্‌লে ধর্ম্মের হ্রাস হয় না। বল্লালসেন মহতের সম্মানের জন্য কুলীন শ্রেণী সংস্থাপন করেন, অসতের পূজা তাঁর অভিপ্রায় ছিল না। তিনি ভ্রমবশতঃ কুলীন বংশজ নিকৃষ্ট নরাধমদিগের কৌলীন্য চ্যুত এবং অকুলীন বংশজ মহৎ লোককে কুলীনশ্রেণীস্থ করবের নিয়ম করেন নাই। সেই জন্যই আমাদের দেশে বিবাহ সংস্কার এত ঘৃণিত হয়ে উঠেছে, সেই জন্যই কত রূপগুণসম্পন্না বালিকা মূর্খ কুলীনের হাতে পড়ে দুঃখে প্রাণ ত্যাগ কচ্চে, সেই জন্যই আপনার এমন লীলাবতী গণ্ডমূর্খ নদেরচাঁদের হাতে পড়্‌চেন। স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা, বিশেষতঃ আপনার লীলাবতী। নচেৎ

লীলাবতী আপনার পায় ধরে কেঁদে বল্‌তেন "আমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করো না, একবার আমার মাকে মনে করে আমার মুখ পানে চাও।" নদেরচাঁদ অতি পাষণ্ড, তার সঙ্গে লীলাবতীর বিবাহ শূকরের পায় মুক্ত পরানো। কোন মেয়ে তার কাছে বিবাহের সুখ লাভ কত্তে পারে না—

তৃতী, প্রতি। সিদ্ধেশ্বর অতি উত্তম ছেলে, বিবাহ বিষয়ে যথার্থ কথাই বলেচেন।

হর। সিদ্ধেশ্বর বড় উত্তম ছেলে। যেমন চেহারা তেমনি চরিত্র, তেমনি বিদ্যা জন্মেছে।

তৃতী, প্রতি। ললিত এবং সিদ্ধেশ্বর আজ কাল কালেজের চূড়াস্বরূপ। আপনি নদেরচাঁদ ছেড়ে দিয়ে ললিতের সঙ্গে লীলাবতীর বিয়ে দেন। শত জন্ম তপস্যা না কর্‌লে ললিতের মত জামাতা পাওয়া যায় না; ছেলে যার নাম।

হর। তা কি আমি জানি নে, সেই জন্যই ত ললিতকে পুষ্যিপুত্র কর্‌চি—আপনারা যারে জামাই কত্তে বল্‌চেন আমি তাকে পুত্র কর্‌চি, তবে ললিতের গুণ আমি অধিক গ্রহণ করিচি না আপনারা অধিক গ্রহণ করেচেন? ললিতকে আমার সমুদায় বিষয়ের মালিক কর্‌ব।

শ্রীনা। ললিতমোহন জ্ঞানবান্, সে কি কখন পুষ্যিএঁড়ে হতে সম্মত হবে? যাতে দু দিকে তেরাত্রি শ্রাদ্ধ তা কি কোন বুদ্ধিমানে হতে চায়। আর যার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র স্নেহরস আছে, সে কখন ঔরসজাত মেয়ে থাক্‌তে পুষ্যিএঁড়ে গ্রহণ করে না।

প্রথ, প্রতি। তবে পূর্ব্বপুরুষের নামগুলিন লুপ্ত হয়ে যাক্। এক এক জন এক এক শয়।

হর। আমি কারো সঙ্গে পরামর্শ কর্‌তে চাই না, আমি যা ভাল বুঝ্‌বো তাই কর্‌বো।

পণ্ডি। ললিতের সহিত বিবাহ যদ্যপি যুক্তিসিদ্ধ না হয় তবে অপর কোন সুপাত্র দেখে লীলাবতীর বিবাহ দেন, নদেরচাঁদটা নিতান্ত নরপ্রেত।

হর। কিন্তু তার মত কুলীন পৃথিবীতে নাই। আপনারা বাইরে যান আমি পণ্ডিত মহাশয়কে একটি কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বো।

[হরবিলাস এবং পণ্ডিত ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

পণ্ডি। আমি আপনার কুলের খর্ব্বতা হয় এমন কর্ম্ম কত্তে বল্‌চি নে। জানবাজারে আমি যে পাত্রের কথা নিবেদন করিচি সে অতি বিদ্বান্ এবং কুলীনও কম নয়।

হর। তাতে একটা দোষ পড়্‌চে—তার পিতামহ কানাই ছোট্‌ঠাকুরের ঘরে মেয়ে দিয়েছে। বিশেষ আমি কথা দিয়ে এখন অস্বীকার করি কেমন করে। রাজকন্যার সঙ্গে নদেরচাঁদের সম্বন্ধ হয়েছিল, সে সম্বন্ধ আমার অনুরোধে ভেঙ্গে দিয়েচে। আমি এখন অন্য মত কর্‌লে আমার কি জাত থাকে, আপনি ত পণ্ডিত, বিজ্ঞ, বিবেচক, বলুন দেখি? এখন আমার আর হাত নাই।

পণ্ডি। বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেলে আপনার আরো হাত থাক্‌বে না—আপনাকে প্রস্তাবনাতেই বলা গিয়াছে, এ সম্বন্ধে ভরাভর দেবেন না, তা আপনার আন্তরিক ইচ্ছে কোন মতে কুলীন কুমারটি হস্তগত হয়, আপনি আমাদের কথা শুন্‌বেন কেন?

হর। আপনি যথার্থ অনুভব করেচেন। আমার নিতান্ত

ইচ্ছে নদেরচাঁদকে জামাই করি। বিশেষ ভোলানাথ বাবু যখন আমার অনুরোধে রাজার বাড়ীর সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়েছেন তখন আমি কি আর বিয়ে না দিয়ে বাঁচি। ঘটক বল্যে এখন বিয়ে না দিলে বড় নিন্দে হবে।

পণ্ডি। যদি আপনার অনুরোধে রাজবাড়ীর সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়ে থাকে তবে আপনার এক্ষণে বিয়ে না দেওয়ায় নিন্দে হতে পারে, কিন্তু আমি বোধ করি রাজারা ছেলে দেখে পেচ্‌য়েছে, ভোলানাথ বাবু যে রাজবাড়ীর সম্বন্ধ ত্যাগ কর্‌বেন এমত বোধ হয় না।

হর। না মহাশয়, ঘটক আমাকে বিশেষ করে বলেচে, ভোলানাথ বাবু কেবল আমার অনুরোধে রাজকন্যা পরিত্যাগ করেচেন।

পণ্ডি। সেটা বিশেষ করে জানা কর্ত্তব্য।

[পণ্ডিতের প্রস্থান।

হর। বিবাহটা ত্বরায় হয়ে গেলে বাঁচি—সকলেই এক-জোট।

শ্রীনাথের প্রবেশ।

শ্রীনা। আপনার একখানি চিটি এসেচে।

[লিপি প্রদান করিয়া শ্রীনাথের প্রস্থান।

হর। আমায় কে চিটি পাঠালে—

(লিপি পাঠ)

প্রণাম নিবেদনমেতৎ।

আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যা তারাসুন্দরী জীবিতা আছেন। চোরেরা কানপুরে তারাসুন্দরীকে বারবিলাসিনীপল্লীতে বিক্রয় করিতে

লইয়া যায়, তথায় সেই সময় একজন ক্ষত্রিয় মহাজন বাস করেন, তিনি তারার কোমল বয়স এবং সুন্দরতা দেখিয়া, বৎসলতাপরবশ হইয়া তারাকে ক্রয় করিয়া কন্যার ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলেন। সদ্বংশজাত পাত্রে তারার পরিণয় হইয়াছে। আপনি ব্যস্ত হইবেন না। পোষ্যপুত্র লওয়া রহিত করুন, ত্বরায় পুত্র, কন্যা, উভয়কে প্রাপ্ত হইবেন। ইতি।

অনুগত জনস্য।

চারি দিক্ থেকে আমায় পাগল কল্যে—কোন্ ব্যাটা পুষ্যিপুত্র লওয়া রহিত কর্‌বের জন্য হারা মেয়ে পাওয়া গিয়েছে বলে এক চিটি পাঠ্‌য়েছে—আমি আর ভুলি নে—সে-বারে দিল্লীতে তারা আছে একজন সন্ধান দিলে, তার পর কত টাকা ব্যয় করে সেখানে লোক পাঠ্‌য়ে জান্‌লেম সকলি মিথ্যা। কি ষড়্‌যন্ত্র হচ্চে কিছুই বুঝ্‌তে পারি না। চিটিখান লুক্‌য়ে রাখি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর। অনাথবন্ধুর মন্দির।

যজ্ঞেশ্বর এবং যোগজীবনের প্রবেশ।

যজ্ঞে। তুমি অকারণে আমাকে এখানে রাখ্‌তেছ—আমি আর তোমার কথা শুন্‌বো না।

যোগ। বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি। তুমি যদি অরবিন্দের সন্ধান চট্টোপাধ্যায় মহায়শকে বলে দিতে পার তোমাকে হাজার টাকা পারিতোষিক দেবেন।

যজ্ঞে। আমি জান্‌লে ত বল্‌বো।

যোগ। আমি তোমায় বলে দেব।

যজ্ঞে। কবে বলে দেবে, পুষ্যিপুত্র লওয়া হলে বলায় ফল কি? আর তুমি যদি জানই নিজে কেন পারিতোষিক লও না? যে কাজে তুমি আপনি যেতে সাহসিক নও, সে কাজে আমাকে পাঠ্যিয়ে কেন বিপদ্‌গ্রস্ত কর?

যোগ। আমার টাকায় প্রয়োজন কি? আমি ব্রহ্মচারী, তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করি, আর বিশ্বাধারের মানসিক পূজায় পরমানন্দ অনুভব করি। আমার অভাবও নাই, ভয়ও নাই—

"ধৈর্য্যং যস্য পিতা ক্ষমা চ জননী শান্তিশ্চিরং গেহিনী
সত্যং সুহৃদয়ং দয়া চ ভগিনী ভ্রাতা মনঃসংযমঃ।
শয্যা ভূমিতলং দিশোপি বসনং জ্ঞানামৃতং ভোজনং
যস্যৈতে হি কুটুম্বিনো বদ সখে কস্মাদ্ভয়ং যোগিনঃ॥"

আমি ভয় হেতু আপনি যেতে অস্বীকার হচ্চি না—আমার না যাওয়ার কোন নিগূঢ় কারণ আছে।

যজ্ঞে। আমিও ত ব্রহ্মচারী।

যোগ। তুমি ব্রহ্মচারী বটে, কিন্তু তুমি নির্জ্জন স্থানে থাকিতে চেষ্টা কচ্চো, সুতরাং তোমার টাকার আবশ্যক।

যজ্ঞে। তুমি যে বলেছিলে একটি নির্জ্জন স্থান বলে দেবে, দিলে না?

যোগ। তুমি ব্যস্ত হও কেন, তোমাকে যা বলি এখন তাই কর, তার পর তোমাকে গোপন স্থান বলে দেব।

যজ্ঞে। গোপন স্থানের কথা আগে বলে দাও, তার পর তোমার কথা শুন্‌বো। কোথায় সে স্থান, কত দূর, কিরূপে থাকৃতে হবে, সব বলো তার পর তোমার কার্য্যসিদ্ধি করে দিয়ে আমি সেখানে যাব—এ দেশ থেকে যত শীঘ্র যেতে পারি ততই মঙ্গল।

যোগ। কটকের দশ ক্রোশ দক্ষিণে ভুবনেশ্বরের মন্দির আছে, সেই মন্দিরের এক ক্রোশ পশ্চিমে খণ্ডগিরি নামে একটি পাহাড় আছে, সেই পাহাড়ের গায় সন্ন্যাসীদিগের বাসের যোগ্য অনেকগুলি গুহা খোদিত আছে, তার এক গুহাতে গিয়ে বাস কর, লোকে জানা দূরে থাক্‌, যমে জান্‌তে পার্‌বে না।

যজ্ঞে। যদি বাঘে খেয়ে ফেলে।

যোগ। সেখানে বাঘ ভালুকের বিশেষ ভয় নাই—সেখানে অনেক মহাপুরুষ বাস করেন, তুমি তাঁহাদের সঙ্গে থাকৃবে।

যজ্ঞে। নিকটে থানাটানা আছে?

যোগ। কিছু না—চারি দিকে নিবিড় জঙ্গল।

যজ্ঞে। সেখান থেকে ঠাকুরবাড়ী কত দূর?

যোগ। প্রায় দশ ক্রোশ।

যজ্ঞে। বেশ কথা আমি সেইখানেই যাব—এখন বলো তোমার কি কত্তে হবে।

যোগ। তুমি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটে যাও, তাঁকে বিশেষ করে বলো, তাঁর অরবিন্দ ত্বরায় আস্‌বেন, পুষ্যিপুত্র লওয়া রহিত করুন—আমার নাম করো না।

যজ্ঞে। যদি আমায় জিজ্ঞাসা করেন কেমন করে জান্‌লে ?

যোগ। তুমি বল্‌বে প্রয়াগে তোমার সঙ্গে অরবিন্দের সাক্ষাৎ হয়েছিল আর তোমাকে বলেছেন ত্বরায় বাড়ী আস্‌বেন।

যজ্ঞে। যদি জিজ্ঞাসা করে কিরূপ চেহারা ?

যোগ। বল্‌বে তরুণ তপনের ন্যায় বর্ণ, আকর্ণবিশ্রান্ত লোচন, যোড়া ভুরু, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মত দীর্ঘ নাসিকা, মস্তকে নিবিড় কুঞ্চিত কেশ, বিশাল ললাট।

যজ্ঞে। এ বল্যে বিশ্বাস কর্‌বে কেন ? ওরূপ চেহারার অনেক মানুষ আছে, তোমার যদি অল্প বয়সে দাড়ি না পাক্‌তো তোমাকে অরবিন্দ বলে গ্রহণ করা যায়।

যোগ। তুমি বল্‌বে অরবিন্দের স্ত্রীর নাম ক্ষীরোদবাসিনী।

যজ্ঞে। যদি বলে কোথায় আছে ?

যোগ। বলো আপাততঃ জানি নে, ত্বরায় বল্‌বো।

রঘুয়ার প্রবেশ।

রঘু। এ গোঁসাই, বাহারকু[১] যিবাউ[২], মাই কিনিয়া মানে[৩] এ ঠারে[৪] আসিছন্তি ; সেমানে[৫] চাণ্ডে[৬] শিবমুণ্ডে পানী দেই যিবে, তঁয়িউতারু[৭] আপনোমানে নেউটি[৮] আসিব।

১ বাহিরে ২ যাউন ৩ স্ত্রীলোকেরা ৪ এখানে ৫ তাঁহারা ৬ শীঘ্র ৭ তার পরে ৮ ফিরিয়া

যজ্ঞে। আমরা ব্রহ্মচারী আমাদের থাকায় দোষ কি ?

রঘু। দোষ থিলে[৯] কোঁড় ন থিলে কোঁড় ? মতে[১০] কহিছন্তি[১১] কি সেঠি[১২] যেপরি[১৩] গুটে পুরুষপো ন রহিবে, আপনোমানে গোঁসাই কি ব্রহ্মচারী কি পুরুষ পুরা[১৪] ? গোঁসাই ত গোঁসাই, মরদ কুকুর, মরদ ঝিটিপিটি[১৫], মরদ পিপ্পুড়িটা[১৬] কাড়ি[১৭] দেবি[১৮]।

যোগ। এ ধন[১৯] ! এপরি কাঁহি কি[২০] কহুচু[২১] ! যোগী মানে মাইপোমানাঙ্কু[২২] জননী পরি দেখন্তি[২৩], সেমানঙ্ক পাখেরে[২৪] কেউ নিসি[২৫] লাজ নাহি।

রঘু। আপন তো মহাপ্রভু ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির, আপনো পুরস্তমরে[২৬] থিলে[২৭], আম্ভর[২৮] গুটে[২৯] কথা শুনিবাকু[৩০] হেউ—আম্ভর বাহা[৩১] কেতো দিনে হেবো কহিবাকু অবধান[৩২] হেউ, মু আপনোঙ্কর চরণতলুকু[৩৩] পড়ুচি[৩৪]। (যোগজীবনের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত।) মোর কেহি নাহি, মু[৩৫] বাটে বাটে[৩৬] বুলুচি[৩৭]।

যজ্ঞে। বাহবা, তোমার কথায় খুব নরম হয়েচে।

রঘু। সে মোর বাপো, সে যেবে কহি দেবে মতে[৩৮] গুটে টকি[৩৯] মিলিব[৪০]।

---

৯ থাকিলে	১৮ দিব	২৭ ছিলেন	৩৫ আমি
১০ আমাকে	১৯ ও বাছা	২৮ আমার	৩৬ পথে পথে
১১ বলিয়াছে	২০ কি জন্য	২৯ একটি	৩৭ ঘুরে ঘুরে বেড়াইতেছি
১২ সেখানে	২১ বল্‌চো	৩০ শুনুন	৩৮ আমার
১৩ যেন	২২ স্ত্রীলোকদিগের		৩৯ বালিকা
১৪ পুরুষ তো	২৩ দেখেন	৩১ বিবাহ	৪০ মিলিবে
১৫ টিক্‌টিকি	২৪ নিকটে	৩২ বলিতে আজ্ঞা হউক	
১৬ পিপীলিকা	২৫ কোন	৩৩ পদতলে	
১৭ বাহির করিয়া	২৬ পুরুষোত্তমে	৩৪ পড়িতেছি	

যোগ। তু দ্বিকুড়ি টঙ্কা ঘেনি[৪১] ঘরকু[৪২] যা বড়্চোনার অচ্যুতা গৌড়[৪৩] তা[৪৪] সুন্দরী ঝিও তোতে[৪৫] বাহা[৪৬] দেব, মু এই জানে।

রঘু। মহাপ্রভু মু আজ নিশ্চে[৪৭] জানিলি। মাইপো মানে[৪৮] আইলেনি[৪৯]।

ক্ষীরোদবাসিনী, শারদা, লীলাবতী এবং
দাসীদ্বয়ের প্রবেশ।

ক্ষীরো। (অনাথবন্ধুর মস্তকে জল প্রদান) হে অনাথবন্ধু, তুমি অনাথিনীবন্ধু, তোমার মাথায় আমি শীতল জল ঢালিতেছি, আমার প্রাণবল্লভকে এনে দিয়ে আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর, আমি ঘৃতকুম্ভ, সোনার ষাঁড় দিয়ে তোমার পূজা দেব। হে অনাথিনীবন্ধু, অনাথিনীর প্রাণ অতিশয় ব্যাকুল হয়েছে, আর প্রবোধ মানে না, বিয়োগ হলো। পুষ্যিপুত্র লওয়া হলেই আমি এ জন্মের সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে তোমার মন্দিরে প্রাণত্যাগ কর্বো, পুষ্যিপুত্র লওয়া হলে প্রাণনাথ আর বাড়ীতে আস্বেন না, পুষ্যিপুত্র না নিতে নিতে আমার প্রাণপতিকে আমায় দাও, আমি অতি কাতরস্বরে তোমায় বল্চি—আমার মনস্কামনা সিদ্ধি কর। যে স্বামীর মুখ এক দণ্ড না দেখ্লে চক্ষে জল পড়ে, সেই স্বামীর মুখ আমি আজ দ্বাদশ বৎসর দেখি নি, আমার প্রাণ যে কেমন কচ্চে তা আমার প্রাণই জানে আর তুমি অন্তর্যামী তুমিই জান। হে অনাথবন্ধু, আমাকে আর

৪১ লইয়া
৪২ ঘরেতে
৪৩ অচ্যুত ঘোষ (গোপ)
৪৪ তার
৪৫ তোকে
৪৬ বিবাহ
৪৭ নিশ্চয়
৪৮ মেয়েরা
৪৯ এলেন

ক্লেশ দিও না, একবার অভাগিনীর প্রতি কটাক্ষ কর, তা হলেই আমার জীবনকান্ত বাড়ী আস্‌বেন। সাত দোহাই তোমার, অবলার প্রতি সদয় হও।

লীলা। (ব্রহ্মচারিদ্বয়ের প্রতি) হ্যাঁগা আপনারা তো অনেক স্থানে ভ্রমণ করেন, আমার দাদারে কোথাও দেখেচেন? আমার দাদা দ্বাদশ বৎসর অতীত হলো বিবাগী হয়েচেন। হ্যাঁগা তাঁর সঙ্গে কি আপনাদের কখন সাক্ষাৎ হয় নি? ওগো আমার দাদার বিরহে আমাদের সোনার সংসার ছারখার হয়ে যাচ্চে, আমাদের বউ জীবন্মৃত্যু হয়ে রয়েচেন, আমার বাবা নিরাশ্বাস হয়ে পুষ্যিপুত্র নিচ্চেন। আপনারা যদি দাদার সংবাদ বলে দিতে পারেন বাবা আপনাদের হাজার টাকা পারিতোষিক দেবেন, আমাদের বউ তাঁর গলায় মুক্তার হার দান কর্‌বেন।

যজ্ঞে। না মা আমরা তাঁকে কোথাও দেখি নি, কিন্তু আমরা পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি তিনি ত্বরায় বাড়ীতে ফিরে আসুন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পুষ্যিপুত্র নিতে এত ব্যস্ত হয়েচেন কেন? আর কিছু কাল অপেক্ষা করে পুষ্যিপুত্র লওয়া কর্ত্তব্য।

লীলা। আপনারা যদি বাবার কাছে গিয়ে তাঁকে বুঝ্‌য়ে বলেন তবে তিনি পুষ্যিপুত্র লওয়া রহিত কত্তে পারেন, তিনি আমাদের কথা শোনেন না, বলেন অপেক্ষা কত্তে কত্তে আমার প্রাণ বার হয়ে যাবে, তার পর পুষ্যিপুত্রও লওয়া হবে না পূর্ব্ব-পুরুষের নামও থাক্‌বে না।

যজ্ঞে। আচ্ছা মা আমরা তোমাদের বাড়ী যাব, তোমার পিতাকে বিশেষ করে বুঝ্‌য়ে পুষ্যিপুত্র লওয়া রহিত কর্‌বো।

লীলা। আহা জগদীশ্বর নাকি তা কর্‌বেন।

শার। ওগো পুষ্যিপুত্র লওয়া রহিত হলে দুটি প্রাণ রক্ষা হয়—

লীলা। সই চলো আমরা যাই।

[যজ্ঞেশ্বর এবং যোগজীবন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

যোগ। তুমি যদি কৌশল করে এক মাস রাখ্‌তে পার, নিশ্চয় তুমি পারিতোষিকটি পাবে। তোমাকে আমি একটি দিন স্থির করে বল্‌বো, সেই দিন তুমি আস্‌বের দিন বল্‌বে, সেই দিনে আসে ভাল, না আসে পোষ্যপুত্র লবেন, এত দিন রয়েচেন আর এক মাস থাক্‌তে পারেন না ?

যজ্ঞে। না এলে আমি তো পারিতোষিক পাব না।

যোগ। আস্‌বেই আস্‌বে, না আসে আমি তোমাকে হাজার টাকা দেব।

[যোগজীবনের প্রস্থান।

যজ্ঞে। পাপের ভোগ কত ভুগ্‌তে হবে—থাকি আর এক মাস, যা থাকে কপালে তাই হবে—যৎ পলায়ন্তি স জীবতি—বেটা আমাকে ফাকি দিচ্চে, কি আমাকে ধরে দেবে তার কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি নে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর।—ক্ষীরোদবাসিনীর শয়নঘর।

ক্ষীরোদবাসিনীর প্রবেশ।

ক্ষীরো। জগদীশ্বরের কৃপায় আমার প্রাণকান্ত জীবিত আছেন, আমার প্রাণপতি অবশ্য ফিরে আস্‌বেন, আমাকে

রাজ্যেশ্বরী কর্‌বেন ; আমি কখন নিরাশ হবো না, আমি আশার জোরে জীবিতনাথকে বাড়ী নিয়ে আস্‌বো, আমি প্রাণ থাক্‌তে বিধবা হবো না (দীর্ঘ নিশ্বাস)—আমার স্বামী বিদেশে চাক্‌রি কত্তে গিয়েছেন ভাব্‌বো, তিনি নাই—(দীর্ঘ নিশ্বাস) ও মা—আমি মলেও বিশ্বাস কত্তে পার্‌বো না, তিনি নাই আমায় যে বল্‌বে, পায় ধরে তার মুখ বন্দ কর্‌বো। (দীর্ঘ নিশ্বাস এবং উপবেশন) বুক ফেটে গেল, প্রাণ বার হলো, আমার প্রাণ প্রাণনাথের উদ্দেশে চল্লো —আহা মা যখন বিয়ে দেন তখন কি তিনি জান্‌তেন তাঁর ক্ষীরোদ এমন যন্ত্রণা ভোগ কর্‌বে—যেমন বিয়ে দিতে হয় তেমনি বিয়ে মা তো দিছ্‌লেন—কি মনের মত স্বামী! আমার প্রাণপতির মত কারো পতি নয়, তাই বুঝি অভাগিনীর ভাগ্যে সইলো না—সইলো না কেন বল্‌চি, অবশ্য সইবে, আমার প্রাণপতিকে আমি অবশ্য ফিরে পাব। প্রাণনাথ কোথায় তুমি! দাসীকে আর ক্লেশ দিও না, বাড়ী এস, দাসীর হৃদয়-আসনে উপবেশন কর, আসন পেতে রেখেচি—(বক্ষে দুই হস্ত দান) প্রাণেশ্বর আমি জীবন্মৃত হয়ে আছি, আমার শরীর স্পন্দহীন হয়েছে, কেবল আশালতা বেঁধে টেনে নিয়ে ব্যাড়াচ্চি। আমি আজ বার বৎসর চুলে চিরুনি দিই নি, পায়ে আলতা দিই নি, গায় গন্ধতেল মাখি নি, ভাল কাপড় পরি নি ; গয়না সব বাক্সয় ছাতা ধরে যাচ্চে—আমার বেশভূষার মধ্যে কেবল দিনান্তে সিঁতেয় সিঁদূর দেওয়া—জন্ম জন্ম দেব—আমি পতিব্রতা ধর্ম্ম অবলম্বন করিচি—কেবল তোমাকে ধ্যান করি, আর প্রত্যহ তোমার খড়ম যোড়াটি বক্ষে ধারণ করি—(বক্ষে খড়ম ধারণ) প্রাণকান্ত, তোমার খড়ম বক্ষে দিলে আমার বক্ষ শীতল হয়, যখন যে পায় সেই খড়ম শোভা কর্‌তো সেই পা বক্ষে ধারণ কর্‌বো তখন ইন্দ্রের শচী অপেক্ষাও সুখী হবো।

আমার পবিত্র বক্ষ—পরিশুদ্ধ, বিমল, সতীত্বমণ্ডিত—তোমার পা রাখার অযোগ্য নয়—

পবিত্র ত্রিদিবধাম ধরণীমণ্ডলে,
সতীত্ব ভূষণে নারী বিভূষিতা হলে।
অমরাবতীর শোভা কে দেখিতে চায়,
সতী সাধ্বী স্থলোচনা দেখা যদি পায় ?
কোথা থাকে পারিজাত পৌলোমী-বড়াই
স্থরভি সতীত্ব-শ্বেত-শতদল ঠাঁই।
নাসিকা মোদিত মন্দারের পরিমলে,
সতীত্ব সৌরভ যায় হৃদয় অঞ্চলে,
মলিন-বসন-পরা, বিহীনা ভূষণ,
তবু সতী আলো করে দ্বাদশ যোজন,
কেন না সতীত্ব-মণি ভালে বিরাজিত,
কোটি কোটি কহিনুর প্রভা প্রকাশিত।
সতেজ-স্বভাব সতী মলাহীন মন,
অণুমাত্র অনুতাপ জানে না কখন,
অরণ্যে, অর্ণবে যায়, অচলে, অন্তরে,
নতশির হয় সবে বিমল অন্তরে,
চণ্ডাল, চোয়াড়, চাষা, গোমূর্খ, গোঁয়ার,
পথ ছেড়ে চলে যায় হেরে তেজ তার,
অপার মহিমা হায় সতীত্ব-স্থজাত,
লম্পট জননী জ্ঞানে করে প্রণিপাত।
পাঠায় কন্যায় যবে স্বামী সন্নিধান,
ধন আভরণ কত পিতা করে দান,—
পরমেশ পিতা দত্ত সতীত্ব স্ত্রীধন,
দিয়াছেন দুহিতায় স্বজন যখন,
বাপের বাড়ীর নিধি গৌরবের ধন,
বড় সমাদরে রাখে স্থলোচনাগণ।

রেখেছি যতনে নিধি হৃদয় ভাণ্ডারে,
এস নাথ দেখাইব হাঁসিয়ে তোমারে।

লীলাবতী এবং শারদাসুন্দরীর প্রবেশ।

লীলা। হ্যাঁ বউ একাটি ঘরে বসে কাঁদ্‌চো।

ক্ষীরো। দিদি কাঁদ্‌বের জন্যে যে আমি জন্মিচি—আমি যে চিরদুঃখিনী, আমার জীবন যে রাবণের চিলু হয়েচে—আমি যে এক বিনে সব অন্ধকার দেক্‌চি, আমি যে সোনার থালে খুদের জাউ খাচ্চি, আমি যে বারাণসীর শাড়ীর আঁচলে সজ্‌নের ফুল কুড়ুয়ে আন্‌চি, আমি যে অমৃতসাগরে পিপাসায় মর্‌চি—

লীলা। বউ তুমি কেঁদো না, পরমেশ্বর অবশ্যই আমাদের প্রতি মুখ তুলে চাইবেন, তিনি দয়ার সাগর, আমাদের অকূল পাথারে ভাসাবেন না—তুমি চুপ কর, দাদা ত্বরায় বাড়ী আস্‌বেন, আমাদের সব বজায় হবে, তুমি রাজ্যেশ্বরী হবে—

ক্ষীরো। আহা! লীলার কথাগুলি যেন দৈববাণী—আমার অভাগা কপালে কি তা হবে, তোমার দাদা বাড়ী আস্‌বেন, সকল দিক্ বজায় কর্‌বেন—

শার। বউ তুমি নিরাশ্বাস হয়ো না, বার বৎসর উত্তীর্ণ হয়েছে, দাদা আর বিদেশে থাক্‌বেন না, ত্বরায় বাড়ী আস্‌বেন—কত লোক ঐরূপ বিবাগী হয়ে থেকে আবার বাড়ী এসে সংসার-ধর্ম্ম কচ্চে—আমার মামা-শাশুড়ী গল্প করেচেন, তাঁর বাপের বাড়ী একজনেদের ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে অজ্ঞাতবাসে ছিল, তার বিয়ে না হতে সে অজ্ঞাতবাসে গিয়েছিল, বার বৎসরের পর তার আপনার জনেরা নিরাশ হয়ে তার ছোট ভেয়ের বিয়ে দিয়েছিল, তের বৎসরের পর সে ছদ্মবেশে বাড়ী এসেছিল; কিন্তু ছোট

১২

ভেয়ের বিবাহ হয়েছে দেখে বাড়ী রইলো না—তার বন্ তাকে চিন্তে পেরেছিল।

ক্ষীরো। শারদা, সে দিন অনাথবন্ধুর মন্দিরে তুজন ব্রহ্মচারী ছিলেন, তার মধ্যে যিনি ছোট, যিনি একটিও কথা কইলেন না, তিনি ঠিক তোমার দাদার মত, আমি বার বৎসর দেখি নি, তবু আমি ঠিক বল্‌তে পারি সেই নাক সেই চক্। তাঁরা সেই মন্দিরে অনেক দিন রয়েচেন।

লীলা। আমি বেশ নিরীক্ষণ করে দেখিচি, ঠিক আমার বাবার মত নাক চক্।

শার। দাদা হলে অত বড় পাকা দাড়ি হবে কেন? একেবারে আঁচ্‌ড়ানো শোনের মত ধপ্ ধপ্ কচ্চে—

ক্ষীরো। আমিও ত সেই সন্দ কচ্চি—যদি পাকা দাড়ি না হতো, তা হলে কি আমি তাঁকে ছেড়ে দিতুম।

লীলা। আমার এখন বোধ হচ্চে দাড়ি কৃত্রিম—তিনিই আমার দাদা হবেন, বোধ করি ছদ্মবেশে সন্ধান নিচ্চেন আমরা আজো তাঁর আশা করি কি না—আহা প্রাণ থাক্‌তে কি তাঁর আশা আমরা ছাড়্‌তে পার্‌বো—বাবাকে বল্‌বো?

ক্ষীরো। না লীলা তা বলিস্ নে—শান্তিপুরের ব্রহ্মচারীর কথা মনে হলে আমার গায় জ্বর আসে—আমার আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা সইবে না। তোমরা যদি তাঁর দাড়ি মিছে কোন রকমে জান্‌তে পার তা হলে আমি এখনি ঠাকুরকে বলে পাঠাই।

লীলা। রঘুয়াকে দিয়ে সন্ধান নিচ্চি, তাঁর আসল দাড়ি কি নকল দাড়ি তার পর মামাকে বলে তাঁকে বাড়ী নিয়ে আস্‌বো।

ক্ষীরো। এ কথা মন্দ নয়—আমি ত পাগল হইচি আমার আর ঢলাঢলি কি ?

লীলা। বউ, তুমি ভেবো না, আমার মনে ঠিক নিচ্চে তিনি আমার দাদা, তা নইলে বাবার মত অবিকল নাক চক্ হবে কেন ? আমি গোপনে গোপনে আগে জানি।

ক্ষীরো। আমার নাম করো না।

শার। তোমার নাম কর্‌বো কেন, আমরা মন্দিরে দেখিছি, আমরাই সব বল্‌চি।

ক্ষীরো। তিনি যদি আমার প্রাণকান্ত হন, তা হলে আমরা চেষ্টা করি আর না করি তিনি ত্বরায় বাড়ী আস্‌বেন, বাড়ী আস্‌বের জন্যেই এখানে এসেচেন। আহা! এমন দিন কি হবে আমার প্রাণকান্তের চন্দ্রমুখ দেখ্‌তে পাব, আমার রাজ্জিপাট বজায় থাকবে—আহা তিনি বাড়ী এলে কি অমন পোড়া-কপালে বিয়ে হতে দেব, তা হলে কি ঠাকুর আর আমাদের ধম্‌কে রাখ্‌তে পার্‌বেন ?

শার। নদেরচাঁদ কল্‌কাতায় বাবুয়ানা কত্তে গিচ্‌লেন কোন্ বাবু তাঁকে এমনি চাব্‌কে দেছে, রক্ত ফুটে বের্‌য়েচে, যেন অস্থর খামাটি এঁটে রয়েচে—মাসাস ঠাকুরুণ নিমপাতার জলে ঘা ধুইয়ে দেন আর সেই বাবুকে গাল দেন—বাবু বাসায় গিয়ে মরে থাক্‌বে। বলেন তোর তো আর ঘরের মাগ নয়, গিয়েচিই বা।

ক্ষীরো। পোড়া কপাল, যার তিন কুলে কেউ নাই সেই গিয়ে অমন ছেলের হাতে পড়ুক—দেশে আর ছেলে মিল্লো না, নদেরচাঁদের সঙ্গে সম্বন্ধ কল্যেন!

শার। কিন্তু বউ, সইমা নাই, কাজেই তোমার কাছে আমায় সকল কথা বল্‌তে হয়, সই প্রতিজ্ঞা করেচেন

SENIOR BASIC T

ললিতমোহনকে বিয়ে কর্‌বেন, ললিতের সঙ্গে বিয়ে হয় ভালই, নইলে উনি আত্মহত্যা কর্‌বেন, স্বয়ং কামদেব এলেও বিয়ে কর্‌বেন না—

ক্ষীরো। ও মা সে কি কথা, এমন আজগবি প্রতিজ্ঞা ত কখন শুনি নি—ললিতকে ঠাকুর লালন পালন কচ্চেন, ললিতের বিদ্যার গৌরবে তিনি তাকে আমার প্রাণেশ্বর অপেক্ষাও ভাল বাসেন, তিনি তাকে পুষ্যিপুত্র করবেন, তাকে তাঁর সমুদায় বিষয় দেবেন—আর সেই বা লীলাকে বিয়ে কর্‌বে কেন ? তার অতুল ঐশ্বর্য্য, জমিদারি, এত বড় বাড়ী আগে, না লীলাবতী আগে ? তাতে আবার ভোলানাথ চৌধুরী তাঁর বিষয়শুদ্ধ পরমাসুন্দরী কন্যা দান কত্তে চেয়েচেন—

লীলা। তার মাথায় চুল নাই।

ক্ষীরো। আহা দিদি চার্‌টি চুলের জন্যে কি বড় মান্‌ষের মেয়ের বিয়ে বন্দ থাকৃবে ?

শার। বউ তুমি এক্ বার কর্ত্তা মহাশয়কে ডেকে অনুরোধ কর—সয়ের মনের কথা সব তাঁকে খুলে বলো—

লীলা। আমি রঘুয়াকে ডেকে পাঠাই।

[লীলাবতীর প্রস্থান।

ক্ষীরো। আমি এক বার ছেড়ে দশ বার অনুরোধ কত্তে পারি, কিন্তু কোন ফল হবে না, তেমন কর্ত্তা নন, যা ধর্‌বেন তাই কর্‌বেন। পণ্ডিত মহাশয়, মামাশ্বশুর কত বলেচেন, ললিতকে পুষ্যিপুত্র না করে, লীলার সঙ্গে বিয়ে দেন, লীলা মা বাপের বিষয় ভোগ করুক, তা তিনি বলেন, তা হলে আমার পূর্ব্বপুরুষের নাম লোপ হয়ে যায়।

শার। তোমার কাজ তুমি করো এক বার বলে দেখ, আমিও তোমার সঙ্গে থাকৃবো।

ক্ষীরো। ললিত যদি না রাজি হয়।

শার। ললিত সইকে যে ভাল বাসে অবশ্যই রাজি হবে।

ক্ষীরো। ললিত কাকে না ভাল বাসে, ললিত তোমাকেও ভাল বাসে, আমাকেও ভাল বাসে, লীলাকেও ভাল বাসে, তার স্বভাবই ভাল বাসা, তা বলে যে সে এত ঐশ্বর্য্য আর চৌধুরীদের মেয়ে ছেড়ে লীলাকে বিয়ে কর্‌বে তা বোধ হয় না।

শার। ললিত পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে বলেচে আর কারো পুষ্যিপুত্র নিয়ে তার সঙ্গে লীলার বিয়ে দিলে সে চরিতার্থ হয়।

ক্ষীরো। ললিত বড় কুলীন নয় বলে তিনি যে আপত্তি করেচেন।

শার। এখন আর কুলীন, বংশজ ধরে না, তুমি চলো একবার বলে দেখ, তিনি লীলার মুখ চেয়ে রাজি হলে হতে পারেন।

ক্ষীরো। চলো।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর।—হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীর সম্মুখ।

রঘুয়ার প্রবেশ।

রঘু। (গীত) "মতে[১] ছাড়ি দে বাট[২], মোহন!
ছাড়ি দেলে জিবি[৩] মথুরা হাট,
মোহন! রাধামোহন!

১ আমায় ২ পথ ৩ যাইব

মাতাঙ্ক[৪] শপথ পিতাঙ্ক রাণ[৫],
নেউটানি[৬] দেবি পীরতি দান, মোহন!
বাট ছাড়ি দিও নন্দকহ্নাই[৭], তু
মোর ভনজা[৮], মু তোর মাই[৯], মোহন!
বাট ছাড়ি দিও নন্দকিশোর,
আম্বিল[১০] হেউচি[১১] গোরস মোর, মোহন!

মতে কহিলে সানো[১২] গোঁসাই মিচ্ছ[১৩] গোঁসাই, মিচ্ছ দাড়ি করি গোঁসাই সাজুয়ছি—যে পুরস্তমেরে থিলে সে ত বয়স্‌রে[১৪] সানো, জ্ঞানরে[১৫] বড়ো; আউটা[১৬] বয়সরে বড়ো, জ্ঞানরে সানো। সানো বড়ো জ্ঞানরে, বয়স্‌রে কেবে হেই পারে?—সড়া কিপরি[১৭] গোঁসাই সাজুচি মু দেখিবি।

যজ্ঞেশ্বরের প্রবেশ।

যজ্ঞে। ও বাপু চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাড়ী আছেন?—কথা কও না যে, একদৃষ্টে দেখ্‌চো কি বাপু, আমি ব্রহ্মচারী—দ্বারীকে বলো আমায় বাড়ীর ভিতর যেতে দেয়।

রঘু। দারী[১৮] তোর মাইপো[১৯] সড়া মিচ্ছ গোঁসাই, ভণ্ড, চোর, খল্ট[২০] গোটায়[২১] মুথো[২২] মারি সড়ার নাক চেপ্পা[২৩] করি দেবি—মতে গালি দেলু কাঁই কি?

যজ্ঞে। না বাপু, তোমারে আমি গাল দিই নাই—তুমি একজন দ্বারীকে ডেকে দাও।

---

৪ মায়ের
৫ পিতার দিব্বি
৬ ফিরিয়া আসিয়া
৭ নন্দকানাই
৮ ভাগিনা
৯ মামী
১০ অম্বল
১১ হইয়া যাইতেছে
১২ ছোট
১৩ মিথ্যা
১৪ বয়সে
১৫ জ্ঞানেতে
১৬ অন্তটি
১৭ কিরূপে
১৮ বেশ্যা
১৯ স্ত্রী
২০ ডাকাত
২১ একটি
২২ কিল
২৩ চ্যাপ্টা

রঘু। দারী তোর ভোঁড়ি,[১] সড়া ভণ্ড, অন্ধ, মিচ্ছ গোঁসাই ভেস[২] করি দারীপাঁই[৩] বুলুছু[৪] ; ভল্লোকঙ্ক[৫] ঘরে তোতে দারী মিলিব ? লম্পট বেখিপ[৬] পাখ্‌খরা[৭] তু মিচ্ছ গোঁসাই, তোর কপট দাড়ী মু উপাড়ি পক্কাইবি[৮]। (সজোরে যজ্ঞেশ্বরের দাড়ি উৎপাটন।)

যজ্ঞে। বাবা রে, মলুম রে, সর্ব্বনাশ হলো রে, চিনে ফেলেছে রে।

রঘু। তোর সব দাড়ি মু কাড়ি[৯] দেবি। (দাড়ি ধরিয়া সজোরে টানন।)

যজ্ঞে। ও বাপু তোর পায় পড়ি আমারে ছেড়ে দে, আমার মিছে দাড়ি নয় তা হলে রক্ত পড়্‌বে কেন ?

রঘু। কেবে[১০] ছাড়ি দেবি না—রক্ত পড়লা তো কোঁড় হলা তু মিচ্ছ গোঁসাই পরা[১১]।

যজ্ঞে। তুমি জান্‌লে কেমন করে ?

রঘু। মতে[১২] কহিছন্তি[১৩]।

যজ্ঞে। এত দিনের পরে মৃত্যু হলো—ও বাপু তুমি কারো বলো না, তোমারে আমি একটি মোহর দিচ্চি। (মোহর দান।)

শ্রীনাথের প্রবেশ।

শ্রীনা। কি রে কি রে মারামারি কচ্চিস কেন ?

[রঘুয়ার বেগে প্রস্থান।

---

১ ভগিনী
২ সাজ
৩ জন্য
৪ ঘুরে বেড়াইতেছ
৫ ভাল লোকের
৬ জারজ
৭ বজ্জাত
৮ ফেলাইব
৯ উঠাইয়া
১০ কখন
১১ গোসাই বটে ত
১২ আমায়
১৩ বলিয়াছে

যজ্ঞে। মহাশয় আমি মন্দ লোক নই, ঐ ব্যাটা উড়ে ম্যাড়া খামকা আমার দাড়িগুনো টেনে ছিঁড়ে দিলে।

শ্রীনা। রক্তকিঙ্কিনী করে দিয়েছে যে।

যজ্ঞে। মহাশয় আমার নিষ্পাপ শরীর, আমি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁর পুত্রের সন্ধান বল্‌তে এসিচি।

শ্রীনা। কি সন্ধান ?

যজ্ঞে। তাঁর পুত্র জীবিত আছেন, আগামী পূর্ণিমার দিন বাড়ীতে আস্‌বেন, আমি আর কোন সন্ধান বল্‌তে পার্‌বো না, কিন্তু আমার কথায় নির্ভর করে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পুষ্যিপুত্র লওয়া রহিত কত্তে হবে।

শ্রীনা। আপনি আমার সঙ্গে আস্থন।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর।—লীলাবতীর পড়িবার ঘর।

ললিতমোহনের প্রবেশ।

ললি। আমার মন এত ব্যাকুল হলো কেন ? বোধ হচ্চে পৃথিবীতে প্রলয় উপস্থিত, অচিরাৎ জগৎ সংসার লয় প্রাপ্ত হবে—আমার সকলি তিক্ত অনুভব হচ্চে, আমি যেন তিক্ত-সাগরে নিমগ্ন হচ্চি, কিছুই ভাল লাগে না ; অধ্যয়ন কত্তে এত ভাল বাসি, অধ্যয়নে নিযুক্ত হলে আমার মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, ক্ষুধা পিপাসা থাকে না, এমন বিজনবান্ধব অধ্যয়ন এখন আমার বিষ অপেক্ষাও বিকট বোধ হচ্চে—উত্তমতায় পরিপূর্ণ বিশ্ব সংসার কি সুখশূন্য হলো, না আমি সুখানুভবের ক্ষমতাবিহীন

হলেম? বিশ্বসংসার অপরিবর্ত্তনীয়—তবে আমি এমন দেখ্‌ছি কেন? নীলবর্ণের চশ্‌মা চক্ষে দিলে, কি শ্বেত কি পিঙ্গল, কি নীল কি পীত, সকলি নীল দৃষ্ট হয়—পৃথিবী যেমন তেমনি আছে, আমার ব্যতিক্রম ঘটেচে—আমার মন বিষাদে পরিপূর্ণ হয়েছে, তাই আমি বিষাদময় দৃষ্টি কচ্চি—বিষাদের জন্ম হলো কেমন করে? আমি মনে মনে বিলক্ষণ জানি কিন্তু মুখ দিয়ে বল্‌তে আমি আপনার কাছে আপনি লজ্জা পাই। লীলাবতী—নিস্তব্ধ হলে যে, কে আছে এখানে?—লীলাবতী যখন অধ্যয়ন করে তার সুন্দর অধর কি অলৌকিক ভঙ্গিমা ধারণ করে—এই কি আমার বিষাদের কারণ?—লীলাবতীকে আমি প্রাণ অপেক্ষাও ভাল বাসি, যাকে এত ভাল বাসি সে অমন অপদার্থ নরাধমের করকবলিত হচ্চে—এই কি বিষাদের কারণ?—সিদ্ধেশ্বরকে আমি প্রাণ অপেক্ষাও ভাল বাসি, সিদ্ধেশ্বর যদি কুপাত্রী বিবাহ কত্তে বাধিত হয়, তা হলে কি আমি বিষাদিত হই নে?—সে বাধ্যতা হতে মুক্ত হয়ে সিদ্ধেশ্বর যদি পরমা সুন্দরী ভার্য্যা লাভ করে, যেমন সে এখন করেচে, তা হলে আমার বিষাদের অপনোদন হয়? বিষাদের অপনোদন তো হয়ই হয় আরো অপার আনন্দ জন্মে—লীলাবতী সম্বন্ধে কি সেইরূপ? বিবেচনা কর নদেরচাঁদ দূরীভূত হয়ে সর্ব্বসদ্‌গুণমণ্ডিত একটি নবীন সুপুরুষ লীলাবতীর পাণিগ্রহণ করে, তা হলে কি আমার বিষাদধ্বংসে আনন্দ উদ্ভব হয়?—(দীর্ঘ নিশ্বাস) নিশ্চয় বলো, অচেতন হলে যে—হয়, অবশ্য হয়—এই বার মন মনের কথা বল্যে না, গোপন কল্লে; গোপন কর্‌বো কেন?—তা হলে সে তো সুখে থাক্‌বে—মন ধরা পড়েচ, আমার উপায় কি হবে?—যে বিষাদ সেই বিষাদ। আমার প্রাণ যায় যাবে, যাকে আমি এত ভাল বাসি সে তো

ভাল থাক্‌বে। হোক, লীলাবতী অপর কোন সুপাত্রে অর্পিত হোক—না, না, না, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়, আমি সম্মতি দান কত্তে অক্ষম—কিসে সে সুখী থাক্‌বে আর কেউ যত্ন করে জান্‌বে না—অপরের কাছে পাছে সে যা ভাল বাসে তা না পায়—আমি তার সুখের জন্যেই তাকে অপরের হস্তে অর্পণ কত্তে বল্‌তে পারি নে। কেউ যেন কখন কামিনীর কোমল মনে ক্লেশ না দেয়।

জানিত না পুরাকালে মহাকবিচয়,
একাধারে এত রূপ বিরাজিত রয়,
তাই তারা বলিয়াছে অজ্ঞান কারণ,
ব্রজবালা বলে অতি মধুর বচন,
মৈথিলী মোদিনী জয়ী হরিণনয়নে,
বঙ্গ-বিলাসিনী দন্তে বসায় মদনে,
উৎকল অঙ্গনা-উরু অনঙ্গ-আলয়,
নিতম্বে তৈলঙ্গী সবে করে পরাজয়,
সজল-জলদ-রুচি কেরলীর চুল,
কর্ণাট-কামিনী-কটি ভুবনে অতুল,
গুর্জরীর অহঙ্কার উরোজ রঞ্জন,
মকরকেতন-কেলি-চারু-নিকেতন।
লীলায় দেখিত যদি তারা এক বার,
এক স্থানে বসে হতো রূপের বিচার।
নবাঙ্গী নূতনকান্তি নবীন নলিনী,
অমলিনী, অনঙ্কিত, তোলে নি মালিনী।
সুকোমল ভুজবল্লী গোলালো গঠন,
ইচ্ছে করে থাকি বেড়ে হইয়া কঙ্কণ।
সুশ্যামল দোল দোল অলককুন্তল,
মুখপদ্মপ্রান্তে যেন নাচে অলিদল—

চাই না চন্দ্রমা, রবি, নন্দনকানন,
দিনান্তে বারেক যদি পাই দরশন,
লাজশীলা লীলাবতী-চুচুক-চুম্বিত,
মদনদোলের লতা অলকা কুঞ্চিত।
কি দায়! পাগল বুঝি আমি এত দিনে,
হলেম অবনী মাঝে বিলাসিনী বিনে,
নতুবা আমার কেন অচলিত মন—
কেবল করিত যাহা সুখে দরশন,
লীলাবতী নিরমল মনের মাধুরী,
দয়া, মায়া, সরলতা, বিদ্যা, ভূরি ভূরি—
ভাবে আজ ললনার লাবণ্য মোহন,
বরণের বিভা, নিশানাথ-নিভানন?
আবার পড়ে যে মনে আপনা আপনি,
বারিজ-বদনা-বন-বিহঙ্গের ধ্বনি—
কি করি কোথায় যাই কারে বা জানাই,
লীলাময় দেখি সব যে দিকে তাকাই—(চিন্তা)

ললিতের অজ্ঞাতসারে লীলাবতীর প্রবেশ। এবং দুই হস্তে ললিতের নয়নাবরণ।

ললি। যে চারুহাসিনী কিশোর বয়স কালে,
হারায়ে বিজলিছটা চঞ্চল চরণে
বেড়াইত কত সুখে সরোবরতীরে,
হাত ধরাধরি করি, বলিতে বলিতে
মধুমাখা ছাই পাঁশ সুমধুর তারে,
"আগ্‌ডোম বাগ্‌ডোম ঘোড়াডোম সাজে—
"ওপারে রে জন্তি গাচ জন্তি বড় ফলে,"
বিমোহিত হত যাতে শ্রবণবিবর,

যেমতি সুন্দর বনে বিহগের গান
বিরহীর কাণ তোষে যবে সে শরতে
কলিকাতা হতে যায় পূজার সময়
তরণী বাহিয়া বাড়ী ধরিতে হৃদয়ে
হৃদয়-গগন-শশী নবীনা রমণী ;—
সেই সুলোচনা আজ আলোচনা করি
ধরেচেন আঁখি মম দেখাতে আঁধার,
আবরিত যাতে আমি হব অচিরাৎ।

লীলা। (ললিতের নয়ন হইতে হস্ত অপস্থত করিয়া)
অগোচরে ধীরে ধীরে ধরেছি নয়ন,
কেমনে জানিলে তুমি আমি কোন্ জন ?

ললি। যে নীল-নলিনী-নিভ নয়ন বিশাল—
প্রশান্ত সুপ্রভা যার শীতলতা সনে
প্রদানে আনন্দ চক্ষে, হৃদয়ে পুলক,
কাদম্বিনী-অঙ্গ-শোভা ইন্দ্রধনু জাত
সুকুমার শান্ত বিভা যেমতি শরতে—
জাগরণে ধ্যান মম ঘুমালে স্বপন,
মরিব মনের সুখে দেখিতে দেখিতে,
মলেও দেখিতে পাব দেহান্তর হয়ে,
সে আঁখি কি পড়ে ঢাকা ঢাকিলে নয়ন ?
যে কর করিয়ে করে ছেলেখেলা কালে,
তালি দিয়ে করতলে মুড়িতাম ত্বরা
অঙ্গুলী চম্পকাবলী কোমলতাময়—
বিরাজিত যার শেষে—ঠিক শেষে নয়—
ডোবো ডোবো মনোহর নখরনিকর,
সুন্দর সিন্দূরে মাজা যেন মতি কটি—
দলে দিলে তার পরে মিছে মন্ত্রবলে
অম্বুজ মুঞ্জরী মুটি মনোলোভা শোভা,

মোচন করিত তাহা সহাসে কিশোরী,
দেখিত দেখাত শ্বেতাকার করতল—
অলিরাজ ছেড়ে দিলে জলজ যেমতি—
বলিতে বলিতে বন বিহঙ্গের রবে,
আনন্দ কাতরে আর মিছে ভারি মুখে,
"ওগো মা কি হলো, মরা মানুষের মত
হয়েছে আমার হাত নাহি রক্তবিন্দু"—;
এমন পাষণ্ড আমি এত অচেতন,
পারি নে কি অনুভব করিতে সহজে
নিরমল পরশনে সে করনলিনী,
নয়ন যুগল মম আবরিত বলে ?
যে অঙ্গনা অঙ্গজাত পরিমলকণা
শৈশব সময় হতে বাড়িতে বাড়িতে
মোদিত করেছে মম নাসিকার দ্বার—
পারিজাত গন্ধ যথা পুরন্দর নাসা—
সৌরভে ধরিতে তায় লাগে কি সময় ?
শৈবাল যতনে যদি বিকচ পঙ্কজে
আবরণ করে রাখে—কৃপণ যেমন
গোপন করিয়া রাখে সভয়-হৃদয়ে
কাঞ্চন রতন তার– ছোঁব না দেব না—
অথবা যেমন সন্দেহ সন্তপ্ত পতি
চাবি দিয়ে রাখে ভয়ে হৃদি কমলিনী—
পরিমলে বলে দেয় তখনি অমনি
"এই যে রয়েছে ফুটে ফুলকুলেশ্বরী"।

লীলা। কেমন কেমন তুমি হয়েচ ক দিন,
বিবস রসনা, হাস্তমুখ হাসিহীন।
কি ভাবনা, মাতা খাও, বল না আমায়,
কি হয়েচে সত্য বলো, পড়ি তব পায়—

ললি। কেমন কেমন মন বিনোদবিহীন,
বাসনা বিদেশে যাই হয়ে উদাসীন।
ভাবনা-আতপ-তাপে হৃদি-সরোবর,
দিন দিন রসহীন ক্ষীণ কলেবর—
শুখাইল কুবলয় প্রণয় সরল,
শুখাইল অধ্যয়ন বিকচ কমল,
দেশ অনুরাগ কুন্দ পুড়ে হলো খাক,
মরে গেল দীনে-দান সুসুনীর শাক,
পুড়িয়াছে পরিণয় পুণ্ডরীক কলি,
উড়িয়াছে যত আশা মরালমণ্ডলী।
কি করি কোথায় যাই কারে বলি মন,
হারায়েছি যেন চির যতনের ধন।
দূরিতে অভাব মোর কুবের ভিকারী,
কি হবে আমার তবে ছার জমিদারী?
সার কথা লীলাবতী—কি মধুর নাম,
বিরাজিত যাতে কটি ধনেশের ধাম—
বলি আজ বামাঙ্গিনি, কম্পিত হৃদয়ে,
শোন তন্বি, স্নেহময়ি একমন হয়ে—

লীলা। বলিতে বলিতে কেন চাপিলে বচন,
সজল হইল কেন উজ্জ্বল নয়ন?
সুখের সাগরে তুমি দিতেছ সাঁতার,
ধন জন অগণন সকলি তোমার,
ভোলানাথ বাবু তায় করেচেন পণ
তোমায় দেবেন দান দুহিতা রতন,
সুন্দরী সুবর্ণমুখী সরোজনয়নী।
বিভবশালিনী ধনী চম্পকবরণী—
এত সুখে দুঃখী তুমি অতি চমৎকার,
অবশ্য নিগূঢ় আছে কারণ ইহার,

সঙ্গিনীরে বলিবার যোগ্য যদি হয়
বিবরণ বলো করি বিনতি বিনয়।

ললি। নিরাশ অগস্ত্য মুখ করিয়া ব্যাদান,
স্থখের সাগর সব করিয়াছে পান,
এবে পড়িয়াছি বিষ বিষাদের হাতে,
পড়িয়াছে ছাই মম ভোজনের ভাতে।

লীলা। কি আশা পুষিয়েছিলে করিয়ে যতন,
কেমনে কাহার দ্বারা হইল নিধন,
বিশেষ করিয়ে বলো মম সন্নিধান,
স্থসার করিব তাতে যায় যাবে প্রাণ—
মাতা খাও কথা কও কেঁদ না-কো আর,
দেখিছ কি একদৃষ্টে বদনে আমার।
হেরে নয়নের ভাব অনুভব হয়,
আজ্‌কে নূতন যেন হলো পরিচয়।

ললি। দেখ লীলা লীলাখেলা নিখিল জগতে
এত দিন পরে বুঝি ফুরাইল মোর—
নিতান্ত করেছি পণ—পণের সময়
কে কোথায় ভেবে থাকে বিফলের কথা ?
পরিণয় স্থখাসনে বসিয়ে আনন্দে,
মনের উল্লাসে স্থখে করিব গ্রহণ
তোমার পবিত্র পাণি—বীণাপাণি পাণি
বিনিন্দিত যার কোমলতা স্থগঠনে—
পণ রক্ষা নাহি হয় ত্যজিব জীবন,
অথবা হইব যোগী করিব সম্বল,
বাঘছাল, অক্ষমালা, বিভূতি কলাপ,
করঙ্গ, আষাঢ় দণ্ড, জটা বিলম্বিত—
স্থশীলা লীলার লীলা মুদিত নয়নে
নির্জনে করিব ধ্যান শিখরিশিখরে—

চন্দ্রশেখর যেমতি শিখরিনন্দিনী
আনন্দ বিহ্বলে ভাবে ভূধরচূড়ায়।
ভোলানাথ বাবু বালা সৌন্দর্য্যের কথা
বলিলে যাহার তুমি মম সন্নিধান—
হয়েছে আমার চক্ষে বাঁশের অঙ্গার।
যে দিন হইতে তুমি—শুভ দিন আহা,
জাগরূক আছে মম হৃদয়ের মাঝে—
পবিত্রবদনী, যোগ ভঙ্গিনী রূপিণী,
দেবীরূপে দিলে আলো মদীয় লোচনে;
ভুলিয়াছি কুমুদিনী কুমুদিনী-নাথ,
কমলিনী, সৌদামিনী, শারদ কৌমুদী,
সীমন্তে সিন্দূর-শোভা-উষা-মনোহরা,
পরিমল-আমোদিত-মলয় পবন।
কি আছে সুন্দর এই নশ্বর-ভুবনে
উপমা তোমার সনে, নিরুপমা বালা,
দিতে পারি সুসঙ্গত। তোমার বিহনে
স্বর্গ উপসর্গ বোধ, অবনী নিরয়।
তোমার পিতার কাছে জন্মের মতন,
হয়েছি বিদায় আমি এই কতক্ষণ
তোমার মানস জেনে করিব বিধান—
স্বর্গের সোপান কিম্বা বিকট শ্মশান।

লীলা। তাই বুঝি আজ তুমি হয়ে অনুকূল,
ক্ষমা করিয়াছ মম মরমের ভুল?
লজ্জাশীলা সুশীলা সুমতি সুলোচনা
কখন করে না হেন হীন বিবেচনা—
সদাচার পরিহরি লাজ সংহারিয়ে
ধরিবে পুরুষ আঁখি দুই হাত দিয়ে—

আমি আজ লাজ খেয়ে হয়ে অচেতন,
ধরিয়াছি দুই করে তোমার নয়ন,
তুমি কিন্তু দয়া করে ক্ষমিলে আমায়,
বাঁচিলাম আজকের লাঞ্ছনার দায়।
অপর সময় হলে এই আচরণ
আরক্ত করিত তব বিপুল লোচন,
কত উপদেশ দিতে মধুর বচনে,
ব্যাকুল হতেম ভয়ে অনুতপ্ত মনে।
করিতে বাসনা যায় জীবনের ভাগী,
তার দোষ নিতে দোষ ভাবে অনুরাগী।

ললি। স্বামীর নয়ন যদি কৌতুকে কামিনী
আবরিত করে দিয়ে পাণি পঙ্কজিনী,
সরম সংহার তাহে নহে গণনিত,
প্রত্যুত প্রণয়ভাব হয় প্রকাশিত।
আশার সোপানে স্বর্গে হয়ে উপনীত
করিতেছিলেম পূজা প্রণয় সহিত,
মন মন্দিরের দেবী, জীবাতু আমার,
ধরেছিল স্বর্গ মর্ত্ত্য পবিত্র আকার;
তাই তামরসমুখি পবিত্র প্রসূন!
নির্দ্দোষ লীলার দোষ হয়েছিল গুণ।
ভাল ভাল আমি যেন আশার কারণ,
সুসঙ্গত ভাবিলাম তব আচরণ,
কি বলে সুমতি তুমি বিশুদ্ধস্বভাব
জেনে শুনে প্রকাশিলে সরম অভাব?

লীলা। মনে মনে মন যাঁরে অর্পিয়াছে মন,
সংসারে সম্বল যাঁর নির্ম্মল চরণ,
রয়েছে সজীব যাঁর জীবনে জীবন,
জীবন সঞ্চারে যাঁরে প্রিয় দরশন,

যাঁহার গলায় মানসিক স্বয়ম্বরে,
দিয়েছি প্রণয়মালা পবিত্র অন্তরে,
তাঁহারে বলিতে স্বামী যদি নাহি পাই,
কিছুমাত্র প্রয়োজন পৃথিবীতে নাই,
পবিত্র প্রণয়-মৃত-দেহের সহিত
সহমরণেতে যাব হয়ে হরষিত ;
এমন আরাধ্য দেব সংসারের সার,
ধরিতে তাঁহার আঁখি কি লাজ আমার ?

ললি। পীরিতের রীতি এই স্বভাবে ঘটায়,
প্রতিদানে ভালবাসা ভালবাসা পায়—
যদি না তোমার মন হইত এমন,
আমি কেন হব বল এত উচাটন ?
মনে মনে মন মম জেনেছিল মন,
তাই এত করিয়াছে তব আরাধন।
সার্থক জীবন আজ মানস সফল,
পতিত জলন্তানলে জল সুশীতল,
যথায় যেমনে থাকি ভাবি নে-কো আর,
তুমি ত আমার প্রিয়ে বলিলে আমার।
রণে যাই, বনে যাই, সাগরে, ভূধরে,
সদা সুখে রবো আমি ভাবিয়ে অন্তরে—
প্রাণ যারে ভালবাসে পরম যতনে,
সে ভালবেসেছে ফিরে নিরমল মনে।
অশুভ ঐশ্বর্য্য এবে এরূপে এড়াই,
বাড়ী ছেড়ে কিছু দিন দেশান্তরে যাই—

লীলা। তা আমি দেব না যেতে থাকিতে জীবন,
বাঁচিব না এক দণ্ড বিনা দরশন,
আমার কেহই নাই— (ললিতের হস্ত ধরিয়া রোদন)

ললি। কাঁদ কেন আদরিণি আনন্দ-আননি,
আমি যে ভুজঙ্গ তুমি ভুজঙ্গের মণি,
তোমায় ছাড়িয়ে আমি যাইব কোথায় ?
রতন ছাড়িয়ে কবে দরিদ্র পালায় ?
তবে কি না বিড়ম্বনা বিধির বিধানে,
কৌলীন্য কণ্টক সুখ স্বর্গের সোপানে,
কিছু দিন, কম্বুকণ্ঠি, যাই অন্য স্থানে,
কাটিব কৌলীন্য কাঁটা কৌশল কৃপাণে।
পোষ্যপুত্র লইবার হইয়াছে দিন,
এখন আমার পক্ষে বিধেয় বিপিন,
আমি গেলে অন্য ছেলে পোষ্যপুত্র লবে,
আধা বাধা কাজে কাজে দূরীভূত হবে ;
তার পরে সুসময়ে হবো অধিষ্ঠান,
স্নেহ বশে লীলাবতী করিবেন দান—

লীলা। দানের অপেক্ষা নাথ আছে কোথা আর,
বরণ করিছি আমি চরণ তোমার,
দাসী হয়ে পদতলে রব অবিরত,
যথা যাবে তথা যাব জানকীর মত।
ছেড়ে যাও খাব বিষ ত্যজিব জীবন,
এই হলো শেষ দেখা জন্মের মতন।

ললি। বালাই বালাই লীলা সুশীলা সুন্দরী,
নীরজনয়নে নীর নিরখিয়ে মরি—
প্রাণ যায় অনুপায় বিদায় না নিলে,
বিপদে পতিত কান্তা কি হবে কাঁদিলে ?
কিছু দিন থাক প্রিয়ে ধৈর্য্য ধরে মনে,
ত্বরায় আসিব আমি তোমার সদনে।
জানিবে না কেহ আমি কোথায় রহিব
তোমার কুশল কিন্তু সতত দেখিব,

বিপদ সূচনা যদি তব কিছু হয়,
তখনি দেখিবে আমি হইব উদয়।

লীলা। বিপদের বাকি নাথ কোথা আছে আর,
বেঁচে আছি মুখচন্দ্র হেরিয়ে তোমার—
পিতার প্রতিজ্ঞা মোরে দিতে বলিদান,
নিষ্কাশিত করেছেন কুপাত্র কৃপাণ ;
যে দিকে তাকাই আমি হেরি শূন্যময়,
ভয়েতে কম্পিত অঙ্গ ব্যাকুল হৃদয়,
কেবল সহায় তুমি স্বামী সুপণ্ডিত,
ফেলে যাবে একাকিনী এই কি উচিত ?

ললি। সাধে কি তোমায় লীলা ছেড়ে যেতে চাই,
বিধাতা পাঠালে বনে কারো হাত নাই,
স্থানান্তরে যেতে চাই তোমার কারণে,
ব্যাঘাত ঘটিতে পারে থাকিলে ভবনে।

লীলা। যা থাকে কপালে তাই ঘটিবে আমার,
জীবন আমার বই নহে কারো আর,
কাছে থেকে কর কান্ত উপায় সন্ধান,
নয়নের বার হলে বাঁচিবে না প্রাণ—

নেপথ্যে। ললিতমোহন—ললিত—

ললি। এখন নয়ন-তারা বাহিরেতে যাই,
যা তুমি বলিবে আমি করিব তাহাই।

লীলা। বসো বসো প্রাণনাথ হৃদয়মোহন,
বলিব অনেক কথা করিছি মনন—

ললি। কি বলিবে বল প্রিয়ে কাঁদ কি কারণ,
তুমি মম প্রাণকান্তা হৃদয়ের ধন,
না বলে তোমায় আমি যাব না কোথায়,
রহিলাম দিবা নিশি তোমার সহায়—

লীলা। কেন প্রাণ কাঁদে কান্ত কহিব কেমনে,
আপনি ভাবনা আসি আবির্ভাব মনে।—

ললি। অবলা সরলা বালা নাহিক উপায়,
দয়ার পয়োধি দিন দেবেন তোমায়—

নেপথ্যে। ললিতমোহন, সিদ্ধেশ্বর বাবু এসেচেন—

ললি। ঈশ্বর চিন্তায় কর ভাবনা সংহার—
আসি লীলা সিদ্ধেশ্বর এসেছে আমার—

[ললিতের প্রস্থান।

লীলা। আহা দুই জনে কি বন্ধুত্ব—ললিত সিদ্ধেশ্বরকে যত ভাল বাসে পৃথিবীর মধ্যে কেউ কাহাকে এত ভাল বাসে না—সিদ্ধেশ্বরই কি ললিতকে কম ভাল বাসে, ললিতের জন্যে সিদ্ধেশ্বর সর্ব্বস্বান্ত কত্তে পারে, প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে। ললিত সিদ্ধেশ্বরকে যত ভাল বাসে সিদ্ধেশ্বরের স্ত্রীকে তা অপেক্ষা ভাল বাসে; সিদ্ধেশ্বরের মনের মত স্ত্রী বলে ললিতের যে আনন্দ হয়েছে লোকের রাজত্ব পেলে এত আনন্দ হয় না—ললিত প্রথম বারে সিদ্ধেশ্বরের বাড়ীতে দু দিন থেকে যখন আসে রাজলক্ষ্মী কাঁদ্‌তে লাগলো, ললিত এই গল্প করে আর আনন্দে মুখ প্রফুল্ল হয়, বাষ্পবারি নয়ন আচ্ছাদিত করে—আবার ললিত হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে বলে "আমি যাকে দেখে দিয়েচি সে কি কখন মন্দ হয়"। আমাকেও সিদ্ধেশ্বর খুব ভাল বাসে—আমি কি ললিতের স্ত্রী? (দীর্ঘনিশ্বাস)

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর।—হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের বৈটকখানা।

হরবিলাস এবং পণ্ডিতের প্রবেশ।

হর। কোথায় গেছেন তা বল্‌ব কেমন করে ?

পণ্ডি। সিদ্ধেশ্বর বাবু কোন সন্ধান বল্‌তে পার্‌লেন না ?

হর। সিদ্ধেশ্বরের সাক্ষাতে বলে গিয়েছিল আগরায় থাক্‌বে, সেখানকার আদালতে ওকালতি কর্‌বে, তা আগরা হতে লোক ফিরে এসে বল্লে, ললিত সেখানে যায় নাই।

পণ্ডি। এখন কি ব্যবস্থা অবলম্বন কর্‌বেন ?

হর। অস্থিত পঞ্চে পড়িছি, কিছুই স্থির কত্তে পাচ্চি নে—ললিত আমায় পরিত্যাগ করে যাবে আমি স্বপ্নেও জানি নে, ললিতকে আমি পুত্র অপেক্ষা ভাল বাসি, ললিতের অনুরোধে কত ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ করিছি,—গ্রামের ভিতর দীক্ষা হওয়া উঠ্‌য়ে দিইচি, এঁটোর বাচবিচার তাদৃশ করি নে, ব্রাহ্মণ শূদ্রে এক হুঁকায় তামাক খায় দেখেও দেখি নে—ললিতকে যদি আমি পোষ্যপুত্র কত্তে পারি আমার অরবিন্দের শোক নিবারণ হয়।

পণ্ডি। আপনাকেও ললিত প্রগাঢ় ভক্তি করে, তাহার মতের বিরুদ্ধ কাজ হলেও আপনি যাহা বলেচেন, ললিত তৎক্ষণাৎ তাহা করেচে।

হর। ললিতের ভক্তির পরিসীমা নাই—

পণ্ডি। ললিত আপনাকে কোন দিন গোপনে কিছু বলেছিল ?

হর। এমন কি, কিছুই না—এক দিন আমাকে নির্জ্জনে বল্লেন—"নদেরচাঁদের সহিত লীলাবতীর কখনই বিবাহ দেওয়া হবে না" আর বল্লেন—"লীলাবতীর যদি নদেরচাঁদের সহিত বিবাহ হয় তা হলে আমি প্রাণত্যাগ কর্‌বো"—আমি স্নেহবশতঃ বল্‌চে বলে সে কথার বিশেষ উত্তর দিলাম না, কেবল বল্লেম আমি যখন কথা দিইচি তখন অবশ্যই বিবাহ দিতে হবে।

পণ্ডি। ললিত বোধ করি মনন করে গিয়েছিল আপনাকে বল্‌বে সে স্বয়ং লীলাবতীকে বিবাহ কত্তে বাসনা করে, তা লজ্জায় বল্‌তে পারে নি।

হর। আপনি যে দিন থেকে বলেচেন, আমি সে আভাস বিলক্ষণ বুঝ্‌তে পাচ্চি, কিন্তু তাহা ঘট্‌বার নয়, আমি অমন শ্রেষ্ঠতম কুলীনকুমার হাতে পেয়ে ছাড়্‌তে পারি নে, বিশেষ কথাবার্ত্তা স্থির হয়ে গিয়েছে—ললিতের প্রতি আমার কি এতে কিছু অনাদর হচ্চে ? বিন্দুমাত্র না—ললিতকে পুত্র কত্তে প্রস্তুত, তাতে আবার ভোলানাথ বাবু কন্যা দান কত্তে চেয়েছেন, সে মেয়েও পরমা সুন্দরী, সেও পণ্ডিতের কাছে লেখা পড়া শিখ্‌চে—

পণ্ডি। ভোলানাথ বাবু গৃহে প্রত্যাগমন করেছেন ?

হর। করেছেন—ভোলানাথ বাবু এ সম্বন্ধে অতিশয় সন্তুষ্ট হয়েছেন, নদেরচাঁদকে তিনি অতিশয় ভাল বাসেন, নদের-চাঁদের মোকদ্দমায় দু হাজার টাকা দিয়ে পাল সাহেবকে এনে দিয়েছেন।

পণ্ডি। মোকদ্দমা শেষ হয়েছে ?

হর। তার আর শেষ হবে কি? বড় মানুষের নামে কি কেউ মোকদ্দমা করে উঠ্‌তে পারে?

পণ্ডি। এমন মোকদ্দমা যার নামে, তাকে আপনি কন্যাদান কত্তে কি প্রকারে সম্মত হচ্চেন—

হর। বড় মানুষের নামে মোকদ্দমা হবে না ত কি আপনার নামে মোকদ্দমা হবে? ও সকল বড় মানুষের লক্ষণ।

পণ্ডি। যদি নদেরচাঁদের মেয়াদ হয় তা হলেও কি তাকে কন্যা দান কর্‌বেন?

হর। কুলীনের ছেলের কখন মেয়াদ হয়? ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুলে কখন কলঙ্ক হতে পারে?

পণ্ডি। ভবিষ্যতে কি ঘট্‌বে তার বিচার অগ্রে করিবার আবশ্যকতা নাই—ব্রহ্মচারী এসেছিলেন?

হর। সেটা ভণ্ড, কি বলে কি হয়, অকারণ আমাকে এক মাস নিরস্ত করে রাখ্‌লে, এই বিলম্বের জন্যেই ললিত হাত-ছাড়া হলো—শুভ কর্ম্মে বিলম্ব কত্তে নাই। আর এক মাস থাক্‌তে বল্‌চে—আমি বলে দিইচি ভণ্ড ব্যাটাকে আর বাড়ীতে না আস্‌তে দেয়।

পণ্ডি। এক্ষণে কাজে কাজেই নিরস্ত হতে হবে—

হর। কেন?

পণ্ডি। ললিতের সন্ধান অদ্যাপি পাওয়া গেল না, আর আমার বোধ হয় পোষ্যপুত্রের গোলযোগ শেষ না হলেও তার সন্ধান পাওয়া যাবে না।

হর। আমি মনস্থ করিছি আর একটি বালককে পোষ্যপুত্র কর্‌বো, ললিতের কোন মতে ইচ্ছা নয় আমার পোষ্যপুত্র হয়।

পণ্ডি। তার পর ললিতের সহিত লীলার বিবাহ দেবেন?

হর। তা আপনারা জানেন, আমি পোষ্যপুত্রটি লওয়া

হলে জন্মের মত আমার জন্মস্থান কাশীতে গিয়ে বাস কর্‌ব, তার পর আপনারা যা খুসি তাই কর্‌বেন—ললিতের সঙ্গে লীলার বিবাহ দিয়ে কুলক্ষয় করে যদি আপনারা সন্তুষ্ট হন তাই কর্‌বেন—ললিতের অনুরোধে সহস্র অধর্ম্ম করিচি, না হয় আর একটা হবে—

পণ্ডি। বংশজে দুহিতা প্রদান কল্যে অধর্ম্ম ঘটে না।

হর। ঘটে কি না ঘটে তা আমার জান্‌বের অধিকার নাই, কারণ আমি সংসার ত্যাগ করা কল্পনা করিছি।

একজন দাসীর প্রবেশ।

দাসী। পণ্ডিত মশাইকে বাড়ীর ভিতর ডাক্‌চে।

হর। লীলা কেমন আছে রে ?

দাসী। তাঁর বড় গার জ্বালা হয়েচে।

[দাসীর প্রস্থান।

পণ্ডি। লীলা কি অসুস্থ হয়েছেন ?

হর। গত কল্য সিদ্ধেশ্বরের একখান লিপি পড়্‌তে পড়্‌তে সর্‌দিগর্‌মি হয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন, সেই অবধি গা গরম হয়ে রয়েছে, আর অতিশয় ক্ষীণ হয়েছেন।

পণ্ডি। আমি একবার দেখে আসি।

হর। আসুন—অপর ছেলে পোষ্যপুত্র নিতে হলে ললিতের সঙ্গে লীলাবতীর বিবাহ ঘট্‌তে পারে এ কথাটা ব্যক্ত কর্‌বেন না, কারণ তা হলে ললিত এর মধ্যে বাড়ী আস্‌বে না—ললিত যদি এখন বাড়ী আসে আমি তাকে কোলে করে গলা ধরে কেঁদে পোষ্যপুত্র কত্তে পারি।

১৫

পণ্ডি। এই ব্যাপার আশঙ্কা করেই ত ললিত স্থানান্তরিত হয়েছে।

[পণ্ডিতের প্রস্থান।

হর। আহা, এত আশা সব বিফল হলো—ললিতকে পোষ্যপুত্র করার আর কোন উপায় দেখি নে। এত দিন পরে কুলক্ষয়টা হবে?—কুলীনের ঘরে এমন কুপাত্র কখন দেখি নি—দেক্ ব্যাটাকে জেলে পূরে। কোথায় বাড়্‌বো না কমে চল্যেম—যে কাল পড়েছে, আর বাড়া আর কমা—যায় যাবে কুল, আমার লীলা ত পরম সুখী হবে, ললিত ত আমার যে স্নেহের পাত্র সেই স্নেহের পাত্র থাক্‌বে—তবে ললিতের আশা ছাড়তে হলো—নদেরচাঁদ কুপাত্র বিবেচনা হয়, লীলার বিবাহ অন্য সুপাত্রের সহিত দেওয়া যাবে, ললিত যদি আসে তাকে আমি পোষ্যপুত্র করবো, কখনই ছাড়্‌বো না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

লীলাবতীর শয়নঘর। পর্য্যঙ্কোপরি লীলাবতী সুষুপ্তা।

দাসীর প্রবেশ।

দাসী। ঘুম এয়েচে, বাঁচ্‌লেম, বাতাস দিতে দিতে হাতে কড়া পড়েছে।

[দাসীর প্রস্থান।

লীলা। ও মা প্রাণ যায়—আমার প্রাণের গাত্রদাহ হয়েছে, তার গায় কেউ বাতাস দিতে পারে না?

কোথায় প্রাণের পতি ললিতমোহন,
দেখ আসি অস্তমিত লীলার জীবন,
বলেছিলে বিপদেতে হবে অধিষ্ঠান,
কই নাথ কই এলে বাঁচাইতে প্রাণ ?
মরে যাই ক্ষতি নাই এই খেদ মনে,
পতির পবিত্র মুখ এল না নয়নে।
কি দোষ করেচে লীলা, এত বিড়ম্বনা,
প্রাণকান্তে একবার দেখিতে পাব না ?
ভুলে কি আছেন পতি হইয়ে নির্দ্দয় ?
আমার হৃদয়নাথ তেমন ত নয় ;
লীলাময় প্রাণ তাঁর স্নেহের ভাণ্ডার,
ভুলে কি থাকেন তিনি ভার্য্যা আপনার ?
প্রাণ যায়, ভেবে মরি, মনে কত গায়,
নাথের অশুভ কিছু হয়েচে তথায়—
কারে বলি কে রাখিবে আমার মিনতি,
আপনি যাইব চলে যথা প্রাণপতি—

(সজোরে গাত্রোত্থান)

ও মা মাতা ঘোরে কেন ? মলেম যে, পিপাসা হয়েচে—ও ঝি, ঝি, হেথা আয় রে—(শয়ন)

শ্রীনাথ, পণ্ডিত এবং দাসীর প্রবেশ।

পণ্ডি। লীলাবতি, কেমন আছ ?

লীলা। ভাল।

পণ্ডি। (শ্রীনাথের প্রতি) ললিতের কোন সংবাদ এসেছে ?

শ্রীনা। না।

পণ্ডি। সিদ্ধেশ্বর বাবু লীলাবতীকে কি লিপি লিখেছেন দেখি।

দাসী। বালিশের নীচেয় আছে।

শ্রীনা। আমি দিচ্চি। (লিপিদান)

পণ্ডি। এ চিঠি কাল এসেচে ?

শ্রীনা। হ্যাঁ, কালই বটে।

পণ্ডি। (লিপি পাঠ)

"প্রিয় ভগিনি লীলাবতি

আপনার পত্রপাঠে জানিলাম ললিতমোহন আপনাকেও কোন লিপি লেখেন নাই। তাঁর পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রার পর কেবল পাটনা হইতে এক পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে প্রকাশ তিনি ত্বরায় আগরায় গমন করিবেন এবং আগরায় পৌছিয়া আমাকে সংবাদ লিখিবেন ; সে সংবাদ আসার সময় উত্তীর্ণ, তজ্জন্য আমি অতিশয় চিন্তাযুক্ত। বোধ করি তাঁর লিপিগুলিন ডাকঘরে গোলমাল হইয়া থাকিবে। আমি অদ্য রাত্রে মেলট্রেনে ললিতমোহনের অনুসন্ধানে গমন করিব ; তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র আপনি সংবাদ পাইবেন। ইতি।

হিতার্থী

শ্রীসিদ্ধেশ্বর চৌধুরী।"

ললিত স্বচ্ছন্দে আছেন, পশ্চিমাঞ্চলস্থ পরম রমণীয় স্থানসমূহ সন্দর্শনে সময় ক্ষেপণ কচ্চেন তাতেই লিপি লিখিতে অবসর পান নাই।

শ্রীনা। আমি ললিতের সন্ধানে যেতে ইচ্ছা করি।

পণ্ডি। তার প্রয়োজন কি ? সিদ্ধেশ্বর বাবু যখন গিয়েছেন ললিতকে লয়ে আসবেন।

শ্রীনা। লীলার শরীর অসুস্থ দেখেই বা কেমন করে

যাই। পুষ্যিপুত্র লওয়া উপলক্ষে বাড়ী শ্মশানের ন্যায় হয়েচে। বধূমাতা মৃত্যুশয্যায় শয়ন করে দিবানিশি রোদন কচ্চেন; লীলা পীড়িত; ললিত পলাতক—এ কালে এমন বোকা মানুষ আছে তা আমি জান্‌তেম না—আজ ব্যায়জে কাল যে বেড়ি খাট্‌বে তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চায়—মেয়ের ছেলেতে ওঁর শ্রাদ্ধ হবে না, উনি পুষ্যিএঁড়ে নিয়ে বংশের নাম রাখ্‌বেন পুষ্যিএঁড়ে যদি গো-ভাগাড়ে যায়, তখন বংশের নাম রাখ্‌বে কে? বংশের নাম থাক্‌বের হত অরবিন্দ বাড়ী আস্‌তো।

পণ্ডি। শ্রীনাথ বাবু আপনি তাঁর সঙ্গে রাগারাগি কর্‌বেন না; মোকদ্দমার কথা শুনে নদেরচাঁদের প্রতি হতাদর হয়েছে কিন্তু পোষ্যপুত্র লওয়া নিবারণ হবে না, তা ললিতই হউক আর অপর কোন বালকই হউক।

শ্রীনা। ললিত ওঁর বাড়ীতে আর প্রাণ থাকৃতে আস্‌বে না।

পণ্ডি। লীলা নিদ্রিতা হয়েছেন, এখানে গোল করা শ্রেয় নয়।

[শ্রীনাথ এবং পণ্ডিত এবং দাসীর প্রস্থান।

লীলা। (দীর্ঘ নিশ্বাস) মা গো—(নিদ্রা)

হরবিলাসের প্রবেশ।

হর। (স্বগত) আহা! জননী আমার এত মলিন তবু বিছানা আলো করে রয়েছেন—আমি অতি নিষ্ঠুর নচেৎ এমন স্বর্ণলতা সেই স্যাওড়া গাছে তুলে দিতে চাই—ললিত যা বলে সেই ভাল, শ্রীনাথ যা বলে সেই শ্রেয়—এ কি! প্রলাপ হয়েছে না কি?

লীলা। (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া)

পূর্ণিমার শশধর নাথের বদন
পাবে না কি অভাগিনী আর দরশন ?
কি মধুর কথা তাঁর কি সুন্দর স্বর,
শুধু একা আমি নই মোহিত নগর—
জ্ঞান-জ্যোতি-বিস্ফারিত আকর্ণ লোচন,
সতত সজল শোভা আভার কারণ,
না দেখে সে আঁখি, প্রাণ পাগলের মত,
হইতাম পাগলিনী ভেবে অবিরত—
কাছে এস প্রাণপতি প্রেম-পারাবার,
চির দুঃখিনীরে দুঃখ দিও না কো আর—
মহীতে মায়ের মায়া রক্ষিতে সন্তানে,
তাহাতে বঞ্চিত আমি বিধির বিধানে,
অভাগিনী ভাগ্য-দোষে শৈশবে জননী,
করে গেছে কাঙ্গালিনী ছাড়িয়ে ধরণী ;
সোদর সহায় ছিল অবলা বালার,
ভাগ্যদোষে নাহি তাঁর কোন সমাচার,
পোষ্যপুত্র লন পিতা নিরাশ অন্তরে,
ভুলিব দাদার নাম এত দিন পরে ;
জনক পরম গুরু স্নেহভরা মন,
আমার কপালে তিনি বিষ দরশন,
কৌলীন্য শ্মশানকালী হৃদয় তুষিতে,
দেবেন দুহিতা বলি অপাত্র অসিতে ;
এমন সময় পতি রহিলে কোথায়,
তুমি অবলার গতি, সাহস সহায়—
প্রাণ কাঁদে প্রাণকান্ত কর হে বিহিত—
হা ললিত—হা ললিত—ললিত—ললিত—

হর। (স্বগত) আবার নিদ্রা এল। মার দুই চক্ষু দিয়ে

অবিশ্রান্ত জল পড়্‌চে—আমি এমন নরাধম, আমার সর্ব্বস্ব ধন লীলার কোমল মনে এমন ব্যথা দিইছি—আমার প্রাণ এখন ফেটে বার হলো না—(রোদন) "কৌলীন্য-শ্মশানকালী"—এক শ বার—বল্লাল সেনের মুখে ছাই—নদেরচাঁদের বাপের পিণ্ডি, ঘটকের মার সপিণ্ডীকরণ—ললিতকে কোথায় পাই—কুলীন জামাই আমার কপালে নাই।

[প্রস্থান।

লীলা। ঝিকে কখন ডেকিচি একটু জল দেবার জন্যে, এখনো এল না—ও ঝি, ঝি,—তুই কি কাণের মাতা খেইচিস—একটু জল দিয়ে যা—

দাসীর প্রবেশ।

দাসী। কর্ত্তা মশাই বাড়ী মাথায় করেচেন।

লীলা। (জলপান করিয়া) কেন ?

দাসী। (অঞ্চল দিয়া লীলার মুখের জল মুছাইয়া) তিনি নদেরচাঁদকে গাল দিচ্চেন, ঘটককে হাজার বাপান্ত করছেন, আর বল্‌চেন ললিতকে এনে এখনি লীলার সঙ্গে বিয়ে দেব—ও কি—তুমি অমন হলে কেন ? তোমার যে চকের জল হঠাৎ উথ্‌লে উঠ্‌ল—

লীলা। (বহু যত্নে চক্ষের জল নিবারণ করিয়া) ঝি—এ দুঃখের সাগর মন্থন করে কে তোর মুখে অমৃত দিলে ? হঠাৎ যে এমন হলো—বউ কিছু বলেছেন ?

দাসী। কিছু না।

লীলা। ললিতের কোন খবর এসেছে ?

দাসী। না। (পুনর্ব্বার উপাধানে মুখ ন্যস্ত করিয়া লীলাবতীর শয়ন)

শ্রীনাথের প্রবেশ।

শ্রীনা। ললিত ভাল আছে—

লীলা। কি—কি—কে বল্লে—মামা কেমন করে জান্‌লেন ?

শ্রীনা। মা আমার উন্মাদিনী হয়েছেন। সিদ্ধেশ্বর তারে খবর দিয়েচে, ললিতের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েচে এবং ললিত ভাল আছে।

লীলা। বাবা শুনেছেন ?

শ্রীনা। না—তিনি কোথায় গেলেন।

লীলা। মামা আমি একটু ব্যাড়াবো ?

শ্রীনা। ব্যাড়াও।

লীলা। চল ঝি বয়ের কাছে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

শ্রীরামপুর—ভোলানাথ চৌধুরীর বৈটকখানা।

ভোলানাথ চৌধুরী আসীন।

ভোলা। ঘট্‌কীটি জুটেছে ভাল, কিন্তু আর সতীত্ব নষ্ট কত্তে প্রবৃত্তি হয় না—বিশেষ অমন সুন্দরী স্ত্রী ঘরে পেইচি—

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। একজন ব্রহ্মচারী আপনার কাছে আস্‌তে চাচ্চে—

ভোলা। আসুক।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

আবার ব্রহ্মচারী—এক ব্রহ্মচারীর অনুরোধে—অনুরোধে কেমন করে ?—ধমকে জাতঃপাত হইচি—ইনি কি কত্তে আস্‌চেন ?

যোগজীবনের প্রবেশ।

(স্বগত) ও বাবা দাড়ি দেখ—(প্রকাশে) বসুন বাবাজি।

যোগ। আপনি আমাকে চিন্তে পারেন না ; আপনি যখন অতি শিশু তখন আমার আগমন ছিল, স্বর্গীয় কর্ত্তা আমাকে যথেষ্ট ভক্তি কত্তেন, তিনিই আমাকে এই রজতত্রিশূল প্রস্তুত করে দেন—আপনার সকল কুশল ?

ভোলা। প্রভুর দর্শনে সকল কুশল। আপনার থাকা হয় কোথায় ?

যোগ। বহু দিন এ প্রদেশেই অবস্থান ছিল, তার পরে কামরূপ, কামাখ্যা, চন্দ্রনাথ, বামজঙ্ঘা, পুরুষোত্তম, কনারক, ভুবনেশ্বর, খণ্ডগিরি, সেতুবন্ধ রামেশ্বর প্রভৃতি তীর্থ দর্শনে দেহ পবিত্র করিছি—

ভোলা। পশ্চিমাঞ্চলে যাওয়া হয় নি ?

যোগ। সে প্রদেশে যাওয়ার কল্পনা করিছি, অচিরাৎ গমন কর্‌বো।

ভোলা। আমার কাছে কি প্রার্থনা ?

যোগ। স্বপ্নবিবরণ বল্‌তে চাই।

ভোলা। বলুন।

যোগ। অতি মনোহর স্বপ্ন—একদা কাশীধামে অযোধ্যা-নিবাসী আমার পরম মিত্র মহীপৎ সিং তীর্থ পর্য্যটন অভিলাষে আগমন করেন। ইন্দীবর-বিনিন্দিত-নীলনয়ন-শোভিতা বিদ্যুল্লতাতুল্যা অহল্যা নাম্নী অবিবাহিতা দুহিতা তাঁহার

সমভিব্যাহারে ছিল। কন্যার বয়স অষ্টাদশ বৎসর। অকস্মাৎ মহীপৎ মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। শোকাকুলা অহল্যা একাকিনী—আশু স্বদেশ গমনে উপায়হীনা। এই সময় এ প্রদেশের এক ধনাঢ্য লম্পট কাশীতে বাস করে। ঐ নীচান্তঃকরণ মহীপতের পাণ্ডাকে সহস্র মুদ্রা দিয়া অচতুরা অবলাকে বিবাহ ব্যপদেশে কানপুরে লইয়া যায়। কুলললনা কৌশলে লম্পটের করগত শ্রবণে আমার লোমকূপ দিয়া অনলকণা বহির্গত হইতে লাগিল, তদ্দণ্ডে ভয়প্রদর্শনে পাণ্ডাকে বশীভূত করিয়া তাহারি দ্বারা মাজিষ্ট্রেটকে সংবাদ দিলাম।

ভোলা। আপনি যে বল্লেন পশ্চিমে যান নি।

যোগ। স্বপ্নাবেশে গমন করেছিলাম—তার পর শুনুন—দিবসত্রয় মধ্যে লম্পটশ্রেষ্ঠ লৌহশৃঙ্খল-বন্ধন-দশায় থানাবথানা কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন—কারাগারগমনোন্মুখ। আমার চরণ ধারণপূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে স্বীকার করিলেন আমি যাহা বলিব তাহাই শুনিবেন। চেষ্টার অসাধ্য ক্রিয়া কি? অহল্যা, লম্পটের ঐশ্বর্য্য দেখেই হউক বা তার রূপ দেখেই হউক, লম্পটকে বিবাহ করিতে সম্মতা—অনেক অর্থ ব্যয়ে সদরআলার বিচারালয়ে পূর্ব্বকার তারিখ দিয়া এই মর্ম্মে একখানি দরখাস্ত রক্ষিত করিলাম, যে অহল্যার সম্মতিতে লম্পট তাহার পাণি গ্রহণ করিয়াছে। মাজিষ্ট্রেটের নিকটে লম্পট প্রকাশ করিলেন, তিনি অহল্যাকে বিবাহ করিয়াছেন, অপহরণ করেন নাই, তাহার প্রমাণ সদরআলার বিচারালয়ে আছে। অহল্যা পরিণয় স্বীকার করায় মাজিষ্ট্রেট লম্পটকে নিষ্কৃতি দিলেন। লম্পট যেমন দুরাত্মা তেমনি কৃতঘ্ন, নিষ্কৃতি প্রাপ্তির পরেই অহল্যার পাণি গ্রহণে অসম্মত। পুনর্ব্বার লম্পটকে কারা প্রেরণের উপায় স্থির করিলাম। লম্পট সঙ্কটাপন্ন, বিশ্বেশ্বরকে

সাক্ষী করিয়া শাস্ত্রমত অহল্যার পরিণেতা হইলেন। তদবধি আমার সহায়তার চিহ্ন স্বরূপ লম্পট-প্রদত্ত এই বহুমূল্য অঙ্গুরীয় মদীয় অঙ্গুলিতে বিরাজমান—

ভোলা। আপনি সেই মহাত্মা, সেই মহাপুরুষ—(যোগজীবনের চরণ ধরিয়া) আপনি আমার জীবনদাতা, আমি আপনার ক্রীতদাস, আমার জীবন রক্ষা করেছেন এখন আমার মান রক্ষা করুন—আমি ক্ষত্রীকন্যা বিবাহ করিছি প্রকাশ কর্‌বেন না, আপনি যা চাইবেন তাই দেব।

যোগ। তুমি সুখে থাক এই আমার বাসনা—আমি কিছুমাত্র প্রার্থনা করি না।

ভোলা। আমি এখানে ঘোষণা করে দিইচি অহল্যা বঙ্গদেশের একজন রাঢ়িশ্রেণী ব্রাহ্মণের কন্যা এবং সকলে সে কথা বিশ্বাস করেছে কিন্তু কত অর্থব্যয় হয়েছে তার সংখ্যা নাই।

যোগ। আমি একবার অহল্যার সহিত সাক্ষাৎ অভিলাষ করি।

ভোলা। আপনার কন্যার সহিত আপনি সাক্ষাৎ করবেন, তাতে আপত্তি কি—আপনি বসুন আমি এইখানেই অহল্যাকে আস্‌তে বলচি—

[ভোলানাথের প্রস্থান।

যোগ। আমি অহল্যার ভাবনা ভাব্‌চি নে, ভোলানাথ বাবু অহল্যাকে সহধর্ম্মিণী করেছেন অহল্যা পরম সুখে আছে—এখন পোষ্য পুত্র লওয়া ত কোন মতেই রহিত হয় না—ললিত ফিরে এলে ললিত লীলাবতীতে বিবাহ হবে ; কিন্তু আর একটি বালক যে পোষ্য পুত্র লবার জন্য স্থির করেছেন, তা রহিত করণের উপায় কি ? যজ্ঞেশ্বরকে আর বিশ্বাস হয় না।

ভোলানাথ এবং অহল্যার প্রবেশ।

ভোলা। আপনারা এই ঘরে থাকুন আমি বারেণ্ডায় বসি গে, কয়েক জন বন্ধুর আস্‌বের কথা আছে।

[ভোলানাথের প্রস্থান।

অহ। বাবা, এত দিনের পর আমায় মনে পড়েচে, আমি ভাব্‌লুম আপনি আমায় একেবারে ভুলে গিয়েছেন—আমার মা বাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌য়ে দেবেন বলেছিলেন তা দিলেন না ?

যোগ। তোমার ত মা নাই, তোমার বাপ ভাই আছে, আমি ত্বরায় তোমাকে তাঁহাদের কাছে লয়ে যাব—আমি তোমাকে যেরূপ যেরূপ কত্তে বলি তুমি সেইরূপ সেইরূপ কর।

অহ। আমাকে আপনি যা বল্‌বেন, আমি তাই কর্‌বো, বাবুও আপনার মতে চল্‌বেন।

যোগ। অনেক পরামর্শ আছে, তুমি—

ভোলানাথের প্রবেশ।

ভোলা। অহল্যা বাড়ীর ভিতর যাও—

অহ। বাবার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে—

ভোলা। কাল হবে কতকগুলি লোক আস্‌চে বাবাজি আপনি কাল এমনি সময় আস্‌বেন, আপনার যত কথা থাকে কাল হবে।

[এক দিকে অহল্যার, অপর দিকে যোগজীবনের প্রস্থান।

ভোলা। কদিনের পর আজ একটু আমোদ করা যাক্‌। ওরে—

শ্রীনাথ, নদেরচাঁদ এবং ইয়ার চতুষ্টয়ের প্রবেশ।

প্র, ই। কি বাবা নির্‌মিষ বসে রয়েচ যে।

ভোলা। একটি নির্‌মিষখেগো এসেছিলেন তাতেই হাত পা বাঁধা ছিল।

ভৃত্যের প্রবেশ এবং ডিক্যাণ্টার প্রভৃতি প্রদান।

দ্বি, ই। নদেরচাঁদ লেগে যাও।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

নদে। আমি ঢের খেইচি, আর খাব না।

শ্রীনা। তুমি যে দিন বলবে আর খাব না সে দিন তিন চারটে আব্‌কারির ডেপুটি কালেক্টর বরতরফ হবে—(সকলের মদ্যপান)

তৃ, ই। হেমচাঁদকে দেখ্‌চি নে যে ?

নদে। হেমচাঁদ বয়ে গেছে—বয়ের পরামর্শে বয়ে গেছে—সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে মিশেচে, মদ ছেড়ে দিয়েচে—একেবারে জান্নবে গিয়েছে।

ভোলা। ছেলেমান্‌ষে মদ না খায় সে ভাল—কিন্তু ছোঁড়া ব্রাহ্ম হয়ে পড়েছে।

চতু, ই। আপনি তাকে ত্যাগ করেছেন ত ?

তৃ, ই। উনি তাকে ত্যজ্য পুত্র করেছেন।

ভোলা। দূর গুওটা পাজি সে যে আমার ভাগনে।

শ্রীনা। ও সকল জঘন্য গাল মূর্খের মুখে ভাল শুনায়, চাষার মুখে ভাল শুনায়, বেহারার মুখে ভাল শুনায়।

ভোলা। মাতাল মূর্খ হইতে অধম, চাষা হইতে অধম,

বেহারা হইতে অধম, সুতরাং মাতালের মুখে গুওটা মন্দ শুনায় না—

মদ্যমত্তমুখভ্রষ্টং বাপান্তমমৃতাধিকং

মদের মুখে বাপান্ত অমৃতের অধিক।

শ্রীনা। পেট ভরে খাও অমর হবে।

প্র, ই। বা ইয়ার বেশ বলেছ—(সকলের মদ্যপান)

ভোলা। ওহে শ্রীনাথ বাবু তোমরা অতি অন্তজ ; তোমরা বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করে ভেঙ্গে দিতে চাও! আমি ভোলানাথ চৌধুরী, আমার ভাগ্‌নে সত্যি সত্যি আইবুড়ো থাক্‌বে না, তোমাদের ব্যবহার ত এই—হরবিলাস চট্টোপাধ্যায় আমায় জানেন না, তাঁর বাড়ীতে কি কাণ্ড না হয়ে গেছে, আমার ছাপা ত কিছুই নাই।

শ্রীনা। বাবা তুমি যে বিয়ে করে এনেচ কত কি ছাপা থাক্‌বে—

দ্বি, ই। শ্রীনাথ বাবু কেঁচো খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে সাপ তোলেন কেন?

নদে। মামীর কথা নিয়ে শ্রীনাথ মামা যখন তখন ঠাট্টা করেন।

শ্রীনা। কানায়ে ভাগ্‌নে ক্ষান্ত হও।

ভোলা। (দীর্ঘ নিশ্বাস) নদেরচাঁদ এক গেলাস মদ দে ত বাবা—(সকলের মদ্যপান)

তৃ, ই। বাজে কথা রেখে দাও, একটা গান ধরা যাক্—হুঁ হুঁ হুঁ না না না—

শ্রীনা। তান্‌সান্ চুপ কর মা, এখনি ধোপারা দড়া নিয়ে আস্‌বে হুঁকোর জলগুলো ফেলে দিতে হবে।

ভোলা। এস, একটু শাস্ত্রালাপ করা যাক্—

চতু, ই। উচিত—(এক গেলাস মদ্য লইয়া) এই যে গেলাসে পীতবর্ণের পয়ো দেখিতেছেন এটি পেয়, যথা—(মদ্যপান)

ভোলা। ও একটি রস কি না—

চতু, ই। অবশ্য।

শ্রীনা। কি রস ?

চতু, ই। সোমরস।

ভোলা। রসটা কয় প্রকার ?

চতু, ই। রস ষড়্‌বিধ।

শ্রীনা। কি কি ?

চতু, ই। সোমরস, আদিরস, নবরস, তামরস, আনারস, আর—(চিন্তা)

নদে। চরস।

চতু, ই। ঠিক বলেচ বাপ—এমন ছেলেকে মেয়ে দিতে চাও না শ্রীনাথ বাবু।

প্র, ই। লোকে কথায় বলে পঞ্চ ভূত, কিন্তু পাঁচটি কি কি তাহা সকলে জানে না।

চতু, ই। ভূত পাঁচ প্রকারই বটে, যথা—পেত্নীর ভাতার ভূত, মাম্‌দো ভূত, অদ্ভুত, কিম্ভূত, আর দেখ গে—(চিন্তা)

নদে। বেহ্মদত্তি।

চতু, ই। এবারে হোল না।

শ্রীনা। আর নদেরচাঁদ।

নদে। আমি কেমন করে ?

শ্রীনা। আবাগের ব্যাটা ভূত।

চতু, ই। পাঁচ ভূত মিলেচে।

শ্রীনা। গোটা দুই জেয়াদা দেখ্‌চি।

চতু, ই। যে পাঁচ সেই সাত, যথা—পাঁচ সাত বার।

প্র, ই। আচ্ছা ভাই, তুমি শিবের ধ্যানের এইটুক বুঝায়ে দাও দেখি—"ধ্যান্নিতং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং।"

চতু, ই। এ ত সহজ কথা—"ধ্যান্নিতং" কি না "মহেশং"; "রজতগিরি" কি না "নিভং"; "চারুচন্দ্রাবতংসং—" কিছু শক্ত হচ্চে—"চারুচন্দ্রা" যে কতখানি "বতংসং" তা ভাই টিপুনী না দেখে বল্‌তে পারি নে। আমাকে ঠকাতে পার্‌বে না, আমি টোলে পড়িচি।

ভোলা। টোলে পড়া কি ভাল?

শ্রীনা। টলে পড়া ভাল।

ভোলা। তবে অধ্যয়ন করি—(শয়ন)

শ্রীনা। মদের উপাসনা করা যাক্—(সকলের এক এক গেলাস মদ্য হস্তে ধারণ)

প্র, ই। কে বলে নাহিক সুধা অভাগা ধরায়,
দেখুক যে আঁখি ধরে গেলাস কানায়। (মদ্যপান)

দ্বি, ই। পাহাড়ে পীরিত তব সীধু বিধুমুখি,
সাগর লঙ্ঘিয়ে কর স্বামিমন সুখী। (মদ্যপান)

তৃ, ই। সুধীরা মদিরা বালা অবগুণ্ঠ কাক্,
এস না উজান যেন দোহাই—ওয়াক্।

ভোলা। কল্যে বমি।

তৃ, ই। বাবা পিপে খালি কল্লেম, নূতন মাল ভর্ত্তি করি—(মদ্যপান)

চতু, ই। বিলাসিনী দন্তবাস চোঁয়ায়ে চুম্বনে,
বারুণী বাহির হলো তরিতে সুজনে। (মদ্যপান)

শ্রীনা। নীরাকারা সুরা দেবি, লীবরজননী,
বিনয়নাশিনী তুমি বিজ্ঞানদমনী,

ভোল ভোল অভাগায় ক্ষতি তাহে নাই,
ভোলারে ভুল না মাতা এই ভিক্ষা চাই। (মদ্যপান)

ভোলা। গদ্য, পদ্য, বাদ্য, মদ্য, মিষ্ট সমতুল—
বামা-মুখ-চ্যুত-মদে প্রফুল্ল বকুল। (মদ্যপান)

প্র, ই। একবার প্রফুল্ল হলে হয় না ?

ভোলা। না হে তায় আর কাজ নাই, আমি এখন স্ত্রীর বশীভূত হইচি—

শ্রীনা। নদেরচাঁদ গেলাস হাতে করে ভাব্‌চিস্ কি—ঠাকুর্দ্দের দাও। তোমার মামা মামীর প্রেমে ক্ষীরোদ মন্থন।

নদে। মদের মজাটি গাঁজা কাটি কচ্ কচ্—
মামীর পীরিতে মামা হ্যাকচ্ প্যাকচ্। (মদ্যপান)

দ্বি, ই। যথার্থই আবাগের বেটা ভূত—তোর মামীর পীরিতের কথা কেমন করে বল্লি ?

নদে। যথার্থ কথা বল্‌তে দোষ কি ?

ভোলা। যথার্থই হক্ আর অযথার্থই হক্ সম্পর্কবিরুদ্ধ কোন কথা বল্‌তে নাই ; তোমাদের ছেলে কাল থেকে উপদেশ দিচ্চি তা তোমাদের কিছুই জ্ঞান হয় না—"মামীর পীরিত" বলা তোমার অতিশয় গর্হিত হয়েছে—

নদে। বাবার জবানি বলিচি—

তৃ, ই। বাহবা বাহবা বেশ সাম্‌লে নিয়েচে—নদেরচাঁদ একটি কম নয়—

শ্রীনা। নদেরচাঁদের মত আর একটি ছেলে প্রথম বার শ্বশুরবাড়ী থেকে এসে ফিক্ ফিক্ করে হেঁসে তার বাপকে ঠাট্টা করেছিল, তার বাপ তাতে রাগ কল্যে, সে বল্যে "বাবা তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ফিরেছে, তোমার নাম আর আমার শালার নাম এক"—

ভোলা। যথার্থ কথা বল্‌তে কি শ্রীনাথ বাবু, বড় দুঃখ হয়, এত টাকা খরচ কল্যেম, ছোঁড়াদের বুদ্ধিও হলো না বিদ্যাও হলো না—দেখ দেখি ভাই মামী মায়ের মত, তাকে ঠাট্টা কল্যে—

নদে। মামী যদি আমার মা হলো তবে আপনি বিয়ে কল্যেন কেমন করে ?

চতু, ই। বা নদেরচাঁদ, বেশ উত্তর দিয়েচ—মদ না খেলে কথা বেরোয় না, মদে বুদ্ধির প্রখরতা জন্মে।

ভোলা। মদ্যমবিরতং পিবতি যদি মানবঃ
মতিস্তস্য বৃহস্পতেরিব তীক্ষ্ণা ভবতি।

যদি মনুষ্য অবিরত মদ্য পান করে, তার বুদ্ধি বৃহস্পতির তুল্য তীক্ষ্ণ হয়।

শ্রীনা। ভোলানাথ বাবু সংস্কৃতটা একচেটে করে নিয়েচেন।

ভোলা। বাবা, লেখাপড়া শিখ্‌তে গেলে পয়সা খরচ কত্তে হয়—দিনের বেলা কালেজে ইংরাজি পড়্‌তেম রাত্রে তর্কচূড়ামণির কাছে সংস্কৃত পড়্‌তেম।

নদে। আমরাও চূড়ামণির কাছে পড়িচি।

শ্রীনা। চূড়ামণি যারে ছুঁয়েচেন তার আখের খেয়ে দিয়েচেন।

ভোলা। পণ্ডিতস্পর্শে পাণ্ডিত্যমুপজায়তে—পণ্ডিতকে স্পর্শ কল্যে পাণ্ডিত্য জন্মায়।

প্র, ই। মদ ছুঁলে মহৎ হয়। (সকলের মদ্যপান)

ভোলা। শ্রীনাথ বাবু কাশীতে তোমাদের চাঁপাকে দেখে এলেম—সে কাশীবাসিনী হয়ে আছে, আমাদের খুব যত্ন করেছিল—অরবিন্দকে কত গাল দিতে লাগ্‌লো, বল্লে কুলের বাহির করে বেইমান ছেড়ে দিয়ে পালালো—

শ্রীনা। চাঁপার সঙ্গে অরবিন্দের নাম করা অতি মূঢ়তার কার্য্য, অরবিন্দের কেমন চরিত্র তা কি জান না—

ভোলা। সে বল্যে তা আমি কি কর্‌বো—নদেরচাঁদের মোকদ্দমাটা শেষ হক্, তার পর আমি চাঁপাকে এখানে আন্‌বো, তার মুখ দিয়ে তোমায় শোনাব।

দ্বি, ই। নদেরচাঁদের মোকদ্দমা কবে হবে?

নদে। কাল।

তৃ, ই। হরবিলাস বাবু বলেচেন যদি জরিবানা করে ছেড়ে দেয়, তা হলেও নদেরচাঁদকে কন্যা দান কর্‌বেন। ঘটক বল্যে তিনি মোকদ্দমার কথা শুনে অতিশয় রাগ করেছিলেন এখন একটু নরম হয়েছেন।

ভোলা। সাধে নরম হয়েচেন, আমার হাতে আছেন।

চতু, ই। একবার গাওয়া যাক্—

সকলে। (গীত, রাগিণী শঙ্করা তাল আড়খেম্‌টা।)

নেশার রাজা, মদের মজা,
না খেলে কি বল্‌তে পারি—
বিমল সুধা বিনাশ ক্ষুধা
পান করিয়ে বাদ্‌সা মারি।
সুতার যেমন শ্যাম্পেন সেরা;
হতেন যদি ধান্যেশ্বরী,
শায়ের মেয়ে বিয়ে করি,
ঘরজামায়ে হতেম তারি।

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। সব তয়ের হয়েছে।

ভোলা। আমরাও তয়ের হইছি—

প্র, ই। নেশার রাজা, মদের—

শ্রীনা। ওর মুখে খানিক গোবর দাও ত, বড় জ্বালাচ্চে—খাবার তয়ের হয়েছে এখন উনি নেশার রাজা কচ্চেন।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর। ক্ষীরোদবাসিনীর শয়নাগার।

ক্ষীরোদবাসিনীর প্রবেশ।

ক্ষীরো। হা পরমেশ্বর! হা অনাথবন্ধু! হা মহাদেব! অভাগিনীর প্রতি একটু দয়া হলো না—অনাথিনীকে একবার মুখ তুলে চাইলে না। আজ্‌কের রাত পোহালে কাল পুষ্যি পুত্র লওয়া হবে, আমার নাথের নাম ডুবে যাবে—(রোদন) কাল আমি কাঙ্গালিনী হবো, কাল আমি পথের ভিকারিণী হবো, কাল আমায় আমার বলে এমন কেউ থাক্‌বে না—প্রাণেশ্বর একবার দেখা দাও—কোথায় রইলে, কোথায় গেলে, দাসীকে সঙ্গে করে নাও। হে সূর্য্যদেব তুমি আজ অস্তে যেও না, তুমি অস্তে গেলে আমার প্রাণনাথের নাম অস্তে যাবে—তুমি যদি অস্তে যাও, কাল আর উদয় হয়ো না—আহা! প্রাণেশ্বর বিহনে আমার সব অন্ধকার—আমি আর দিন পাব না—আমি আর নাথের চন্দ্রবদন দেখ্‌তে পাব না—প্রাণকান্ত, পুষ্যি পুত্র লওয়া হচ্চে তাতে ক্ষেতি কি? তুমি বাড়ী এস, তোমায় দেখ্‌লে আমার সকল দুঃখ যাবে, তোমার পদসেবা কত্তে পেলে আমি রাজ্যেশ্বরী অপেক্ষাও সুখী হবো—আহা! স্বামিহীনা রমণীরাই বলতে পারে স্বামীকে দেখ্‌তে পেলে মনে কি অপার আনন্দ জন্মে—ও মা, মা গো, দুঃখিনীর প্রাণে পরিতাপ যে আর ধরে না মা—আমি কি সত্যি সত্যি পতিহীনা হলেম—আমার রাজ্যেশ্বরের রাজ্যে আর এক জন এসে রাজ্য কত্তে লাগ্‌লো—আহা!

আহা! প্রাণ, তোমারে কি বলে বুঝাব, তুমি বিদীর্ণ হচ্চো, হও—ছেলেকালে আমাকে জন্মএয়ীস্ত্রীর লক্ষণযুক্ত বল্‌তো; ও মা তা কি এই! আমি আজ রাত্রে প্রাণ ত্যাগ করি, তা হলে আমার জন্মএয়ীস্ত্রী নাম থাক্‌বে—মরি, মরি, মরি, এক বিনে সব অন্ধকার, আমি আর কিছুতে নাই, আমি রাজরাণী সন্ন্যাসিনী—আমার যদি একটি পেটের ছেলে থাক্‌তো তা হলেও আমি পৃথিবীতে থাক্‌তে পাত্তেম, তা হলেও আমি মনকে প্রবোধ দিতে পাত্তেম। আহা! আমার প্রাণনাথের খড়ম একবার বক্ষে ধারণ করি, (বক্ষে খড়ম ধারণ) আমার কেবল এই এক মাত্র জুড়াইবার উপায়—আমার গহনা, কাপড়, বাক্‌সয় যেমন আছে এম্‌নি থাকবে, না যাকে যাকে ভাল বাসি তাকে তাকে দিয়ে যাব—আমি ভাল শাড়ীখানি পর্‌বো, মুক্তার মালাছড়াটি গলায় দেব, দিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দেব, এয়ীস্ত্রী মর্‌বো, বিধবা হবো না, বিধবা হবো না, বিধবা—(রোদন)

দাসীর প্রবেশ।

দাসী। আহা এমন করে রাজার রাজ্জিপাট উঠে গেল গা—মা তুমি কেঁদে কেঁদে শুখ্‌য়ে গেলে যে—গাঁ শুদ্ধ লোক পুষ্যি পুত্র নিতে বারণ কচ্চে, তবু পুষ্যি পুত্র না নিলে আর চল্লো না—লোকে বলে বুড়ো হলে মতিচ্ছন্ন হয়—

ক্ষীরো। (দীর্ঘ নিশ্বাস) আমার কপাল মন্দ, তাঁর দোষ কি।

দাসী। আহা! গিন্নী যদি থাক্‌তেন, তা হলে কি পুষ্যি পুত্রের কথা মুখে আন্‌তে পাত্তেন—আহা অরবিন্দ যখন হয়, গিন্নীর কত আহ্লাদ, সকল লোককে সোনার গয়না দিচ্‌লেন—আমি আঁতুড়ে ছিলেম, আঁতুড়ে থেকে বেরুয়ে

গিন্নী আমায় পাঁচ ভরি দিয়ে সোনার দানা গড়্য়ে দিচ্লেন—আমি পোড়াকপালী আজো বেঁচে রইচি, সেই অরবিন্দ ছেড়ে যাচ্চে চক্ দিয়ে দেখ্চি—(রোদন)

ক্ষীরো। ঝি আমি হতভাগিনী, আমার কোন সাদ মিট্‌লো না—আমার মনের দুঃখ মনেই রইলো—ঝি, আমার আঁতুড়ে তোকে রাখ্তে পাল্লেম না—আমি ঠাকুরুণের মত কাহাকেও সোনাদানা হাতে করে দিতে পেলেম না—ঝি আমি কাঙ্গালিনী, আমাকে চিরদুঃখিনী বলে মনে করিস—ঝি তুই আমার প্রাণপতিকে আঁতুড় হতে লালন পালন কর্‌তিস, তুই আমাকে বড় ভাল বাস্‌তিস্, তোকে আমার তাবিচ দু ছড়া দিই তোর ছেলের বউকে পর্‌য়ে দিস—

(বাক্‌স হইতে তাবিচ বাহির করিয়া দাসীর হস্তে প্রদান)

দাসী। মা আজ কি সুখের দিন তা আমি সোনার তাবিচ নেবো—মা কালীঘাটের কালী দিন দিতেন, অরবিন্দ বাড়ী আস্‌তো, আমি জোর করে সোনার তাবিচ নিতেম—মা এখন আমাকে তুমি তাবিচ দিও না—

ক্ষীরো। ঝি আমি কাঙ্গালিনী, কিন্তু যত গহনা আছে তা সকলি আমার, আমি আজ বার বৎসর তাবিচ হাতে দিই নি—তুই আমার প্রাণকান্তের ঝি, তোর বউ ঐ তাবিচ পরলে আমার আহ্লাদ হবে—

দাসী। মা তোমার যেমন মন তেমনি ধন হক, মা কালীঘাটের কালী যদি থাকেন, অরবিন্দ বাড়ী আস্‌বে, তোমার রাজ্যিপাট বজায় থাক্‌বে।

লীলাবতীর প্রবেশ।

ক্ষীরো। লীলা আমার তাবিচ তু ছড়া ঝিকে দিলেম—আমার নাম করে, আমার দয়ার সাগর প্রাণকান্তের নাম করে, ওর বউ পর্‌বে—লীলা, ঝি ঠাকুরুণের আঁতুড়ে ছিল—আমার প্রাণনাথকে মানুষ করেছিল—লীলা কত লোকের বাড়ীতে ঝি আছে, শাশুড়ীর আঁতুড়ে থাকে, তার পর আবার বয়ের আঁতুড়ে থাকে—আমার মন্দ কপাল কোন সাদ পূর্ণ হলো না—ছেলেকালেই খাওয়া পরা উঠে গেল, আমোদ আহ্লাদের শেষ হলো—বিধবা হলেম—(রোদন)

লীলা। বউ আমার মুখ দিয়ে কথা সর্‌চে না—তোমার মুখ দেখে আমার প্রাণ ফেটে যাচ্চে—আমি কি বল্‌বো—আমাদের কপালে এই ছিল—ঝি তুই দৌড়ে সইকে ডেকে আন (রোদন)

[দাসীর প্রস্থান।

ক্ষীরো। লীলাবতি, কেঁদ না দিদি, আমি শান্ত হইচি—

লীলা। বউ আমার মা নাই, তুমি ছেলেকাল হতে আমায় মায়ের মত প্রতিপালন করেছ, তোমাকে কাতর দেখ্‌লে আমার হাত পা পেটের ভিতর যায়—বউ তুমি কি নিরাশ্বাস হয়েছ—হ্যাঁ বউ, পুষ্যি পুত্র নিলে কি দাদা বাড়ী আস্‌তে পারেন না—

ক্ষীরো। আর কি বলে আশা করি—পুষ্যি পুত্র লওয়া হলে প্রাণনাথ আর বাড়ী আস্‌বেন না—লীলা, আমি পুষ্যি পুত্র লওয়া দেখ্‌তে পার্‌বো না—লীলা, আজ রাত্রে আমি প্রাণত্যাগ কর্‌বো—লীলা, তুই আমার প্রাণকান্তের ভগিনী, তোর হাঁসিটুকু তাঁর হাঁসির মত, তোকে আমি মেয়ের মত ভাল বাসি, লীলা, আমার ভাল ভাল গহনাগুলি, আমার ভাল ভাল শাড়ীগুলি তুই পরিস, আমার মাতার দিব্বি আর কারো ছুঁতে দিস্ নে—

লীলা। বউ, আমার প্রাণ কেমন করে—বউ আমার ভয় কচ্চে—বউ আমার কেউ নাই, তুমি আমায় ছেড়ে যেয়ো না—(ক্ষীরোদবাসিনীর গলা ধরিয়া রোদন)

ক্ষীরো। ভয় কি দিদি—আমি তোমায় ছেড়ে কোথা যাব—চুপ কর কেঁদ না—

লীলা। পুষ্যিপুত্র নিলেন নিলেন তাতে ক্ষেতি কি—দাদা যখন বাড়ী আস্‌বেন তখনি আমাদের আনন্দ, তা যত ইচ্ছে তত কেন পুষ্যিপুত্র নেন না।

শারদার প্রবেশ।

শার। যে ছেলেটি পুষ্যিপুত্র কর্‌বেন, তাকে এ বাড়ীতে রাখ্‌বেন না, তাকে আপাততঃ তার মায়ের কাছে রাখ্‌বেন, তার পর তাকে একখানি বাড়ী করে দেবেন—এ বাড়ী বয়ের নামে লিখে দেবেন।

ক্ষীরো। আমার বাড়ীতে প্রয়োজন কি—যাঁকে নিয়ে বাড়ীর শোভা তাঁকেই যখন পেলেম না তখন বাড়ীতেই বা কাজ কি, আমার বাড়ীতে থেকেই বা কাজ কি—আমার প্রাণকান্তকে আমি যদি পেতেম আমার গাছতলায় স্বর্গপুরী হতো।

লীলা। পুষ্যিপুত্র এ বাড়ীতে রাখ্‌বেন না, পাছে আমরা কিছু মন্দ করি—জগদীশ্বর আমাদের দুঃখিনী করেচেন কত যন্ত্রণা সইতে হবে।

ক্ষীরো। পুষ্যিপুত্র এ বাড়ীতে থাক্‌লেও আমি কিছু কর্‌বো না, না থাক্‌লেও আমি কিছু কর্‌বো না, আমি জন্মের সোদ এ বাড়ী ছেড়ে যাচ্চি—কাল এক দিকে পুষ্যিপুত্র লওয়া হবে আর দিকে হতভাগিনী গঙ্গায় ঝাঁপ দেবে—আমি কি আর এ

পুরীতে থাক্‌তে পারি—পুষ্যিপুত্রের নাম শুনি আর প্রাণ কেঁদে ওটে, পুষ্যিপুত্র লওয়া হলে কি আমি জীবিত থাক্‌বো—

শার। বউ তুমি পাগলের মত উতলা হয়ে কোন কাজ কর না, এখন আমরা যেরূপ দাদার আস্‌বের আশা কচ্চি, পুষ্যিপুত্র লওয়া হলেও সেইরূপ কর্‌বো—পুষ্যিপুত্র লওয়া হলো বলে তোমার আশা ত কম্‌চে না, তবে তুমি কি জন্য আত্মহত্যা কত্তে যাবে।

ক্ষীরো। শারদা আমি আজ বার বৎসর তাঁর আশায় রইচি, আর প্রতিদিন সূর্য্যোদয় হয়, আর আমি ভাবি আজ আমার স্বামী বাড়ী আস্‌বেন; আমার এক দিনের তরেও মনে হয় নি তিনি আসবেন না। কিন্তু এই পুষ্যিপুত্রের নামে আমার মন কেমন ব্যাকুল হয়েছে তা আমি বল্‌তে পারি নে, আমার বোধ হচ্চে যেন ঠাকুর তাঁর কোন অশুভ সংবাদ আজ কাল শুনেচেন, আমার বুঝি সর্ব্বনাশ হয়েছে—শারদা তোরা আমাকে ভাল বাসিস, আমাকে সহমরণে যেতে দে, আমি প্রাণনাথের খড়ম আলিঙ্গন করে আগুনে ঝাঁপ দিই—(রোদন)

লীলা। এখন কি আর বাবা বারণ শুন্‌বেন, বারণই বা কর্‌বে কে—মামা কাল বাবার সঙ্গে ঝকড়া করে যে বের্‌য়েছেন এখন আসেন নি।

শার। রঘুয়া বল্লে মামা যজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারীর সঙ্গে নৌকা করে শ্রীরামপুরের দিকে গিয়েছেন, যজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী আবার দাদার খবর বল্‌তে এসেছিল, কর্ত্তা তাকে মেরে তাড়্‌য়ে দেছেন—

(নেপথ্যে কোলাহলধ্বনি)

লীলা। বাইরে ভারি গোল হচ্চে কেন বল দেখি—বাবার গলা শুন্‌তে পাচ্চি—তিনি যেন কাঁদ্‌ছেন—

ক্ষীরো। সত্যি ত, জেনে আয় দেখি, ললিত বুঝি এসেছে—

শার। এই যে মামা আস্‌চেন।

শ্রীনাথের প্রবেশ।

শ্রীনা। ও মা লীলাবতি, তোমার দাদা বাড়ী এসেচেন—অরবিন্দ বাড়ী এসেচেন—সেই ছোট ব্রহ্মচারী যিনি যোগজীবন নাম নিয়ে বেড়াতেন, তিনিই অরবিন্দ, তাঁর পাকা দাড়ি মিছে, এখন তাঁর দাড়ি আছে কিন্তু এ কালো দাড়ি।

[শ্রীনাথের প্রস্থান।

লীলা। বউ অমন করে পড়্‌লেন কেন?—ও বউ, বউ, আর বউ, বউ যে মূর্চ্ছিত হয়েচেন—সই ঝিকে ডাক, জল আন্‌তে বল—

শার। (গাত্রোত্থান করিয়া) ও ঝি, ঝি, ওরে দৌড়ে আয় বউ মূর্চ্ছা গেছেন, জল নিয়ে আয়—(পাকা লইয়া বাতাস)

লীলা। ও বউ, বউ—ও সই, বউ এমন ধারা হলেন কেন, বউ যে ন্যাতা মত হয়ে পড়্‌লেন—

জল লইয়া দাসীর প্রবেশ, এবং ক্ষীরোদবাসিনীর মুখে জল প্রদান।

দাসী। ভয় কি এখনি চেতন হবে—ও মা, মা, তোমার স্বামী বাড়ী এসেচেন, ও মা অরবিন্দ বাড়ী এসেচেন—

লীলা। সই আল্‌মারির ভিতর থেকে নুনের শিশিটে দে, আমার গা কাঁপচে—

শার। ভয় কি, তুই এমন ভয়তরাসে কেন—(নুনের শিশি নাসিকায় ধারণ)

BASIC TRAINING COLLEGE

লীলা। বউ, বউ—

ক্ষীরো। মা—

শার। বউ, সাম্‌লেচ ?

ক্ষীরো। হ্যাঁ।

দাসী। ও মা আমার আশীর্ব্বাদ ফলেচে, আমার অরবিন্দ বাড়ী এসেচে—

ক্ষীরো। লীলা, এ ত স্বপ্ন নয় ?

লীলা। না বউ সত্যি সত্যি দাদা বাড়ী এসেচেন।

দাসী। আহা! বুড়ো মিন্‌ষে অরবিন্দের গলা ধরে ভেউ ভেউ করে কাঁদ্‌চে—বল্‌চেন "বাবা তুমি কেমন করে আমায় ভুলে ছিলে"—আমি এক বার বাবাকে প্রাণ ভরে দেখে আসি।

[দাসীর প্রস্থান।

ক্ষীরো। শারদা আমার ভয় হচ্চে পাছে স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়।

শার। না বউ কিছু ভয় নাই—সেই ছোট ব্রহ্মচারী, যাঁকে অনাথবন্ধুর মন্দিরে দেখেছিলেম, তিনিই তোমার স্বামী—তাঁর সে পাকা দাড়ি মিছে।

ক্ষীরো। আমি ত তখনি বলেছিলেম ; উনিই আমার প্রাণকান্ত—পাকা দাড়ি না থাক্‌লে আমি তখনি তাঁর হাত ধর্ত্তেম।

শ্রীনাথের প্রবেশ।

শ্রীনা। বউমাকে বলো উনি এমন কোন গোপন কথা অরবিন্দকে জিজ্ঞাসা করুন যা উনি আর তিনি জানেন, আর কেউ জানে না, আর সে কথার যে উত্তর তাহাও লিখে দেন।

ক্ষীরো। লীলা বল, যখন সেই ব্রহ্মচারীর পাকা দাড়ি

মিছে আর তিনিই আমার স্বামী হয়ে এসেচেন, তখন কোন পরীক্ষায় প্রয়োজন নাই।

শ্রীনা। অপর অপর লোকের প্রত্যয় জন্য এই পরীক্ষার আবশ্যক—বাইরে লোকারণ্য হয়েছে অরবিন্দ সকলকে নাম ধরে ধরে ডেকে আলাপ কচ্চে।

ক্ষীরো। আচ্ছা উনি যান আমি প্রশ্ন, উত্তর, লিখে দিচ্চি।

[শ্রীনাথের প্রস্থান।

লীলা। কি প্রশ্ন করবে?

ক্ষীরো। বল্‌চি।

শার। খুব যেন পুরাণ কথা হয় না, কারণ তিনি ভুলে গেলেও ত যেতে পারেন।

ক্ষীরো। লীলা তুই একখান কাগজ ধরে লেখ্—

লীলা। (কাগজ গ্রহণানন্তর) বলো—

ক্ষীরো। ফুলশয্যার রাত্রে আমাকে কথা কওয়াবার জন্যে আপনি আমায় জিজ্ঞাসা করেন, আমাদের বাড়ী হতে কালীঘাটের কালীর মন্দির কত দূর—আমি তাহাতে কি উত্তর দিয়েছিলেম?

লীলা। কি উত্তর লিখ্‌বো—

ক্ষীরো। আর একটা কাগজে লেখ—

লীলা। বলো।

ক্ষীরো। "এক শত বৎসরের পথ"।

শার। বউ এ অনেক দিন্‌কের কথা এটি তাঁর মনে না থাক্‌তে পারে এ কথাটা লিখে কাজ নাই, যদি ঠিক উত্তর না দিতে পারেন, লোকে কানাকানি কর্‌বে।

ক্ষীরো। ঠিক উত্তর না দিতে পারেন উনি আমার স্বামী

নন—যিনি আমার স্বামী তিনি অবশ্যই ও উত্তরটি বল্‌তে পারবেন।

লীলা। আর কখন এই কথা লয়ে আমোদ টামোদ করেছিলে।

ক্ষীরো। কত বার—তিনি আমায় কথায় কথায় বল্‌তেন "কালীর মন্দির এক শত বৎসরের পথ"—

লীলা। তবে মনে আছে।

ক্ষীরো। ছুটি কাগজই পাঠ্‌য়ে দাও—বলে দাও—এইটি প্রশ্ন, এইটি উত্তর।

লীলা। আমি মামার হাতে দিয়ে আসি।

[লীলাবতীর প্রস্থান।

ক্ষীরো। বার তের বৎসর আমার স্বামীর কোন সমাচার ছিল না, এর মধ্যে অনেক পরিবর্ত্ত হয়েছে, সে চেহারা নাই, সে কথা নাই, সেরূপ মনের ভাব নাই—তাঁর সম্বন্ধে অনেক ভ্রম হতে পারে—অপর কেহ পতির রূপ ধরে এসে ধর্ম্ম নষ্ট করে, তার চেয়ে বিধবা হয়ে থাকা ভাল—উনি যদি যথার্থ উত্তরটি দিতে পারেন, আমার মনে কিছুমাত্র সন্দেহ থাক্‌বে না—আমি পবিত্র চিত্তে তাঁর বাম পাশে বস্‌বো।

শার। তোমার স্বামী তুমি দেখ্‌লেই চিন্তে পার্‌বে—হাজার পরিবর্ত্ত হক স্বামীর মুখ দেখ্‌লেই চেনা যায়।

(নেপথ্যে আনন্দধ্বনি)

ক্ষীরো। সকলে আহ্লাদ করে উঠ্‌লো, বুঝি বল্‌তে পেরেচেন।

শার। যখন এ কথা নিয়ে কৌতুক করেচেন, তখন অবশ্যই বল্‌তে পেরেচেন।

লীলাবতীর প্রবেশ।

লীলা। মেজ ঠাকুরদাদা উত্তরের কাগজটি হাতে রেখে, প্রশ্নের কাগজটি দাদার হাতে দিলেন, দাদা পড়্‌তে লাগ্‌লেন, আর হাঁসতে লাগ্‌লেন, তার পর অমনি বল্‌লেন "একশত বৎসরের পথ"—মেজ ঠাকুরদাদা উত্তরটি কাগজ খুলে চেঁচ্‌য়ে পড়্‌লেন আর সকলে আনন্দে হাততালি দিতে লাগ্‌লো। বাবা দাদাকে বাড়ীর ভিতর আস্‌তে বলেচেন।

শার। চল সই, আমরা যাই।

ক্ষীরো। শারদা যেয়ো না—লীলা, বস তোর দাদা তোকে দেখুক, আর তো আপনার জন কেউ নাই।

যোগজীবনের প্রবেশ এবং লীলাবতী ও শারদাসুন্দরীর প্রণিপাত।

যোগ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) তুমি বুঝি একটি প্রণাম কত্তে পাল্যে না?

ক্ষীরো। আমি ত চরণ তলে পড়িই আছি, তুমিই সিন পায় রাখ্‌তে চাও না—আমায় একাকিনী ফেলে বার বৎসর ভুলে ছিলে।

যোগ। এখন আমি বাড়ী এলুম তোমার কাছ ছাড়া এক দণ্ডও হব না। সে দিন তোমায় আমি অনাথবন্ধুর মন্দিরে যে কাতর দেখ্‌লুম সেই দিনই তোমাকে দেখা দিতেম কিন্তু তখন আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় নি, তাই দেখা দিতে পারি নি।

ক্ষীরো। তোমার যদি পাকাদাড়ি না থাকৃত তা হলে সে দিন আমি জোর করে তোমার হাত ধত্তেম—লীলার আজো বিয়ে হয় নি।

যোগ। আমি তা সব জেনিচি—ললিতমোহন কাশীতে আছে আমি তাকে আন্‌তে লোক পাঠাব।

ক্ষীরো। ঠাকুর আর এক সম্বন্ধ করেছেন।

যোগ। নদেরচাঁদ জেলে গিয়েছে, সে সম্বন্ধ কাজে কাজেই রহিত হলো।

শার। দাদা আপনি যদি আজ না আস্‌তেন কাল পুষ্যিপুত্র লওয়া হত, আর বউ প্রাণত্যাগ কত্তেন—বার বৎসরের ভিতর বয়ের এক দিনের জন্য চকের জল বন্দ হয় নি।

যোগ। লীলাবতী থাক্‌তে বাবা পুষ্যিপুত্র নিতেছিলেন কেন ?

ক্ষীরো। তা তিনিই জানেন—আমি কত বারণ করিচি, পাড়ার লোকে কত বারণ করেচে, তা কি তিনি কারো কথা শোনেন ?

যোগ। তারাসুন্দরীর কোন কথা বাবা তোমাদের বলেছিলেন ?

ক্ষীরো। কিচ্ছু না।

যোগ। কোন চিটি তিনি পান নি ?

ক্ষীরো। তা বল্‌তে পারি নে—লীলা কিছু শুনেছিলি—

লীলা। না বাবা ত এখন আমায় কোন চিটি দেখ্‌তে দেন না।

শার। কোন্ তারা বউ ?

ক্ষীরো। আমার বড় ননদ ; এঁরা যখন কাশীতে ছিলেন, একজন হিন্দুস্থানী দাসী তারাকে চুরি করে নিয়ে গেচ্‌লো।

যোগ। লীলা তুমি মেঘনাদবধ কাব্য পড়্‌তে পার ?

লীলা। পারি।

যোগ। বুঝ্‌তে পার ?

লীলা। শক্ত শক্ত কথার অর্থ সব লেখা আছে।

নেপথ্যে। অরবিন্দ একবার বাইরে এস, বাবুরা তোমায় দেখ্‌তে এসেচেন।

ক্ষীরো। তারার কথা কি বল্‌ছিলে যে?

যোগ। এসে বল্‌বো।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর।—শারদাসুন্দরীর শয়নঘর।

শারদাসুন্দরীর প্রবেশ।

শার। (কার্‌পেট বুনিতে বুনিতে) সই আমায় ঠাট্টা করে, বলে সয়ার মন ভুলাতে আমি এত ভাল করে এ জুতা জোড়াটা বুন্‌চি—আমায় বল্যেন সিদ্ধেশ্বরের স্ত্রী যেমন ফুল তুলেচে তেমনি ফুল তুলে দিতে—যা হয়েচে ই দেখে কত আমোদ করেচে —উনি যে এ সকল বিষয় নিয়ে আমোদ কর্‌বেন তা স্বপ্নেও জান্‌তেম না। সৎসঙ্গে কাশীবাস, নদেরচাঁদকে ছেড়ে সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে যেই মিশেচেন, ওমনি সব পরিবর্ত্ত হয়েচে— প্রথম থেকে স্বভাব ভাল, কেবল নদে পোড়াকপালে এত দিন মজ্‌য়েছিল—রাজলক্ষ্মীর চাইতে আমার ফুলের রং ভাল ফলেচে —সিদ্ধেশ্বর তা কখন বল্‌তে দেবে না—সে বলে রাজলক্ষ্মী যা করে তা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়—

লীলাবতীর প্রবেশ।

লীলা। কি সই কি কচ্চো?

শার। ও ভাই সেই জুতা জোড়াটা বুন্‌চি।

লীলা। মাইরি সই মিছে কথা কয়ো না—ও ত জুত নয়।

শার। জুত নয় তবে কি?

লীলা। ভাতার ধরা ফাঁদ—যখন ওম্‌নি ধরা দিয়েচে তখন আর ফাঁদে আবশ্যক কি?

শার। তুই আর ব্যাখ্যানা করিস নে সই, আমি এই তুলে রাখ্‌লেম।

লীলা। সই তুলিস নে, ফাঁদ পেতে রাখ, তোর ভাতারে ভাতারে ধূলপরিমাণ হবে।

শার। এই বার একটি ধরে তোকে দেব।

লীলা। ধরা পড়েই যদি ধরে বসে?

শার। তুই আইবুড়ো থাক্‌বি।

লীলা। সই আজ আমি চমৎকার স্বপ্ন দেখিচি।

শার। যেন ললিতের কোলে বসে রইচিস, না?

লীলা। মাইরি সই উত্তম স্বপ্ন।

শার। বল্‌ দেখি।

লীলা। নিশীথ সময় সই—নীরব অবনী—
নিদ্রার নির্ভয় অঙ্কে অঙ্গ নিপতিত,
যেমতি নবীন শিশু জননীর কোলে,
স্তনপানে তৃপ্ত হয়ে সুষুপ্ত অঘোর—
সুশীলা মহিলা এক—অরবিন্দমুখী,
ইন্দীবর বিলম্বিত শ্রবণের মূলে,
বিমুক্ত চিকুর দাম, কিন্তু অগ্রভাগে
বিরাজে বন্ধন, সহ বিপিন মালতী,
আবরিত কলেবর—সুগোল, কোমল—
বিমল বল্কলে—শৈবালে জলজ যথা—
চারু করে শোভা করে মৃণালসহিত
পুণ্ডরীক কলি, পরিপূর্ণ পরিমলে—

ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে শিওরে বসিয়ে
বলিলেন "লীলাবতি আশুগতি পদে
অবিলম্বে মম সনে নিঃশব্দে প্রয়াণ
কর, সিদ্ধ মনোরথ হইবে ত্বরায়"।
বিমোহিত হেরে রূপ, মধুর বচনে,
কথার সময় নাই, চলিলাম ধরে
ভাবিনীর ভুজবল্লী বিজলী বরণ—
কিরূপে গেলাম সই, স্থলে কিম্বা জলে,
অনিলে, অনলে, কিম্বা রথ আরোহণে,
বলিতে পারি নে ; হইলাম উপনীত
সুরম্য অরণ্য মধ্যে, সরোবর তীরে—
গোলাকার সরোবর মনোহর শোভা—
সুন্দর ভূধর-পুঞ্জে ঘেরা চারি দিক ;
নীল শিলা বিনির্ম্মিত তট রমণীয়,
বিরাজিত তদুপরি কুসুম কানন—
পারিজাত, গন্ধরাজ, বেল, বনমল্লী,
বিপিন-মালতী, জাতী, বান্ধুলী, গোলাপ ;
পর্ব্বতের ঢালে কত কস্তূরী হরিণ
খেলিতেছে প্রেমানন্দে চন্দন তলায়,
আমোদিত সুসৌরভে সরোবর কূল,
বন পক্ষী অগণন বসিয়ে অশোকে,
সহকারে, সালে, বেলে, বকুলে, তমালে,
গাইতেছে বন্যগীত সুমধুর রবে।
সরসীর স্বচ্ছ বারি প্রণালী বন্ধনে
আচ্ছাদিত নানামতে দেখিতে সুন্দর—
কূল হতে কিছু দূর শৈবালে ব্যাপিত ;
তার পরে চক্রাকারে সব অঙ্গে শোভে
কহ্লার কুমুদ কুন্দ শ্বেত শতদল ;

কুবলয়চয় পরে রুধির বরণ
বিরাজে সরসী বক্ষে আলো করি দিক্ ;
তদন্তে শোভিত সব ইন্দীবর দলে—
যা তুলে তপস্বিবালা—বিমলা সরলা—
কুন্তল করিয়ে পরে শ্রবণের মূলে ;
পরিশেষে পঙ্কজিনী-সর-অহঙ্কার।
দ্বিরেফ সর্ব্বস্ব নিধি, রবি মনোরমা,
কুসুমকুলের রাণী, মরাল সঙ্গিনী—
পবন হিল্লোলে দোলে, ভরা পরিমলে।
তার পরে বারি চক্র হীন দাম দল,
করিতেছে তক্ তক্ কাচের মতন ;
বারি চক্র মধ্য ভাগে শোভিত সুন্দর
বিপুল কুসুম এক আভা মনোলোভা—
চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে চন্দ্রমা যেমতি,
অথবা যেমন পাথরের গোল মেজে
বিরাজিত কুসুমের তোড়া রমণীয়—
তত বড় ফুল সই দেখি নি কখন,
শত শতদল যেন বাঁধা এক সঙ্গে।
বিপুল কুসুম বেড়ে মরালী মণ্ডলী
করিতেছে সন্তরণ—যুবতী নিচয়
যেন বরে বেড়ে ফিরিতেছে সাত পাক।
কূলোপরি কত নারী সারি সারি বসি—
অপ্সরী, কিন্নরী, পরী, দেবী, মানবিনী—
কেহ হাঁসে কেহ গায়, কেহ স্থির নেত্রে
গাঁথিছে ফুলের মালা বল্লভ রঞ্জন।
বিস্মিতা দেখিয়ে মোরে সঙ্গিনী আমার,
কহিলেন হাস্যমুখে—“দেখ লীলাবতি,
‘পরিণয় সরোবর’ এ সরের নাম ;

ওই যে বিপুল ফুল সরোমধ্য দেশে,
প্রজাপতি-প্রদত্ত 'প্রণয় পুণ্ডরীক'—
ফুল চাও, কর বেশ, দেহ নব অঙ্গে,
আতর, চন্দন, চুয়া, কস্তূরী, গোলাপ,
হরিদ্রা, সুগন্ধি তেল, প্রসূনের মালা"—
সঙ্গিনীর কথা শেষ না হতে সজনি,
সুন্দরীর দলে মিলে সাজালে আমায়—
হেন কালে কোথা হতে ললিতমোহন,
হাসি হাসি তথা আসি দিল দরশন,
দাঁড়াইল সন্নিধানে—সূতা বাঁধা করে—
সিঁতেয় সিন্দূর বিন্দু দিলেন সাদরে,
আনন্দে অঙ্গনাকুল দিল হুলুধ্বনি,
চড়াৎ করিয়ে ঘুম ভাঙ্গিল অমনি।

শার। সই তোর বিয়ে হবে লো।

লীলা। বিয়ে হবে না তো কি আমি আইবুড়ো থাক্‌বো?

শার। ললিতের সঙ্গে তোর বিয়ে হবে।

লীলা। হ্যাঁ সই তবে যে বলে স্বপ্নে ভাল দেখ্‌লে মন্দ হয়।

শার। যাদের মন্দ হয় তারাই বলে।

লীলা। যাই ভাই ঘুম ভেঙ্গে গেল, আমার বুক্‌টো দড়াস্ দড়াস্ কত্তে লাগ্‌লো—সেই সরোবর দেখ্‌বের জন্যে কত ঘুমবার চেষ্টা কল্লেম তা পোড়া ঘুম আর এলো না।

শার। যখন দাদা বাড়ী এসেছেন তখন সই আর ভয় কি?

লীলা। দাদা, ভাই, রাত্রদিন বয়ের কাছে আছেন, একবারও বাইরে যান না, স্নান করেন না, যে কাপড় পরে এসেছিলেন তাই পরে আছেন, বলেন ব্রাহ্মণ-ভোজন না করয়ে ব্রহ্মচারীর বেশ ত্যাগ কর্‌বো না।

শার। বউ বার বৎসরের পর দাদাকে পেয়েচেন, তাই এক দণ্ডও ছেড়ে দিতে চান না।

লীলা। বউ প্রথম দিন যেমন প্রফুল্ল হয়েছিলেন, তেমনটি আর নাই, তার পর দিন সকাল বেলা বিরস বদন দেখ্‌লেম, হাসি নাই, আহ্লাদ নাই, আমার বিয়ের কথা একবারও বল্লেন না—হয়তো দাদার সঙ্গে ঝকড়া হয়েচে।

শার। দাদা যে আমুদে লোক, বউকে যে ভাল বাসেন, দাদা কি কখন বয়ের সঙ্গে ঝকড়া করেন?

লীলা। দাদা তো খুব আমোদ কচ্চেন, বউকে কথায় কথায় তামাসা কচ্চেন, কিন্তু বউ ভাই কেমন কেমন হয়েচেন, দাদার উপর যেন্ বিরক্ত বিরক্ত বোধ হচ্চে—হয় তো ললিতের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে দাদা অমত প্রকাশ করেচেন।

শার। তুই আপদ জড়্‌য়ে নিয়ে আসিস—অমন বুদ্ধিমান্ ভাই, উনি কখন ললিতের সঙ্গে তোর বিয়ে দিতে অমত করেন? তোর কথায় কথায় আতঙ্ক, ললিতের সঙ্গে তোর বিয়ে হলে, আমি বাঁচি—তুই এখন ঝোপে ঝোপে বাগ্ দেখচিস।

লীলা। ললিত হয় তো আমায় ভুলে গিয়েছে—আমি যদি ললিতকে ভাল না বাস্‌তেম তা হলে হয় তো ললিতের সঙ্গে আমার বিয়ে হতো।

শার। তোকে দেখ্‌চি ঘরে রাখা ভার হলো—তুই কাশী যা—

লীলা। (গীত) "তোমার কোন্ তীর্থ কাশীধাম,
সব তীর্থ সয়ের নাম,
ত্রিকোটি তীর্থ সয়ের শ্রীচরণ"

হা, হা, হা, কি বলো সই—

শার। তুই যেন পাগল—তোর হাসি কান্না বোঝা যায় না।

লীলা। (যাত্রার ধরণে) সই, তোমায় অতিশয় উৎকণ্ঠিতা দেখিতেছি, বিরহ বহ্নি তোমার নিতান্ত অসহ্য হয়ে উঠেছে, তুমি সহচরীর বাক্য গ্রহণ কর, ধৈর্য্য অবলম্বন কর, মনকে প্রবোধ দাও, তোমার ইন্দীবর বিনিন্দিত বিপুল, উজ্জ্বল, চঞ্চল লোচনের যদি অনিবার্য্য আকর্ষণ থাকে, তোমার কারপেট জুতা জোড়াটির যদি মহিমা থাকে, তোমার কুঞ্জে তোমার মদনমোহন, ত্বরায় এসে, হেসে হেসে, ঘেঁসে ঘেঁসে, কাছে বসে, কি কর্‌বেন তা তুমিই জান—

শার। আমি ত ভাই, অধীর হয় নি, যে তুমি দূতীগিরি কচ্চো, যার মনে প্রবোধ মান্‌চে না তারি কাছে দূতীগিরি করা উচিত।

লীলা। (যাত্রার ধরণে শারদার দাড়ি ধরিয়া) মানময়ি, আদরিণি, পঙ্কজনয়নি, বিরহিণি, ভাতার ভুলানি, এত মান ভাল নয়।

শার। সই তুই রঙ্গ রাখ, তোর সেই বিরহিণীর গানটা গা।

লীলা। (গীত, রাগিণী ভৈরবী, তাল আড়াঠেকা)

কামিনী কোমল মনে বিরহ কি যাতনা!
অনাথিনী জানে সখি অনাথিনী বেদনা;
যেন ফণী মণিহারা, নয়নে সলিল ধারা,
দীনা, হীনা, ক্ষীণাকারা, অবিরত ভাবনা।

সই গানটান শুন্‌লে এখন বক্‌সিস্ টক্‌সিস্ দাও আড্ডায় যাই।

শার। হাঁ সই চাঁপার সঙ্গে দাদার কি হয়েছিল শুন্‌তে পেলি?

লীলা। ভাল কথা মনে করিচিস্, আমি তোকে যা দেখাতে এলেম তা ভুলে গেছি, তোর মুখ দেখ্‌লে কোন কথা মনে থাকে না—সই বড় নিগূঢ় কথা। চাঁপার সঙ্গে দাদার কিছুই হয় নি,

এই লিপিখানি পড়্, সব জান্‌তে পার্‌বি—লিপিখানি বাবার একটি ভাঙ্গা বাক্‌সয় পেয়েচি। (লিপিদান)

শার। কারে লিখেছিলেন? কারো ত নাম নাই, কেবল দাদার স্বাক্ষর দেখ্‌চি।

লীলা। দাদা অজ্ঞাত বাস যাবার আগে লিখেছিলেন তা তারিখে দেখা যাচ্চে।

শার। (লিপি পাঠ) কপালের লিখন কে খণ্ডাইতে পারে। অকৃত অপরাধে আমি দুর্নামের ভাগী হইলাম। চাঁপাকে আমি এক দিনের তরেও অপবিত্র চক্ষে দেখি নাই। পুরবাসিনী কামিনীগণ কানা-কানি করিতেছেন আমি চাঁপাকে আলিঙ্গন করিয়াছি, কিন্তু কি প্রকারে চাঁপা মৎকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইল তাহা যদি তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন তাহা হইলে কখনই আমাকে পাপী গণ্য করিতেন না। আমার শয়ন পর্য্যঙ্কের নিকটে দাঁড়াইয়ে চাঁপা শয্যার উপর বদন ন্যস্ত করিয়া কি ভাবিতেছিল, আমি সহসা ঘরমধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার স্ত্রীভ্রমে চাঁপাকে আলিঙ্গন করিলাম, চাঁপা তৎক্ষণাৎ বিগলিত লোচনে এবং কাতরস্বরে বলিল, "বাবু, আমি আপনার ভগিনী, আমার পিতাও যে আপনার পিতাও সে।" আমি তদ্দণ্ডে চাঁপাকে পরিত্যাগ করিয়া কহিলাম আমার ভ্রম হইয়াছিল। কিন্তু মুহূর্ত্তের পরে সরলান্তঃকরণ-বিদারক, অনিষ্টনিপুণ, কল্পনা বিশারদ অপবাদ সহস্র মুখ ব্যাদান করিয়া প্রকাশ করিল আমি চাঁপার সতীত্ব বিনাশ করিয়াছি। মেয়েদের বিচারে চাঁপাকে এক দণ্ডও আর বাড়ীতে রাখা কর্ত্তব্য নয়, পিতাও সেই মত করিতেছেন। আমি কি করি কিছুই স্থির করিতে পারি না। চাঁপার কিছুমাত্র দোষ নাই, আমার দৃষ্টির ভ্রমে নিরাশ্রয়া অবলা বহিষ্কৃতা হয়। অপবাদের এক মুখ হইলে নিবারণ করা দুঃসাধ্য নহে, কিন্তু

তাহার সহস্র মুখ, নির্দ্দোষী হইলেও তাহার মুখে দোষী হইতে হয়। পুরজনদিগের মনে বিশ্বাস হইয়াছে আমি পাপাত্মা, নির্ম্মল কুলের কুলাঙ্গার; পিতা মনের কোন ভাব ব্যক্ত করেন নাই। এ নিদারুণ কলঙ্কে কলঙ্কিত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। বিশেষ যখন জানিতেছি কাশীধামে পিতার মহাতাপমুখী নামে যে রক্ষিতা মহিলা থাকে চাঁপা তাহারি গর্ভজাত কন্যা, সুতরাং আমার ভগিনী, তখন অজানত আলিঙ্গনেও আমার সম্পূর্ণ পাপ হইয়াছে। আমার প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীঅরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়।

বউ কেমন চাঁপা মেয়ে মানুষ দেখ্‌লি, আমাদের এক দিনও এ কথা বলে নি।

লীলা। দে ভাই লিপিখানি দে, লুকায়ে রাখ্‌তে হবে, দাদা যদি জান্‌তে পারেন, বল্‌বেন ছুঁড়ীগুনো বড় বেহায়া—ললিতকে দেখাব—বিয়ে হলে। (লিপি গ্রহণ)

শার। যাস না কি ?

লীলা। তোর ভাতার আস্‌চে।

শার। আমার সুমুখে তোকে আলিঙ্গন কর্‌বে না।

লীলা। জানি কি ভাই, শ্রীরামপুরে মাগ, ভাতারের ঘট্‌কী।

শার। দূর মড়া।

লীলা। মাইরি সই।

[লীলাবতীর প্রস্থান।

শার। সয়ের মত মিষ্টি কথা আমি কখন শুনি নি—যেমন বিদ্যাবতী, তেমনি রসিকা, তেমনি আমুদে, এখন ললিতের সঙ্গে সয়ের বিয়েটি ঘট্‌লে সকল মঙ্গল হয়। সই আমাকে বড় ভাল বাসে, অন্য লোকের কাছে সয়ের মুখ দিয়ে কথা বার হয় না, আমার কাছে সয়ের মুখে খোই ফুট্‌তে থাকে—

হেমচাঁদের প্রবেশ।

এই বুঝি তোমার কাল ?

হেম। কাল বড় ব্যস্ত ছিলেম—

শার। কিসে ব্যস্ত ছিলে ? তুমি এমন বিমর্ষ কেন ?

হেম। খবর মন্দ।

শার। নদেরচাঁদের মোকদ্দমা হার হয়েছে ?

হেম। হাইকোর্টের বিচারে নদেরচাঁদের মেয়াদের পরিবর্ত্তে হাজার টাকা জরিমানা হয়েছে।

শার। তবে কি মন্দ খবর ?

হেম। সর্ব্বনাশ হয়েছে—সয়ের কপাল মন্দ।

শার। ললিতের কিছু হয়েছে ?

হেম। ললিতেরও হয়েছে সিদ্ধেশ্বরেরও হয়েছে।

শার। তারা প্রাণে প্রাণে বেঁচে আছে ত ?

হেম। এ দুজন আমার অনেক উপকার করেছে, আমাকে গাদা পিটুয়ে ঘোড়া করেছে—এদের জন্যে আমার বড় দুঃখ হচ্চে।

শার। কি হয়েছে শীঘ্র বলো, আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে।

হেম। যে অরবিন্দ বাড়ী এসেছে ও আসল অরবিন্দ নয়।

শার। মা গো আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌চে।

হেম। ও তাঁতীদের ছেলে—আসল অরবিন্দ আজ এসে পৌছেচেন।

শার। বাড়ীতে এসেছেন ?

হেম। বাইরে কর্ত্তার কাছে বসেছেন।

শার। ও মা কি সর্ব্বনাশ—বউ হয়তো বুঝ্‌তে পেরেছিল, তাই বউ বিরস বদনে আছে, কারো সঙ্গে কথা কয় না, হাঁসে না—ললিত সিদ্ধেশ্বরের কি হয়েছে ?

হেম। পুষ্যিপুত্র নিবারণ কর্‌বের জন্য আর নদেরচাঁদকে বঞ্চিত কর্‌বের জন্য ষড়্‌যন্ত্র করে এই জাল অরবিন্দকে বাড়ী আনা হয়েছে, ললিত, সিদ্ধেশ্বর আর তোমাদের বউ এ ষড়্‌যন্ত্রের মধ্যে প্রধান।

শার। বালাই, এমন কথা মুখে এন না, এ কি কখন বিশ্বাস হয়? বউ সতীত্বের আধার, ললিত সিদ্ধেশ্বর ধর্ম্মের চূড়া, এদের দিয়ে কি এমন কাজ হতে পারে?

হেম। আমার ত কিছু মাত্র বিশ্বাস হয় না, বিশেষ যখন কেবল নদেরচাঁদের মুখ দিয়ে এ কথা ব্যক্ত হয়েচে।

শার। নদেরচাঁদ বলেছে ত তবেই হয়েছে।

হেম। কিন্তু জাল অরবিন্দ যে ঘরে রয়েছে তার ত কোন সন্দেহ নাই।

শার। ও মা তাই ত।

হেম। যে অরবিন্দ এখন এসেছেন ইনিই আসল, এঁর গা খোলা, দাড়ি নাই, ইনি বানারস কালেজে কিছু দিন শিক্ষক ছিলেন, কর্ত্তা বিলক্ষণ চিন্তে পেরেছেন।

শার। নদেরচাঁদ কেমন করে জান্‌তে পার্‌লে, আসল অরবিন্দ এসেছেন?

হেম। ললিত সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে অরবিন্দ বাবুর কাশীতে সাক্ষাৎ হয়, তাঁর দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় তিনি কে তা তাদের কাছে বলেন, তার পর বড় আহ্লাদে কাল তাঁরা তিন জন সিদ্ধেশ্বরের বাড়ীতে আসেন, সেখানে শুন্‌লেন এক জাল অরবিন্দ এসেছে, এ শুনে অরবিন্দ বাবু কাশী ফিরে যাচ্চিলেন, ললিত সিদ্ধেশ্বর অনেক যত্নে তাঁকে রেখেছেন। নদেরচাঁদ এই সংবাদ শুনে তার মোক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে ললিতকে বিপদ্‌গ্রস্ত

কর্‌বের উপায় করেছে। পুলিসের ইনিস্পেক্‌টারদের অনেক টাকা দিয়েছে।

শার। মামাশ্বশুর এর ভিতর আছেন?

হেম। না, তিনি মামীকে নিয়ে বিব্রত, মামীকে সইদের বাড়ীতে এনেচেন—

শার। আমি যাই দেখে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর। হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের বৈটকখানা।

হরবিলাস, অরবিন্দ, ভোলানাথ চৌধুরী, নদেরচাঁদ, ললিতমোহন, সিদ্ধেশ্বর, পণ্ডিত এবং প্রতিবাসিগণ আসীন। শ্রীনাথ এবং যোগজীবনের প্রবেশ।

শ্রীনা। ও বল্‌চে যে "আমি জাল অরবিন্দ কি যিনি এখন এসেছেন ইনি জাল অরবিন্দ তা নির্ণয় করে আমি শাস্তির যোগ্য হই আমাকে শাস্তি দাও"।

ভোলা। এ ব্যাটা ভারি বদমাস্‌, এখন জোর করে কথা বল্‌চে।

হর। ললিত বাবা, তোমার মনে এই ছিল—

পণ্ডি। এমন সমতুল্য অবয়ব কখন দেখি নি।

ভোলা। মুখের চেহারাটি ঠিক এক।

যোগ। উনি যদি আসল অরবিন্দ হলেন তবে আমি কে?

নদে। তুমি বরানগরের ভগা তাঁতী।

যোগ। তবে বাড়ীর ভিতরের গোপন খবর জান্‌লেম কেমন করে?

নদে। ললিত আর অরবিন্দ বাবুর স্ত্রী তোমাকে সব আগে থাক্‌তে বলে দিয়েছিল।

যোগ। নদেরচাঁদ তোমার জিহ্বাটি কালকূটে পরিপূর্ণ, যদি আমার নির্দ্দোষ সাব্যস্ত কত্তে পারি, তোমার জিহ্বাটি কেটে নিয়ে এসিয়াটিক্ মিউসিয়ামে রেখে দেব—আমি কারাগারে যাই, দ্বীপান্তর হই, আগত অরবিন্দ রোষপরবশ হয়ে আমার মস্তকচ্ছেদন করেন, কিছুতেই আক্ষেপ নাই, কিন্তু তুমি যে পবিত্রাত্মা সাধ্বী ক্ষীরোদবাসিনীর নাম তোমার পঙ্কিল জিহ্বাগ্রে এনে অপবিত্র কল্যে, তুমি যে ধর্ম্মশীল অকপট ললিতমোহনের নির্ম্মল চরিত্রে অঙ্ক দান কল্যে এতে আমার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্চে—

নদে। তোমার আর তোমার সঙ্গীদের যা হবার তা আজি হবে, আমি পুলিসে খবর দিয়ে এসিচি।

সিদ্ধে। ললিতমোহনের সহিত তোমার কখন সাক্ষাৎ ছিল?

যোগ। ললিতকে আমি দেখিছি, কিন্তু ললিতের সঙ্গে আমার কখন আলাপও হয় নি, কথাও হয় নি।

নদে। হয় নি? তুমি সে দিন গুলির আড্ডায় গাঁজা খাচ্চিলে, সিদ্ধেশ্বরের চাকর তোমাকে ডেকে নিয়ে গেল, তার পর ললিত তোমাকে অরবিন্দ বাবুর স্ত্রীর গোপন কথা সব বল্যে, তোমরা স্থির কর্‌লে ললিত কাশী গেলে তুমি অরবিন্দ হয়ে কাশীপুরে যাবে, তোমার চেলা যজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী তোমার সন্ধান চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বলে দেবে।

সিদ্ধে। যখন যোগজীবন বলিতেছেন ওঁর সঙ্গে ললিতের আলাপ নাই, ওঁর সঙ্গে ললিতের কখন কোন কথা হয় নাই, তখন কার সাধ্য ললিতকে দোষী করে।

নদে। সাক্ষী আছে।

সিদ্ধে। তুমি কয়েদ খালাসি, তোমার সাক্ষ্য যত গ্রাহ্য তা মা গঙ্গাই জানেন।

নদে। তোমার চাকর সাক্ষী আছে, তোমার বৈটকখানায় বসে যে যে কথা হয়েছিল তা সব সে বল্‌বে।

সিদ্ধে। তোমার নিজের মোকদ্দমায় সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল বলে তাকে আমি ছাড়ুয়ে দিয়েছি, তাকে তুমি আবার টাকা দিয়েছ সে আবার মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে। কিন্তু আদালত আছে, হাইকোর্ট আছে, প্রীভি কাউনসেল আছে, তোমার বজ্জাতি খাট্‌বে না, আমি বিলাত পর্য্যন্ত যাব।

নদে। তুমি যে আসামী হবে।

সিদ্ধে। তবে রে দুরাত্মা, পাজি (নদেরচাঁদের মুখে এক ঘুসি) যত বড় মুখ তত বড় কথা—

নদে। উহুহু, শালা মেরে ফেলেছে গো—(রোদন)

ভোলা। তুইও মার।

নদে। তা হলে আবার মার্‌বে।

ভোলা। সিদ্ধেশ্বর, তুমি মাল্যে কেন?

সিদ্ধে। খুব করিচি মেরিচি—ওর ক্ষমতা থাকে ও ফির্‌য়ে মারুক, তোমার ক্ষমতা থাকে তুমি মার।

ভোলা। সিদ্ধেশ্বর তোমাকে ভাল জ্ঞান ছিল, তুমি বড় গোঁয়ার হয়েছ—আচ্ছা তোমার নামে আমরা নালিস কর্‌বো।

সিদ্ধে। নালিস না করে যে টাকাটা আমার জরিবানা হবে সেই টাকাটা আমার নিকটে চেয়ে নাও।

ললিত। অরবিন্দ বাবু আপনাকে আমি একটি নিবেদন করি, যদি আমি এ অসৎ অভিসন্ধিতে থাক্‌বো তা হলে যখন আমি আপনাকে কাশীতে জান্‌তে পাল্যেম তখন জাল অরবিন্দ

কেন নিবারণ কল্যেম না, আর আপনার সঙ্গে আস্‌বের আগে কেন জাল অরবিন্দকে স্থানান্তরিত কল্যেম না ?

অর। ললিত বাবু আপনি দোষী কি না, আমার স্ত্রী দোষী কি না, জগদীশ্বর জানেন, কিন্তু এই নরাধম লম্পট তাঁতী যে আমার সর্ব্বনাশ করেছে, আমার স্ত্রীর ধর্ম্ম নষ্ট করেছে, তার ত কোন সন্দেহ নাই।

যোগ। তোমার স্ত্রী আমার সহোদরা—এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও যদি তোমার স্ত্রীকে ভগিনী ভিন্ন অন্য বিবেচনা করে থাকি আমার মস্তকে যেন বজ্রপাত হয়।

ভোলা। তাঁতীর দিব্যি গ্রাহ্য নয়।

যোগ। আমি যদি তাঁতী না হই।

ভোলা। সম্ভব—কারণ তুমি যে কাজ করেছ, এ বোকা তাঁতীর দ্বারা হবার নয়।

হর। তুই নরাধম কে তা বল্, তুই কেন আমার এমন সর্ব্বনাশ কর্‌লি, তোর রক্তে স্নান কর্‌বো, তবে আমার দুঃখ যাবে।

যোগ। পিতা সন্তানকে এমন কুবচন বল্‌চেন !

হর। ভোলানাথ বাবু তুমি পাপাত্মার মুণ্ডপাত কর, তার পর কপালে যা থাকে তাই হবে।

নদে। আপনি ব্যস্ত হবেন না, এখনি পুলিসের ইনিস্পেক্‌টার আস্‌বে, এলেই তাঁতীর শ্রাদ্ধ হবে, সিদ্ধেশ্বর ললিতমোহন পিণ্ডি খাবেন।

পুলিস ইনিস্পেক্টর, যজ্ঞেশ্বর, হেমচাঁদ এবং কনষ্টেবেলদ্বয়ের প্রবেশ।

হেম। ইনিস্পেক্‌টার যজ্ঞেশ্বরকে শিখুয়ে দিচ্চেন, ললিতের নামে বল্‌তে।

যজ্ঞে। বাবা আমি ভাল মন্দ কিছু জানি নে, কারো পাত কেটে ভাত খাই নে, আমি পাঁচ বৎসর বয়স থেকে ব্রহ্মচারী,

আমি পুলিসকে বরাবর ভয় করি, যখন কাছারি ছিলেম তখন পুলিসকে কত ঘুস দিইচি।

শ্রীনা। এ ভণ্ড ব্যাটা এর ভিতর আছে, কারণ ঐ আমাকে প্রথমে সন্ধান বলে দেয়, আর ও যোগজীবনের সঙ্গে সর্ব্বদা থাক্‌তো।

যজ্ঞে। আমার কি অপরাধ বলো—বকেয়া কিছু ওটে নি ত?

নদে। শালা কিছু জানেন না, ধ্যান কচ্চেন।

হর। যোগজীবন যে অরবিন্দ তুমি কেমন করে জেনেছিলে?

যজ্ঞে। পুষ্যিপুত্র লওয়া নিবারণ কর্‌বের জন্যে যোগজীবনকে বড় ব্যস্ত দেখ্‌লেম, আর পাছে আপনার বাড়ীর কেউ ওঁকে দেখ্‌তে পায় উনি পাল্‌য়ে পাল্‌য়ে বেড়াতেন, আর ওঁর ঝুলির ভিতর একখানি পুরাণ কাপড় দেখ্‌লেম তার প্যোড়ে আপনার নাম লেখা, আমি তাতেই ওঁকে অরবিন্দ বিবেচনা করেছিলেম—এ ভিন্ন আমি যদি আর কিছু জানি আমার বেটার মাতা খাই। আমি ব্রহ্মচারী, সাত দোহাই তোমাদের আমি ব্রহ্মচারী।

পু, ই। এ বড় সঙ্গিন মোকদ্দামা, আমার কেয়াসে এ দোন ব্রহ্মচারীকে, আর যে ছোকরাঠো আছে, সকলকে পুলিসে লিয়ে যাওয়া।

সিদ্ধে। তোমার কাছে ফরিয়াদী হয়েছে কে?

পু, ই। নদেরচাঁদ বাবু সব তদ্‌বির করেছেন।

সিদ্ধে। এখানে নদেরচাঁদের যম আছে। এখন পর্য্যন্ত পুলিস কাহাকেও স্পর্শ কত্তে পারে না। যোগজীবনের অপরাধ সাব্যস্ত বটে কিন্তু যতক্ষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ফরিয়াদি না হন ততক্ষণ পুলিস ওকেও ধত্তে পারে না। আইন মোতাবেক চল্যো

মোকদ্দমা একরূপ দাঁড়ায়, টাকা মোতাবেক চল্যে আর একরূপ দাঁড়ায়।

পু, ই। আপনি পুলিসকে বড় বদ্‌জবান বল্‌ছেন, আমি আমার সুপরেন্‌টেন্‌ডেণ্ট সাহেবকে বল্‌বে।

সিদ্ধে। আমি ডেপুটি ইনিস্পেক্‌টার জেনারেল সাহেবকে বল্‌বো তাঁর এক জন ইনিস্পেক্‌টার বেয়াইনি এক জন ব্রহ্মচারীকে গ্রেপ্তার করে পীড়ন করেছে।

পু, ই। না মশায়, আপনি অন্যায় বলেন, মার্ ধর্ কিছু করে নি, গ্রেপ্তার বি করে নি, ডাকিয়ে এনেচি। আমাকে আপনারা লে যেতে বল্‌বেন লে যাব, না লে যেতে বল্‌বেন আমি কৈকো ধরবো না।

ললি। (যোগজীবনের প্রতি) আপনার কথায় স্পষ্ট প্রকাশ হচ্চে আপনি ভদ্র সন্তান, আপনি কি জন্য নীচান্তঃকরণের কার্য্য কল্যেন? আর কেনই বা আমাকে যাবজ্জীবন মনস্তাপের ভাজন কল্যেন?

যোগ। আমার এরূপ করণের দুটি উদ্দেশ্য; প্রথম, অরবিন্দের পৈতৃক বিষয়ে অপর কেহ অংশী না হয়; দ্বিতীয়, তোমার সহিত লীলাবতীর উদ্বাহ।

ললি। আপনার যদি এ উদ্দেশ্য সত্য হয়, তবে আপনি অতি গর্হিত উপায় অবলম্বন করেছেন, উন্মাদের ন্যায় কার্য্য করেছেন, হিতে বিপরীত করেছেন, দুগ্ধ ভ্রমে ক্রোড়স্থ শিশুর মুখে বিষ প্রদান করেছেন—বিষয় ভোগ করা দূরে থাক্, অরবিন্দ বাবু এ কলঙ্ক হতে নিস্তার পাবার জন্য পুনর্ব্বার অজ্ঞাত বাসে গমন কর্‌বেন; আমি এ আত্মবিঘাতক অপবাদে কলুষিত হয়ে আর কি সে দেবতাদুর্লভা পবিত্রা লীলাবতীর দিকে দৃষ্টিপাত কত্তে পারি? বিবাহের ত কথাই নাই। যদি পৃথিবী শুদ্ধ লোক

বিশ্বাস করে আমি নদেরচাঁদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ভীষণ অভিসন্ধির স্রষ্টা, তাতে আমার অন্তঃকরণে পীড়া জন্মিবে না, কিন্তু যদি সেই পুণ্যরাশি বামলোচনার মনে আমার দোষের বিশ্বাস অণুমাত্র প্রবেশ করে সেই মুহূর্ত্তে আমার মস্তিষ্ক ভেদ হবে। এই অসীম অবনীধামে লীলাবতী ব্যতীত আর আমার কেহই নাই, লীলাবতী আমার সহধর্ম্মিণী হবে এই আশায় জীবিত ছিলাম, আমার আশালতা পল্লবিত হয়েছিল, কিন্তু আপনি কি অশুভ ক্ষণে এই ভবনে পদার্পণ কল্যেন আমার চিরপালিত আশালতার উচ্ছেদ হলো, আমি দুস্তর বিপদ্-বারিধিজলে নিপতিত হলেম—

যোগ। ললিত তুমি অশ্রুধারা পতন কর না, সজ্জনসহায় দয়ানিধান পরমেশ্বর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌বেন—

সিদ্ধে। ললিত তুমি ছেলে মানুষ হয়েছ ?

ললিত। সিদ্ধেশ্বর, লীলাবতী মনের সুখে থাক্—আমাকে লীলাবতী পাছে দোষী বিবেচনা করে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ত আমাকে সম্পূর্ণ দোষী বিশ্বাস করেছেন।

হর। ললিতমোহন, তুমি অতি সুশীল, তুমি অতি সরল, তোমাকে আমি কিছুমাত্র দোষী বিবেচনা করি না, কিন্তু নদের-চাঁদ যেরূপ বল্‌চে, তাতে তোমা বই অন্য কাহাকেও সন্দেহ হয় না—জগদীশ্বর জানেন। আমি স্থির করেছিলেম তোমার সহিত লীলাবতীর বিবাহ দেব, তা এই তাঁতী ব্যাটা সকল ভণ্ডুল কল্যে, এখন আমার মৃত্যু হলেই বাঁচি। তুই পাপাত্মা কে ? তোর চোদ্দ পুরুষের দিব্যি যদি ঠিক্ করে না বলিস্।

যোগ। আমি ব্রহ্মচারী।

হর। তোর নাম কি ?

যোগ। যোগজীবন।

হর। তোর বাড়ী কোথায়?

যোগ। কাশীতে।

হর। কেন আমার এ সর্ব্বনাশ কল্লি?

যোগ। আপনার সকল দিক্ বজায় থাক্‌বে।

হর। তুই বাপু আর বাক্যযন্ত্রণা দিস্ নে—তোর মৃত্যু ভোলানাথ আর অরবিন্দের হাতে।

যোগ। ওঁরা কি আমার গায় হাত তুল্‌তে পারেন।

অর। পারি নে?

ভোলা। আমি দেখাচ্চি।

যোগ। একটু অপেক্ষা কর আমি দেখাচ্চি—

(শ্বেতশ্মশ্রু এবং জটাধারণ, হস্তে রজতত্রিশূল গ্রহণ)

অর। বাবাজি, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

ভোলা। পিতা, আমি আপনাকে কুবচন বলে অতিশয় পাপ করিছি, সন্তানের দোষ গ্রহণ কর্‌বেন না। আমাকে যেমন যেমন অনুমতি করেছিলেন আমি সেইরূপ করিছি।

হর। কি আশ্চর্য্য! তোমরা উভয়েই যে নিমেষ মধ্যে এমন বিপরীত ভাব অবলম্বন কর্‌লে?

অর। মহাশয়, ইনি পরম ধার্ম্মিক যোগী, উনি সিদ্ধ পুরুষ, ওঁয়ার তুল্য পরোপকারী, মিষ্টভাষী আমি কখন দেখি নাই—খণ্ডগিরি ধামে আমি যখন সন্ন্যাসিরূপে কালযাপন করি, আমার সাংঘাতিক পীড়া জন্মে, তাতে আমি ছয় মাস শয্যাগত থাকি, আমার উত্থানশক্তি রহিত, এই মহাপুরুষ আমার প্রাণদান দিয়াছিলেন, উনি ছয় মাস আমাকে জনক জননীর ন্যায় ক্রোড়ে করে রেখেছিলেন। এখন আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হচ্চে, উনি কেবল আমার মঙ্গলের জন্য আমার রূপ ধারণ করে আপনাকে দেখা দিয়েছেন।

যোগ। আমি যদি সন্ধ্যার সময় না আস্‌তেম, তার পর দিন প্রাতঃকালে দ্বাদশ দণ্ডের মধ্যে পোষ্যপুত্র গ্রহণ হতো।

শ্রীনা। তোমার পরিচয় ওঁর কাছে দিয়েছিলে?

অর। কিছুমাত্র না—তবে অজ্ঞান অবস্থায় প্রলাপ বাক্যে যদি কিছু জেনে থাকেন, কারণ আমি দু দিন অজ্ঞান অবস্থায় একাদিক্রমে ওঁর ক্রোড়ে শুয়েছিলেম।

হর। তোমার বেয়ারাম আরাম হলে আর ওঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল?

অর। আমার পীড়া আরোগ্য হওয়ার অব্যবহিত কাল পরেই কটকের কমিসনার সাহেবের অনুমতি অনুসারে খণ্ডগিরি নিবাসী যাবতীয় সন্ন্যাসী বহিষ্কৃত হয়, আমি সেই সময় কাশী গমন করি, উনি কোথায় গিয়েছিলেন তা আমি বল্‌তে পারি নে।

যোগ। আর একদিন সাক্ষাৎ হয়েছিল।

অর। কোথায়?

যোগ। নাগপুরে।

অর। আমার স্মরণ হয় না।

যোগ। নাগপুরনিবাসী ধনশালী ভিটল্ রাওয়ের চতুরা বনিতা রুক্মাবাই তোমার রূপে মোহিত হয়ে তোমার যোগ ধর্ম্মের ব্যাঘাত কর্‌তে উদ্যতা হয়, তুমি সেই কুলটা কামধুরার নিমন্ত্রণ অনুসারে এক দিন তার বিলাসকাননে অবস্থান করিতেছিলে, আমি তোমাকে বলিলাম অভিসন্ধি ভাল নয়, তুমি এ কুহকিনীর হস্তে পতিত হলে আর বাড়ী ফিরে যেতে পার্‌বে না, তোমার পিতা মাতা বনিতা তোমার শোকে আকুলিত হয়ে প্রাণ পরিত্যাগ কর্‌বেন, তোমার তীর্থ পর্য্যটন বিফল হবে আর তুমি অবিলম্বে প্রতারিত পতির হস্তে প্রাণ হারাবে।

অর। তিনি বঙ্গদেশের ভাষা কিরূপ তাই শুন্‌তে

চেয়েছিলেন—তখন আপনার পাকা দাড়ি ছিল না, মাথায় জটাভারও ছিল না।

যোগ। এ বেশ আমি প্রয়োজন অনুসারে ধারণ করি, (শ্বেতশ্মশ্রু এবং জটাভার পরিত্যাগ করিয়া) তখন আমার এইরূপ বেশ ছিল।

অর। এখন আমার বিলক্ষণ স্মরণ হচ্চে—সেখানেও আপনি আমার প্রাণদাতা আর অধিক বল্‌বো কি।

যোগ। তোমাকে প্রথমে পুরুষোত্তমে দর্শন করি, তোমার নবীন বয়স এবং মনোহর রূপ দেখে আমার মনে স্নেহের সঞ্চার হয়; তোমার পরিচয় পাইবার জন্য আমি কত কৌশল করেছিলেম কিন্তু তুমি কোন মতে পরিচয় দিলে না, বরঞ্চ বলিলে, তুমি কে, যদি কেহ কিছুমাত্র জান্‌তে পারে সেই দিন হতে তোমার সন্ন্যাসাশ্রম নূতন গণ্য হবে। আমি অগত্যা তোমার রক্ষার্থে তোমার সমভিব্যাহারে রহিলাম। তুমি কাশীতে সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ করে ইংরাজি অধ্যয়ন কর্‌তে লাগ্‌লে, এবং কাশীর কালেজের শিক্ষকের পদে অভিষিক্ত হলে, আমি নিশ্চিন্ত হইলাম, তদবধি তোমার নিকটে আর যাই নাই।

নদে। তার পর খালি ঘর দেখে একটি ছেলের চেষ্টায় কাশীপুরে এলে।

ভোলা। নদেরচাঁদ তুই বাপু কি চুপ করে থাক্‌তে পারিস্ নে?

নদে। মহাশয় ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্ আর চল্‌বে না, পাড়ায় রাষ্ট, বউ ঠাকুরুণ গর্ভমতী হয়েছেন।

হর। (দীর্ঘনিশ্বাস) অরবিন্দ, ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কৃপায় তোমাকে ফিরে পেলেম বটে কিন্তু কলঙ্কে কুল পরিপূর্ণ হলো।

অর। আমার মনে কিছু মাত্র দ্বিধা হচ্চে না, আমার স্ত্রীকে আমি পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকার ন্যায় পবিত্রা জ্ঞান কর্‌চি।

হর। ভোলানাথ বাবু কি বলেন ?

ভোলা। যোগজীবন মহাশয় যে মহাপুরুষ, ওঁর মনে যে কিছু মাত্র মালিন্য আছে তা আমার বোধ হয় না, কিন্তু কানাকানি ক্রমে বৃদ্ধি হতে চল্লো।

হর। মেজোখুড়ো কি বলেন ?

প্র, প্রতি। এ বিষম সমস্যা—অরবিন্দকে ব্রহ্মচারী যেরূপে বাঁচ্য়েছেন, অরবিন্দের মঙ্গলের জন্য যে কষ্ট স্বীকার করেছেন—তাতে উনি অরবিন্দের স্ত্রীর সতীত্ব ধ্বংস করে অরবিন্দকে মনস্তাপ দেবেন এমন ত কোন মতেই বিশ্বাস হয় না—যোগজীবন তোমাকে আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করি—তুমি অরবিন্দ নও তা অরবিন্দের স্ত্রীর কাছে বলেছিলে ?

যোগ। যে রাত্রে আমি প্রথম তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কল্যেম, সেই রাত্রিতেই বলিচি—ক্ষীরোদবাসিনী শুনিবামাত্র মূর্চ্ছিতা হয়েছিলেন, আমি তাঁর চৈতন্য করে তাঁকে সান্ত্বনা কল্যেম, এবং সকল বিষয় বুঝ্য়ে দিয়ে প্রকাশ কত্তে বারণ কল্যেম।

নদে। একটিন্ স্বামী পেলে মনটা কতক ভাল থাকে—আপনারা সব কথায় ভুলে যাচ্চেন, ও বরানগরের ভগা তাঁতী কি না, ললিতের সঙ্গে ও পরামর্শ করেছে কি না, তার বিচার কচ্চেন না।

সিদ্ধে। যখন সকলেরই প্রতীতি হচ্চে যে যোগজীবন অতি ধর্ম্মপরায়ণ এবং অরবিন্দ বাবুর ঐকান্তিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তখন এই সিদ্ধান্ত, উনি কেবল পোষ্যপুত্র লওয়া রহিত কর্‌বের নিমিত্ত এই ছলনা করেছেন। উনি ব্রহ্মচারী, এক্ষণে ব্রহ্ম

উপাসনায় তীর্থে গমন করুন, অরবিন্দ বাবু পরম সুখে সংসার ধর্ম্মে মন দেন—

নদে। আর তোমার ললিতের সঙ্গে লীলাবতীর বিবাহ দেন।

সিদ্ধে। নদেরচাঁদ ললিতকে বিপদ্‌গ্রস্ত কত্তে তুমি যে সকল কুৎসিত কার্য্য এক দিনের ভিতরে করেছ, তা দশ জন ঠকে দশ বৎসর পরিশ্রম কল্যে পারে না—তুমি, তোমার মোক্তার, আর এই ইনিস্পেক্‌টার সাহেব আমার হাতে বাঁচ্‌বে না।

পু, ই। এ বাবুসাহেব! আমাকে উনি হাজার টাকা দিতে চেয়েছে তা হামি নেন নি—হাম্ কোইকো বাৎ শোন্‌তে নেই মহারাজ।

নদে। আপনারা সব বড় বড় লোক, আমি আপনাদিগের চাইতে নীচে, আমি একটি কথা বলি তাই করুন সকল দিক্ বজায় থাক্‌বে—ভগা তাঁতীকে আর ললিতকে ইনিস্পেক্‌টারের জিম্বা করে দেন; বউকে পুলিসে দেওয়া বড় অপমান তাঁকে সোজা পথ দেখ্‌য়ে দেন তিনি সোনাগাছী চলে যান, না হয় কাশীতে যান, চাঁপার বাড়ীতে থাক্‌তে পারেন, চাঁপা কাশীতে আছে, মামা দেখে এসেছেন।

ললি। নদেরচাঁদ পরনিন্দা তোমার নীচাত্মার পথ্য।

হর। বউটিকে ত্যাগ করি, আপাততঃ তাঁর পিত্রালয়ে পাঠ্‌য়ে দিই, অরবিন্দ পুনর্ব্বার বিবাহ করুন।

অর। আমার স্ত্রীকে আমি লয়ে কাশী যাই, আপনি দত্তক পুত্র গ্রহণ করুন।

প্র, প্রতি। অরবিন্দ সকল কথা প্রণিধান করে বোঝ তোমার স্ত্রী হাজার নির্দ্দোষী হন, তাঁর শরীর যে নিষ্পাপ কেহ শপথ করে বল্‌তে পার্‌বে না; তিনি নবীনা যুবতী ইনি নবীন

যুবক, একত্রে তিন দিন বাস হয়েছে, এক শয্যায় শয়ন হয়েছে, ইনি অরবিন্দ নন জেনেও তিনি প্রকাশ করেন নি, তখন ভারি সন্দেহ স্থল—অনল ঘৃত একত্রে থাক্‌লে গলাই সম্ভাবনা—তুমি ব্রহ্মচারীকে ওমনি ছেড়ে দিতে চাও দাও, কিন্তু স্ত্রীকে আর গ্রহণ কত্তে পার না।

ভোলা। আপনি উচিত কথা বলেছেন।

ললি। (যোগজীবনের প্রতি) আপনি যে অরবিন্দের পরমবন্ধু, অরবিন্দের দুই বার প্রাণরক্ষা করেছিলেন, এবং অরবিন্দের মঙ্গল দেবতার স্বরূপ তাঁর কাছে কাছে ছিলেন, এবং অরবিন্দ ত্বরায় বাড়ী আস্‌বেন, এ কথা আনুপূর্ব্বিক বয়ের কাছে বলেছিলেন ?

যোগ। এই সকল বলাতেই ত তিনি প্রকাশ করা রহিত কল্যেন এবং আমাকে বিশ্বাস কল্যেন।

ললি। জগদীশ্বর নিরাশ্রয়ের আশ্রয়—আপনারা উপায়-হীনা, অবলা, সাধ্বী ক্ষীরোদবাসিনীকে বহিষ্কৃতা করণের যে প্রস্তাব করিতেছেন তাহা অতীব গর্হিত, চণ্ডালের উপযুক্ত—ক্ষীরোদবাসিনী নিরপরাধিনী, তাঁহাকে পীড়ন করা নিতান্ত নির্দ্দয়ের কার্য্য—যোগজীবন যদিও একটি পাষণ্ড হইতেন, যদিও তিনি নদেরচাঁদের করাল কপোল-কল্পিত ভগা তাঁতী হইতেন, যদিও যোগজীবন কেবল সতীত্ব সংহার মানসে এই ছলনা করে থাকিতেন, তথাপি পতিরতা ক্ষীরোদবাসিনীর সতীত্বে দোষ পড়িত না, কারণ যখন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, যিনি অরবিন্দের পিতা, যিনি অরবিন্দকে বক্ষে করে মানুষ করেছেন, যাঁর চক্ষের মণিতে অরবিন্দের মূর্ত্তি চিত্রিত আছে, যখন তিনিই যোগজীবনকে অরবিন্দ জ্ঞান করেচেন, তখন ক্ষীরোদবাসিনীর ভ্রম হবে আশ্চর্য্য কি ? ভ্রমবশতঃ যদি ক্ষীরোদবাসিনী

যোগজীবনকে পতিভক্তিসহকারে পূজা করে থাকেন সে পূজা প্রকৃত অরবিন্দের পদে প্রদত্ত হয়েছে—কিন্তু যখন অরবিন্দ সরলান্তঃকরণে বলিতেছেন, যোগজীবন পরমধার্ম্মিক, জিতেন্দ্রিয়, দয়াবান্‌, তাঁহার পরমবন্ধু, জীবনদাতা, হিতসাধক, যখন স্পষ্ট দেখা যাচ্চে যোগজীবন বিলক্ষণ অবগত ছিলেন কোন্‌ দিবসে অরবিন্দ আগমন কর্‌বেন, তখন অরবিন্দের মঙ্গল ভিন্ন এ ছলনায় অপর উদ্দেশ্য কোন প্রকারে প্রযোজ্য নহে। যখন এই সকল পরিচয় ক্ষীরোদবাসিনী প্রাপ্ত হলেন, যখন তাঁর বিলক্ষণ প্রতীতি হলো যোগজীবন তাঁর স্বামীর পরম বন্ধু, তাঁর স্বামীর পিতার স্বরূপ, তাঁর স্বামীর জীবনদাতা, আর জানিতে পার্‌লেন তাঁর স্বামী দিবসত্রয় মধ্যে আস্‌বেন, তখন যোগজীবনকে পিতার স্বরূপ জ্ঞান করে ঐ সকল কথা প্রকাশ কর্‌তে কাজে কাজেই বিরতা হলেন—তার জন্য তাঁহাকে অপরাধিনী করা দয়াধর্ম্ম বিসর্জ্জন দেওয়া এবং পরমযোগী যোগজীবনকে চক্রান্তরে পাপাত্মা বলা—যোগজীবনের চরিত্রের যদি অণুমাত্র দোষ থাকিত তাহা হলে ভোলানাথ বাবু যিনি নদেরচাঁদের সম্বন্ধ ভেঙ্গে যাওয়াবধি পরম শত্রুর ন্যায় আচরণ কচ্চেন, তিনি কখন যোগজীবনের কৌশল অনুমোদন কর্‌তেন না। স্ত্রীর কলঙ্ক হলে স্বামীর যত মানসিক যন্ত্রণা এত আর কাহারো নয়। অরবিন্দ ক্ষীরোদ-বাসিনীর স্বামী, উনি মুক্তকণ্ঠে বল্‌তেছেন ক্ষীরোদবাসিনীর প্রতি তাঁর কিঞ্চিন্মাত্র দ্বিধা হয় নাই, অরবিন্দের এতদ্বাক্য সত্ত্বেও আপনারা ক্ষীরোদবাসিনীকে বহিষ্কৃতা কর্‌তে চান অল্প আক্ষেপের বিষয় নয়। আপনারা যদি অলীক লোকাপবাদ ভয়ে চিরদুঃখিনী পতিপ্রাণা সতীকে পতিপরায়ণা সীতার ন্যায় বনবাসে প্রেরণ কর্‌তে চান, অরবিন্দের মহান্তঃকরণ জাত প্রস্তাবে সম্মতি দেন, তিনি তাঁহার পবিত্রা প্রণয়িনীকে লয়ে কাশীতে বাস করুন।

অর। ললিতবাবু তুমি সাধু ব্যক্তি, তোমার বক্তৃতায় আমার মন সম্যক্ দ্বিধাশূন্য হলো—আমি পরমেশ্বরকে সাক্ষী করে বল্‌চি, আমার স্ত্রী পবিত্রা। পিতার মনে দ্বিধা থাকে তিনি আমাকে পরিত্যাগ করুন, আমি আমার চিরদুঃখিনী রমণীকে গ্রহণ করে যোগজীবনের অকৃত্রিম অলৌকিক স্নেহের পরিশোধ দিই—আমি মৃত্যুশয্যায় যখন পতিত ছিলেম, তখন কেবল যোগজীবনের মুখ অবলোকন কত্তেম আর ভাব্‌তেম স্বয়ং প্রভু ভগবান্ আমায় ক্রোড়ে করে বসে আছেন—যোগজীবনের কি বিশুদ্ধ চিত্ত, কি মহদন্তঃকরণ তা আমি বিলক্ষণ জানি।

হর। মেজোখুড়ো সদুপায় বলুন।

প্র, প্র। মাথা মুণ্ডু কি বল্‌বো—লোকাপবাদ অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর নাই—স্বয়ং ভগবান্ রামচন্দ্র লোকাপবাদ ভয়ে সতীত্বময়ী গর্ভবতী সীতাকে বনবাস দিয়েছিলেন—অরবিন্দ আমাদের মতাবলম্বী না হন, উনি ওঁয়ার স্ত্রীকে লয়ে দেশান্তরে যান।

হর। কাজে কাজেই—হা পরমেশ্বর! তোমার মনে এই ছিল, আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব অরবিন্দ দ্বাদশ বৎসর পরে ঘরে এল একবার ক্রোড়ে লতে পেলেম না—হা ব্রাহ্মণি! তুমি স্বর্গে বসে আমার দুর্গতি দেখ্‌চো—তুমি একবার এস, তোমার অরবিন্দ বনবাসী হয়, ধরে রাখ—(রোদন)

যোগ। পিতা আপনি রোদন সম্বরণ করুন—কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, আপনার প্রাণাধিক অরবিন্দকে নিষ্কলঙ্কে আপনার অঙ্কে প্রদান করে গমন কর্‌বো—যে অরবিন্দের জীবন রক্ষা হেতু আমি ক্ষুধা পিপাসা পরিত্যাগ করিছি, গিরিগুহায় পর্ব্বতশৃঙ্গে, নিবিড় অরণ্য মধ্যে, জনশূন্য নদীর কূলে, সমুদ্রের বালির উপরে, বাস করিছি, খণ্ডগিরি ধামে যে অরবিন্দ পীড়িত

হলে ক্রোড়ে করে দিবাযামিনী রোদন করিছি, সেবা শুশ্রূষা দ্বারা যে অরবিন্দকে মৃত্যুর গ্রাস হতে কেড়ে লইচি, সে অরবিন্দ আমার বুদ্ধির ভ্রমে কখনই মনস্তাপ পাবে না। আমি কে তা আপনারা কেউ জানেন না, আমিও এতক্ষণ, অরবিন্দ কেমন কৃতজ্ঞ, ললিত কেমন বিজ্ঞ, আর নদেরচাঁদ কেমন পাজি, জান্‌বের জন্য, তাহা প্রকাশ করি নি—আমার মনস্কামনা সিদ্ধি হয়েছে—আর আমার ব্রহ্মচারীর বেশে প্রয়োজন কি—আমার পাকা দাড়িও কৃত্রিম, কাঁচা দাড়িও কৃত্রিম—আমি স্ত্রীলোক, পুরুষ নই—

(ভিতরকার শাড়ী ব্যতীত সমুদায় অঙ্গাবরণ, শ্মশ্রু, জটা পরিত্যাগ)

পণ্ডি। মলিন হয়েছেন তবু বাছার কি লাবণ্যের জ্যোতি, যেন জনকনন্দিনী অশোকবন হতে বার হলেন—আপনি কে মা ?

হর। উনি ক্ষত্রিয়াণীর মেয়ে, আমি যখন সপরিবারে কাশী হতে বাড়ী আসি উনি মেয়েদের সঙ্গে এসেছিলেন, ওঁর নাম চাঁপা।

অর। চাঁপা তুমি আমার জন্যে এত ক্লেশ পেয়েছ।

ভোলা। আপনার যখন ব্রহ্মচারীর বেশ ছিল, তখন আপনাকে পিতা বলিচি, এখন আপনি মেয়ের বেশ ধারণ করেছেন, এখন আপনাকে মাতা সম্বোধন করি।

পু, ই। আমি বড় হায়রাণ হয়েছে—এ ত আউরাৎ—নদেরচাঁদ বাবু হাম যায়।

[পুলিস ইনিস্পেক্টর এবং কনষ্টেবলদ্বয়ের প্রস্থান।

শ্রীনা। (নদেরচাঁদের গলা টিপিয়া) তোমার পুলিস বাবা গেল, তুমি যাও—ও ব্যাটা হারামজাদা, নচ্ছার।

নদে। মেরে ফেল্লে গো—ও ইনিস্পেক্টার সাহেব, একবার

এস আমারে বাঁচাও, তোমারে যে টাকা দিইচি তা ফিরে নেব না—

শ্রীনা। এই যে টাকা। (সজোরে গলাটিপ)

নদে। ও মা গেলুম—শ্রীনাথ মামা তোর পায় পড়ি ছেড়ে দে—(গলাটিপ)—গলা ছেড়ে দে—(গলাটিপ) গলার হাড় ভেঙ্গে গেল—মাত্তে হয় পিটে গোটাছুই কিল মার্—(গলাটিপ)—একেবারে গলার হাড়খান ভেঙ্গে গেল—তোমার কিন্তু হাড় জোড়া দিয়ে দিতে হবে। শ্রীনাথ মামা তোর পায় পড়ি কিল আরম্ভ কর্, গলা ছেড়ে দে—(পৃষ্ঠে বজ্রমুষ্টিদ্বয় প্রহার)—ও মা গেলুম, গলা ধরে কিল মাচ্চে—গলা ছেড়ে দিয়ে কিল মার্—চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আপনার বাড়ীতে কুলীনের ছেলের অপমান হলো—

হর। তুমি বাপু কুলীনের ছেলে নও, তুমি কুলীনের কালপ্যাঁচা—

ভোলা। শ্রীনাথ কেন বাঁদরটারে নিয়ে তামাসা কচ্চো?

সিদ্ধে। ভোলানাথ বাবু আপনার ভাগ্নে কেমন সৎ তা তো দেখ্লেন।

ভোলা। জানাই আছে।

সিদ্ধে। আপনি অনুমতি করুন ওর জিব্‌টে আমরা কেটে নিই।

নদে। শ্রীনাথ মামা একবার গলাটা ছাড় আমি এক দৌড় দিয়ে শ্রীরামপুর যাই, তার পর যদি আর এমুখ হই আমি শালার বেটার শালা।

[নদেরচাঁদের বেগে প্রস্থান।

যজ্ঞে। মহাশয় আমি পারিতোষিক পেতে পারি কি না? পুলিস দারগা এক রকম দিয়েছেন।

অর। আপনি অবশ্য পুরস্কার পাবেন—আপনাকে আমি হাজার টাকা দেব।—আপনি যে বল্যেন পিতার নাম সম্বলিত পাড়বিশিষ্ট একখান কাপড় যোগজীবনের ঝুলিতে ছিল সে কাপড়খানি কোথায় ?

যজ্ঞে। ঝুলিতেই আছে।

যোগ। (ঝুলি হইতে বস্ত্র বাহির করিয়া) এই সে বস্ত্র।

অর। এ ত একখানি ছোট শান্তিপুরে ধুতি—পেড়ে লেখা দেখ্‌চি—"হরবিলাস চট্টোপাধ্যায় দুহিতা তারা সুন্দরী"—

হর। এ বস্ত্র আমার তারার পরণে ছিল—চাঁপা তুমি এ বস্ত্র কোথায় পেলে ?

যোগ। তারার নিকটে পেলেম।

হর। আমার তারা কি জীবিতা আছেন ? আমার তারা কি পবিত্রা আছেন ?

যোগ। অযোধ্যার পরম ধার্ম্মিক মহীপৎ সিং তারাকে কন্যারূপে প্রতিপালন করেছিলেন, আপনাকে দিবার জন্য তারাকে তিনি কাশীতে লয়ে আসেন—কিন্তু কাশীতে মহীপতের মৃত্যু হওয়াতে, আমি মধ্যবর্ত্তী থেকে ভোলানাথ বাবুর সহিত তারার পরিণয় হয়েছে—ভোলানাথ বাবু আপনার পরমাত্মীয়, আপনার জামাতা।

হর। চাঁপা তুমি আমার লক্ষ্মী, তোমার কল্যাণে আমার পুত্র কন্যা জীবিত পেলেম—আমি এই দণ্ডে শ্রীরামপুর যাব, আমার প্রাণাধিকা তারাকে দেখে জীবন জুড়াব, আমি তারাকে দেখ্‌লেই চিন্‌তে পার্‌বো, তারার বাম হস্তে একটি ক্ষুদ্র অঙ্গুলি অতিরিক্ত আছে—এখানে সকলেই আমার আপনার জন, কেউ কোন কথা প্রকাশ কর না।

যোগ। আপনার বাড়ীতে আপনার তারা এসেছেন,

ভোলানাথ বাবু সমভিব্যাহারে লয়ে এসেছেন। ভোলানাথ বাবু আপনি বাড়ীর ভিতরে যান, আপনার ধর্ম্মপত্নীকে প্রেরণ করুন।

[ভোলানাথের প্রস্থান।

অর। ভোলানাথ বাবু যার জন্যে কাশীতে বিপদে পড়েন সে আমার—

যোগ। অরবিন্দ বাবু আপনি ললিতমোহনকে সুপাত্র বিবেচনা করেন কি না ?

অহল্যার প্রবেশ।

অহল্যা, তুমি অতি ভাগ্যবতী, তোমার কাছে আমি স্বীকৃত ছিলেম তোমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করয়ে দেব—হরবিলাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তোমার পিতা, অরবিন্দ বাবু তোমার ভ্রাতা, তোমার নাম তারা।

হর। জগদীশ্বর! তুমি মঙ্গলময়—আমরা তোমার হস্তে বালিকাদের খেলিবার পুতুল। আহা! আহা! এমন সময় আমার ব্রাহ্মণী কোথায়! ব্রাহ্মণি একবার একদিনের জন্যে ফিরে এস, আনন্দউৎসব দেখে যাও, তোমার অরবিন্দ বাড়ী এসেছে, তোমার হারা তারা পাওয়া গিয়েছে, তারার শোকে ব্রাহ্মণী আমার প্রাণত্যাগ করেন—হা ব্রাহ্মণি! হা ব্রাহ্মণি—(রোদন)

যোগ। পিতা আপনি কাঁদেন কেন? দেখুন তারা অবাক্ হয়ে রোদন কচ্চে—পিতা তারা আপনাকে প্রণাম কচ্চে—

(হরবিলাসের চরণে তারার প্রণাম।)

হর। আমার তারা শিশুকালেও যেমনটি ছিলেন এখনও তেমনটি আছেন, দেখি মা তোমার বাম হস্ত দেখি। (অহল্যার বাম হস্ত ধারণপূর্ব্বক) এই দেখ মায়ের বাম হস্তে সেই অতিরিক্ত অঙ্গুলিটি আছে—আমার আনন্দের সীমা নাই আমার মা লক্ষ্মী

ঘরে এসেছেন—আমার আরো আনন্দের বিষয় আমার মা লক্ষ্মী ভোলানাথ বাবুর অতুল ঐশ্বর্য্যের রাজ্যেশ্বরী হয়েছেন।

যোগ। অহল্যা আমার কাছে এস, আমি সেই যোগজীবন ব্রহ্মচারী—

অহ। আমরা উপর হতে সব দেখিছি।

শ্রীনা। মহাশয় যজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী বাঁকি থাকেন কেন, যদি অনুমতি করেন আমি ওঁর দাড়ি উৎপাটন করি—

যজ্ঞে। মরে যাব—সাত দোহাই বাবা আমার গজানো দাড়ি—তোমাদের উড়ে চাকর একদিন এক গোছা দাড়ি ছিঁড়ে দিয়েছে, তার জ্বালা সামলাতে পারি নি—

হর। আপনি কি ছদ্ম বেশ ধরে আছেন, না আপনি প্রকৃত ব্রহ্মচারী ?

যজ্ঞে। বাবা পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন—তুমি পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগদখল করিতে রহ—আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা কর না।

শ্রীনা। তুমি কে তা না বল্‌লে আমি কখন ছাড়্‌বো না, তোমার দাড়ি নেড়ে দেখ্‌বো—(দাড়ি ধরিতে হস্ত প্রসারণ।)

যজ্ঞে। মরে যাব, একেবারে মরে যাব—সাত দোহাই বাবা দাড়ি ছুঁয়ো না—আমি কে তা প্রকাশ হলে আমি গোরিব লোক মারা যাব।

অর। এখানে সকলি আমাদের লোক, আপনি নির্ভয়ে বল্‌তে পারেন।

যজ্ঞে। বাবা আমি বাখরগঞ্জ জেলার মনিবগড় কাছারির নায়েব, আমার নাম বাউলচাঁদ ঘোষ। মনিব মহাশয় এক ঘর বনিদি গৃহস্থের ঘর জ্বাল্‌য়ে দেন, গুটিকত খুন করেন—আমি পেটের দায় সঙ্গে ছিলেম—পুলিস আস্‌বামাত্র আমি পটল

তুল্যেম—তার পর গবর্ণমেণ্টো আমার গ্রেপ্তারের জন্য তিন হাজার টাকা পুরস্কার ছাপ্‌য়ে দিলে—আমি ব্রহ্মচারী হয়ে কাশী গেলেম। আমার তহবিল খাঁকৃতি, যোগজীবন টাকা দেবে বলে এখানে নিয়ে এল—

অর। আপনাকে আমরা হাজার টাকা দিচ্চি।

ভোলানাথের হস্ত ধরিয়া লীলাবতীর প্রবেশ।

ভোলা। অরবিন্দ বাবু এই তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী, লীলাবতী।

অর। ললিত এবং সিদ্ধেশ্বর বাবু লীলাবতীর সমুদয় কথা আমায় বলেছেন—ললিত প্রথমে জান্‌তে পারেন নি লীলাবতী আমার ভগিনী, আমার সাক্ষাতে পরমানন্দে লীলাবতীর অলৌকিক রূপ লাবণ্য বর্ণন কত্তেন এবং বল্‌তেন তাঁর দেহ যদি দশ সহস্র খণ্ডে বিভক্ত করা যায় প্রত্যেক খণ্ডে দেখ্‌তে পাবে এক একটি লীলাবতী মূর্ত্তিমতী। ললিত এবং সিদ্ধেশ্বরের সহিত আমার সহসা সৌহার্দ্দ হলো, মনে মনে কল্পনা কল্যেম ভবনে গমন করিবা মাত্র লীলাবতীর সহিত ললিতের বিবাহ দেব—

হর। (ললিতকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক) বাবা ললিত আমি তোমার মনে অনেক ক্লেশ দিইচি, কিন্তু আমি তোমাকে অরবিন্দ অপেক্ষা স্নেহ করি—তুমি আমার লীলাবতীকে অতিশয় ভাল বাস, আমার লীলাবতী তোমার নাম করে জীবন ধারণ কচ্চেন—আজ আমার মহানন্দের দিন, কিন্তু যতক্ষণ তোমার সহিত লীলাবতীর পরিণয় সম্পাদন না হচ্চে ততক্ষণ আমার আনন্দ সম্পূর্ণ হচ্চে না—(ললিতের হস্তের উপর লীলাবতীর হস্ত রাখিয়া)

আত্মীয়-স্বজন-গণ সুখে সম্ভাষিয়ে,
তনয়ার মনোভাব মনেতে বুঝিয়ে,
শুভ দিনে শুভ ক্ষণে সানন্দ অন্তরে,
অর্পিলাম লীলাবতী ললিতের করে।

(নেপথ্যে হুলুধ্বনি)।

[সকলের প্রস্থান।

সমাপ্ত

পাঠভেদ

দীনবন্ধুর জীবিতকালে 'লীলাবতী'র দুইটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়,—প্রথম সংস্করণ ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠভেদ নিম্নে দেওয়া হইল :—

পৃ.	পংক্তি	দ্বিতীয় সংস্করণ	প্রথম সংস্করণ
১৬	২২-২৩	খাও ব্যস্।	খাও।
৪৫	৯	মুছান	মুছায়ন
৫৫	৩	নিন্দে করে	নিন্দা করে
৫৭	১৭	উল্টা	উল্টাপল্টা
৫৮	২	অনেকক্ষণ	অনেক্ষণ
৬২	২৩	ছেলেটি	ছেলটি
৭০	১৬	কাড়রে	কড়ারে
৭১	৪	চরাউ	চরাউচ
৭৬	১৫	যারে	যাকে
৮২	২০	যিবাউ	যিবাহউ
৮৩	৮	মাইপোমানাঙ্কু	মাইপোমানঙ্কু
৮৫	১২	গলায়	গলার
১০৬	৩	তাঁহারে	যাঁহারে
১৩৩	৩	শয়নাগার	শয়নঘর
১৩৫	৯	কর্‌তিস,	করচিস,
১৩৯	১৮	প্রদান।	দান,
১৪২	২৪	এ	ও
১৬০	১৪	তাতেই	তাইতে
১৬১	৩	বল্‌ছেন,	বল্‌তেছেন,
১৬৭	১৩	নীচে,	নীচ,
	১৭	পারেন	পাবেন,
১৭১	২১	যায়—	হায়—
১৭৫	১০	জ্বালা সামলাতে	জ্বালা আজো সাম্‌লাতে

দ্রষ্টব্য।—আমরা ২য় সংস্করণের যে পুস্তকখানির সাহায্যে বর্ত্তমান সংস্ক মুদ্রিত করিয়াছি, তাহা খণ্ডিত,—ইহাতে চতুর্থ অঙ্কের প্রথম ও দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে পৃষ্ঠাগুলি (১১৯-৩০) নাই। এই অংশ মুদ্রণকালে প্রথম সংস্করণের সাহায লওয়া হইয়াছে।